বাঙ্গলার জমিদার

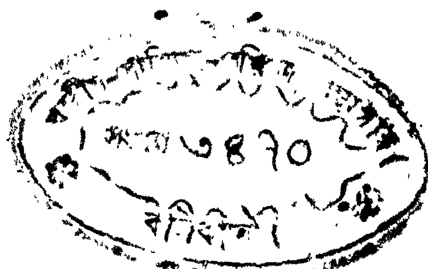
৩৩১৩

শ্রীবামাচরণ মজুমদার প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

উপস্থিত তাং ১৭-১২-২১
সং
ব, সা, প, গ্রে,

কলিকাতা ২১১ নং আন্তনী বাগান লেন
হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।



মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

Printed by J. C. Roy,
Wilkins Press, 20 St James Lane,
Calcutta.

বাঙ্গালার জমিদার প্রধান-

বৰ্দ্ধমানাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল স্যার বিজয়চন্দ্‌ মহাতাপ,

কে, সি, এস্, আই ; কে, সি, আই, ই ; আই, ও, এম্,

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর

মহামহিম মহিমার্ণবেষু—

মহারাজাধিরাজ !

আপনি বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন জমিদার। জমিদারের নিকটেই "বাঙ্গলার জমিদার" অধিকতর শোভনীয় ও আদরণীয় হইবে বিবেচনায়, আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত আমার বহু যত্ন ও পরিশ্রমের ফল "বাঙ্গলার জমিদার" ভবদীয় করকমলে অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

বঙ্গদেশে প্রকৃত লাইব্রেরীর নিতান্ত অভাব। দুই একটী যাহা আছে তাহার সংগ্রহ যাহা কিছু, তাহাও নাটক নভেলে পূর্ণ। জমিদার মহাশয়দিগের লাইব্রেরীর অবস্থাও সেইরূপ। একমাত্র ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতেও সংগৃহীত প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির অনেক অংশ অদৃশ্য হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রনয়ণকালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হইতে অনেক সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। Permanent Settlement of Bengal, Zamindery Settlement of Bengal, Reports of British Indian Association, গবর্ণমেণ্টের Administrative Report এবং আরও কতিপয় গ্রন্থের সাহায্যে এই পুস্তকের মূল ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরী ও কয়েকখানি পারসী ভাষায় লিখিত পুস্তকের এবং বহু পত্র ও পত্রিকার সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

পুস্তক মুদ্রাঙ্কনকালে, হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি, নমাজশিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, মোসলেম হিতৈষি পত্রিকার সম্পাদক, জ্যেষ্ঠসম বন্ধু শ্রদ্ধেয় মুন্সী আবদর রহিম সাহেব বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য পরিচালক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফী মহোদয়

ইহার কাপি দেখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধনীয়।

যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ অথবা প্রসঙ্গ ইত্যাদি হইতে আমি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এবং যে সকল সহৃদয় বন্ধুবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া এই পুস্তক প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কলিকাতা,
২১।১ আন্তুনী বাগান লেন। } শ্রীবামাচরণ মজুমদার।

ভুল সংশোধন।

কোন কারণে তাড়াতাড়ি পুস্তক প্রকাশ করিতে যাইয়া, পুস্তকের ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিতে পারিলাম না। দশের অনুগ্রহ থাকিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিবার বাসনা রহিল। পাঠক এবং অনুগ্রাহকবর্গ দয়া করিয়া এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন এই প্রার্থনা। নিবেদন ইতি—

গ্রন্থকারস্থ।

নিবেদন।

পুস্তক লিখিলেই মুখবন্ধ লিখিতে হয়, এই প্রথাটী স্মরণাতীত কাল অবধি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এখানে আমাকে সেই প্রথার অমর্য্যাদা করিতে হইল। কারণ পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত এবং যে দরবারে হাজির করিতে পারিলে লেখক ধন্য হইবে, সে দরবারের মালীক জমিদার। জমিদার— এ দেশের ধর্ম্মাবতার, সুতরাং মুখবন্ধ না করিয়া এখানে তাঁহাদের কাছে নিবেদন করাই আমার উচিত কার্য্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন বঙ্গবাসীর নিকটে বঙ্গভাষার সমধিক আদর আছে, জোর করিয়া এ কথা বলিলে কতকটা মিথ্যা বলা হয়; জমিদার সম্প্রদায় মধ্যেও সে শ্রেণীর লোকের অবিদ্যমানতা স্বীকার করা যায় না; তাহাতেই ভয় হয়, এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি হয়ত তাঁহাদের হাতে পৌঁছিবে না। আরও এক আশঙ্কা,—যে দরবারের জন্য ইহা লেখা হইয়াছে, সে দরবার বড় আলস্যপরায়ণ, অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী; কিন্তু এই পুস্তকখানি তাঁহাদিগকে না পড়াইতে পারিলেও লেখকের চির পোষিত আশা পূরণ হইবে না,—উদ্বেগাকুল চিত্তেও শান্তি আসিবে না।

লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি সীমাবদ্ধ; ভাষাজ্ঞান অল্প, লিপিকৌশলও কিছুমাত্র নাই। কাজেই ভাষায় ভাব প্রকাশ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, অধিকন্তু পুস্তকে ভুলভ্রান্তি এবং প্রয়োগ

দৃষ্টিরও অভাব হয় নাই, লেখক তজ্জন্য লজ্জিত বা দুঃখিত নহেন ; কেন নহেন, উপরেই তাহা বলা হইয়াছে।

সাহিত্য সমাজে নাম ও যশের কাঙ্গাল হইয়া এই পুস্তক প্রচার করা হইতেছে না। উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার, কাজেই অধুনা প্রচলিত তোষামোদ খোসামোদ এবং চাটুকারিতার একান্ত অভাব আছে। দেশের ও সমাজের দুর্ভাগ্য এবং অন্তর্ভূত অভাব প্রকাশ করাই ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সে উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইলেই যথেষ্ট।

এই ক্ষুদ্র নগণ্য পুস্তক পাঠ করিয়া দেশহিতৈষী গণনীয় মহোদয়গণের দৃষ্টির কণামাত্রও যদি দুর্ভাগ্য সমাজের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলেই লেখক কৃতার্থ হইবে ; তাহার অধিক সে আশা করে না,—আকাঙ্ক্ষাও রাখে না।

বঙ্গের মহামান্য জমিদার মহোদয়গণ ! স্বদেশের দুর্দ্দশাপূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আমি আপনাদের সম্মুখীন করিতে সাহসী হইলাম। আপনারা ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া যদি আমার বাসনাপূর্ণ ও সমাজের দুর্দ্দশা মোচন করিতে আপনাদের মহামূল্য সময়ের কিয়দংশমাত্র ব্যয় করিতে কৃপণতা না করেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব। উপরেই বলিয়াছি, ইহার অধিক আর আমার কোন আশা নাই, আর কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও রাখি না ! নিবেদন ইতি—

কলিকাতা— | গ্রন্থকারস্য
চৈত্র—১৩২০ সাল |



বাঙ্গলার জমিদারী

হেতুবাদ।

কবি কল্পনার অতীত, চিরসুখ শান্তিময়, প্রকৃতির পুণ্য লীলাভূমি ধরিত্রীর পীযূষপূরিত বক্ষে আমাদের বঙ্গদেশ। সুজলা সুফলা শস্য-সম্পদ-শালী বলিয়া এ দেশকে শত সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। অতীতের শত অত্যাচার, সহস্র উৎপীড়ন, বহু বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি হইয়াও বঙ্গভূমি এখন পর্য্যন্ত যে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়ছে ইহাই আমাদের পক্ষে শ্লাঘনীয়। এমন পুণ্যময় দেশে জন্মিয়া—বাঙ্গালী নামে পরিচিত হইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

এই বঙ্গে বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম্মস্মৃতি নানাপ্রকারে এখনও ক্ষীণ রেখার মত আজও এ দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সে স্মৃতিতে কত শত সু বা কু কীর্ত্তির সুখ দুঃখের কাহিনী বিজড়িত হইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সে অনুশীলন ঐতিহাসিক গবেষণার অন্তর্গত, সুতরাং এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভের প্রাক্কালে, অবিচার অত্যাচার হইতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া যখন দেশের অস্থি মজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছিল, তৎকাল হইতে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর

শেষকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেমনই থাকুক বাহ্যিক আবরণটা ঠিক সমভাবেই ছিল। দীর্ঘকাল অশান্তি ভোগের পর দেশবাসিগণ ইংরেজ শাসনের সুশীতল ছায়ায় বেশ একটু আবেশে সুখ স্বচ্ছন্দে আরাম সুখ ভোগ করিতে-ছিলেন; তাদৃশ সুখ শান্তির সময়ে পাশ্চাত্যের অবাধ বাণি-জ্যের প্রবল ঘাত প্রতিঘাতে, দৈব দুর্ব্বিপাকে, অভাবের টানে বঙ্গের বহিরাবরণ অপসৃত হইয়া তাহার অন্তঃসার শূন্য কঙ্কাল-সার শুষ্ক দেহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বলিলে নিতান্ত অন্যায় বলা হয় না।

প্রবাস প্রত্যাগত অতি বড় নিকট আত্মীয়, হঠাৎ আধি ব্যাধি গ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইয়া মুমূর্ষ অবস্থায় গৃহাগত হইলে, আত্মীয় স্বজনের মনে যেমন একটা অব্যক্ত আতঙ্ক, আশঙ্কা ও উদ্বেগ উপস্থিত হয়; অপ্রত্যাশিতভাবে দেশবাসীর নিকট তেমনই ভাবে বঙ্গদেশের এই ভয়াবহ শোচনীয় দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়াছে। সমগ্র দেশবাসী সদ্য-চকিত নিদ্রোত্থিতের ন্যায় এই অতর্কিত বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে, এবং লক্ষ্য-হীন দিশাহারা হইয়া কেবলই ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে; কি যে করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

ব্যাধি উৎকট, নিরাময়ের উপযুক্ত ঔষধ স্থির হইতেছে না। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, কৃষি ও বাণিজ্য ইত্যাদি নানা-বিধ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া দেশকে রক্ষা করিবার জন্য দেশ-বাসীগণ আপনাদের বুদ্ধি ও শক্তি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি-

তেছে, কিন্তু বিভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকগণের বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবস্থার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও ফল বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিলে শুভ ফল ফলিবে বাস্তবিক তাহা নিরুপণ করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জননী জন্মভূমির কল্যাণ সাধনে সকলেই প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছেন। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ধনী দরিদ্র, মুর্খপণ্ডিত, ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মজ্ঞানহীন সকলেই এখানে সমস্বার্থে বিজড়িত; উদ্দেশ্য এক, সুতরাং পরস্পরের অধিকার সমান। এ কর্ম্মক্ষেত্রে কাহাকেও কেহ উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না, পারাও উচিত নহে ;— প্রত্যেকেই যুক্তি ও কর্ম্মদ্বারা স্বীয়মত সমর্থন করিবার অধিকারী এরূপ চেষ্টা অস্বাভাবিক নহে—বরং বিশেষ প্রশংসনীয়।

জগতের প্রত্যেক দেশের এবং জাতির ভিত্তিতেই একটী আদর্শ সম্প্রদায় আছে, উচ্চ আদর্শ ব্যতীত কোন জাতি বা ব্যক্তি কখন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আমাদের বঙ্গদেশেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না; দীর্ঘকাল হইতে আমাদের সমাজ এবং জাতির সম্মুখে আদর্শরূপে দাঁড়াইয়া জমিদার সম্প্রদায় জনসাধারণের কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিলেন। আজও পর্য্যন্ত দেশবাসীগণ তাঁহা-দিগকেই আদর্শস্থলে রাখিয়া—তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া চলিতেছে; সুতরাং দেশের বা সমাজের কোন বিষয় আলোচনা করিতে গেলে স্বতঃই জমিদার

সম্প্রদায়ের নাম আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে।

জমিদার—বাঙ্গলার আদর্শ, রক্ষক এবং পালক সুতরাং তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া দেশের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হইতে পারেনা; কারণ তাঁহাদের উন্নতি অবনতির সহিত দেশের সকল উন্নতি অবনতি সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার কোন পরিবর্ত্তন-নিবর্ত্তন অথবা সংযোগ-বিয়োগ করিতে হইলে সেই সূত্র হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে; কাজেই ন্যায়-অন্যায়, অভাব অভিযোগ ইত্যাদি সেই মূল স্থান হইতেই আরম্ভ করিবার আবশ্যক হইয়াছে এবং বিচার স্থলে সেই সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকারের উপায়ও নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

জমিদারগণ—দেশের নেতা; তাঁহাদের উন্নতি অবনতির সহিত দেশের তাবৎ উন্নতি অবনতি প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভর করিতেছে সুতরাং জমিদারগণের পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করা অতীব কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় জমিদারী-ষ্টেটগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইয়াছে।

ধনে মানে ও অগ্রগণ্যতায় বাঙ্গলার জমিদার দেশের ও সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। জন সাধারণ সকল সময়ে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী; সুতরাং জমিদারকে দেশের মেরুদণ্ড ধরিয়া লইয়া তাঁহাদেরই নিকটে সমস্ত অভাব অভিযোগের বিজ্ঞাপন ও কর্ত্তব্যবোধে তৎপ্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করা হইতেছে। জাতি এবং সমাজের

দুর্দ্দশা অধুনা চরম সীমায় পৌছিয়াছে, ইহা অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। ব্যক্তিগত ভাবে একথা বলিবার ক্ষমতা বা অধিকার আমার নাই, কিন্তু সমাজ ও জাতির হিসাবে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই প্রাকৃতিক স্বাধীন ক্ষমতা পাইয়া নিজ ক্ষুদ্রজ্ঞান অনুযায়ী মত প্রকাশ করিতে আমি এক্ষেত্রে সাহসী হইয়াছি; এবং স্বীয় মত সমর্থনার্থ প্রকৃত সত্য ও তাহার অনুকুলে ক্ষুদ্র যুক্তি প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। মত প্রকাশ ও সমর্থনের প্রয়াসে আমাকে অনেক ঘরের কথা প্রকাশ করিতে হইয়াছে, সুতরাং পরের কাছে ঘরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রে পরের কাছে ঘরের কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে, কিন্তু কথা হইতেছে প্রকৃত পক্ষে আমি পরের কাছে ঘরের কথা প্রকাশ করিয়াছি কি না; প্রথম তাহাই বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

যাহা বক্তব্য তাহা দেশবাসী জমিদারগণের নিকটেই বলা হইয়াছে। জমিদারগণ আমাদের পর নহেন বরং অতি বড় আপনার,—আমাদের সর্ব্বস্ব; সুতরাং এতদ্দ্বারা কোন মতেই শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করা হয় নাই। উল্লিখিত হেতুবাদে বিধি নিষেধের শাসন কদাচ আমাকে দায়ী করিতে পারিবে না।

বিধিনিষেধ উপেক্ষা করিবার দাবী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াও কিন্তু আমি নিজকে একেবারে নিরপরাধ মনে করিতে পারিতেছি না; কারণ নীতিবাক্যের অনুগমন অনুসরণ করিতে অক্ষম হইয়াছি। "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যম্

প্রিয়ম্” এই মহাজন বাক্যকে উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যে কার্য্য-গতিকে অগত্যা কিঞ্চিৎ দূরে রাখিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ সত্য গোপন করিলেই বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, বক্তব্যের অসম্পূর্ণতা পুস্তকের উদ্দেশ্যে বাধা জন্মে; ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না।

পক্ষান্তরে সত্য প্রকাশ করিতে যাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে সম্প্রদায় বিশেষের উপর নানাভাবে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে কটাক্ষ করিতে হইয়াছে; তবে সেরূপ কটাক্ষ সন্ধানে কোনও রূপ মিথ্যা বা অসঙ্গত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই এইমাত্র ভরসা।

ধনী, মানী, জ্ঞানী সকলকেই সমাজের মধ্যে থাকিয়াই চলিতে হয়, সমাজে দশের সুখ দুঃখে নিজ সুখ দুঃখ জড়াইয়া না লইলে সংসার হইতে নিজকে জোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হয়। ইহজগত শুধু আত্ম সুখভোগের স্থান নহে; আত্ম সুখভোগই যদি এ সংসারের একমাত্র লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে মানুষের কৃর্ত্তব্যেতিহাসের সাজ সরঞ্জাম সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত। বিশ্বস্রষ্টা মনুষ্যকে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া নিতান্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; স্বেচ্ছায় কোন দিক্ দিয়া যাইবার উপায় রাখেন নাই; যে দিক দিয়া যাওয়া যায়, সেই দিকেই কর্ত্তব্যের কঠোর ঝঞ্ঝাবাত, কর্ম্মের গভীর পরিখা। বিজ্ঞান দর্শনাদি ব্যবহারিক শাস্ত্রের সহস্র উন্নতি-সাধন করিয়া কেহ কখন কর্ত্তব্য রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে

পারিবে না; একথা মহাজন বাক্য সম অখণ্ডনীয়; সুতরাং সেরূপ চেষ্টা বৃথা! প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করিলে আজ হউক, কাল হউক, কিম্বা দশ দিন পরেই হউক, কর্ম্মকর্ত্তাকে অবশ্যই অনুশোচনা হইবে;—সুতরাং কোনরূপে ন্যায়-নীতির উল্লঙ্ঘন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

যে কোন কারণেই হউক, দেশ বা সমাজের উপর নেতৃত্ব অথবা কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার পাওয়া সৌভাগ্যের পরিচায়ক, তদপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। নেতা এবং কর্ত্তার পদমর্য্যাদানুরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। শত সহস্র ব্যক্তি যাঁহাদের ইঙ্গিতে উঠে বসে, মরে বাঁচে—জাতির এবং সমাজের উত্থান পতন, জীবন মরণ যাঁহাদের কার্য্য কারণের উপর নির্ভর করে, সে দায়ীত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া চলা সমাজপতিগণের একান্ত উচিত এবং স্বীয় অযাচিত প্রাপ্ত-শক্তি-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রত্যেক কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যতিক্রম ব্যবহারে নিন্দাভাজন ও অবজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনাই অধিক, ইহা বলাই বাহুল্য।

দশের সমালোচনাকে উপেক্ষা করিয়া ও মতকে পদদলিত করিয়া,—আত্মম্ভরিতায় ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া চলিলে, নেতা কর্ত্তাদের পদমর্য্যাদা কদাপি অটুট থাকিতে পারে না। দশের মত পদদলিত করিয়া, কে কবে, কোথায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিয়াছে? পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে, সম্প্রদায় এবং জাতীয় উত্থান পতনের

কারণ নির্ণয় করিতে গেলে ইতিহাস ও পুরাণে এইরূপই প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস যখন এমন উজ্জ্বল সাক্ষী প্রদান করিতেছে; তখন একই পতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়া, একই আইন শাসনের অধীনে থাকিয়া, অতি সামান্য দুই একটি ক্ষুদ্র সুবিধা অধিকার বশে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া এতাধিক অহঙ্কারী ও উশৃঙ্খল হওয়া সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে কদাপি যুক্তিসঙ্গত হয় না।

সম্প্রদায় বিশেষের উপর অত্যধিক কটাক্ষ করায়, সমাজের নিকট অবশ্যই নিজকে নিন্দুক সাজিতে হইয়াছে, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। যে সকল কারণে এই গর্হিত কার্য্য জ্ঞাতসারেও করিতে হইয়াছে, তাহার একটি ক্ষুদ্র কৈফিয়ৎ এখানে প্রদান না করিলে চলিতেছে না, আত্মরক্ষা করাই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

উচ্ছ্বাসাধিক্যে আব্দারের মাত্রাটা কিছু অধিক হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। লোকে আপনার জনের কাছেই আব্দার করিয়া থাকে, আমাদের আপনার জন বঙ্গের জমিদার গণ,—এই জন্য আলোচনা প্রসঙ্গে আব্দারের মুখে কোন বিষয়ে এতটুকু বিবেচনাও করা হয় নাই—একটুকুও বাদ দেওয়া হয় নাই।

ভুক্তভোগী না হইলে পৃথক্ পৃথক্ সমাজের প্রকৃত অবস্থা বর্ণন একরূপ অসম্ভব। এই হেতুবাদে এবং জমিদারগণকে

আত্মীয়, বন্ধু ও মুরুব্বী এবং আদর্শ মানিয়া লইয়া, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার যথাযথ স্বরূপ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তবে সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটী করি নাই ; শ্লাঘাকে দূরে রাখিয়া সাহস পূর্ব্বক এ কথা অবশ্য বলিব। জমিদার মহোদয়গণ, যদি বর্ণিত প্রসঙ্গকে কেবল সাম্প্রদায়িক সমালোচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া লেখককে দোষী সাব্যস্থ করিয়া বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে এ দীনের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হইবে। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা কোন প্রকারেই সমালোচনা নহে,—তবে সাম্প্রদায়িক আলোচনা বটে।

অযথা ব্যয়াধিক্য, অন্য প্রকার আয়ের উপায় উদ্ভাবনে নিশ্চেষ্টতা, ক্রম বিভাগ এবং উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণের অভাবে জমিদারী ষ্টেটগুলির যে কি ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় জমিদারগণের আপন আপন অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় খুব কম হইয়া পড়িয়াছে ; আড়ম্বর, বিলাসস্পৃহা, অলসতা এবং বিবিধ ব্যসন সম্মুখে অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন জমিদারদিগের হিতৈষী বন্ধু, কর্ত্তব্য পরায়ণ কর্ম্মচারী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যাক্তির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ষ্টেট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ,

অন্যায় অসঙ্গতের অনুমোদন করিয়া, জমিদারগণের বিপদ ঘণীভূত করিয়া তুলিয়াছে। কর্ম্মচারী, বন্ধু ও আশ্রিতজনের কর্ত্তব্য,—পালক এবং আশ্রয়দাতার হিতসাধন করা, তাঁহার অন্যায় এবং ভুল দেখাইয়া দেওয়া। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার ব্যাতিক্রম ঘটিয়াছে। মানুষ যতই কেন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান হউন না;—ভুল ভ্রান্তির হাত কাহারই এড়াইবার উপায় নাই; মতিভ্রম সকলেরই হয়,—আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াই থাকে। এরূপ দুঃসময়ে শুভানুধ্যায়ীদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ন্যায়সঙ্গত রূপে পালন না করিলে অত্যন্ত অন্যায় ও নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য হয়। বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত ভাবে কাজ হইতেছে।

যখন কোন জমিদার ভ্রান্ত-ধারণা ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় অসঙ্গত কার্য্য দ্বারা আপনাকে নানারূপে বিপন্ন করিয়া তোলেন, তৎকালে বন্ধু, তথা কথিত হিতৈষী (!) কর্ম্মচারীগণ, পালক ও আশ্রয়দাতা জমিদারের কৃত ভূল কার্য্যকেও, উত্তম উত্তম বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঁহার ভ্রান্তি মোহ শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকেন; এবং অন্যায় অসঙ্গতের অযথা সমর্থন করিয়া, ষ্টেটের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। যাঁহারা ঐরূপ কার্য্য করেন সত্যই কি তাঁহারা হিতাকাঙ্ক্ষী?

দেশে আজকাল স্বার্থপর চাটুকারের সংখ্যাই অধিক; জমিদারদিগের নায়েব, দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত

এখন এই ঘৃণিত পর্য্যায়ে উপস্থিত হইয়াছেন। অনুচর, কর্ম্মচারীদিগের, জমিদারের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতার আদৌ অভাব ঘটিয়াছে ; কাজেই কোন ষ্টেটের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। বিবেচনা ও উপযুক্ত নির্ব্বাচন অভাব ইহার অন্যতম কারণ বলিলে দোষ হয় না। শ্রেষ্ঠ পদাভিষিক্ত কর্ম্মচারীগণকেও সামান্য স্বার্থহানীর আশঙ্কায় নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য সকলকে এখন অম্লান বদনে অনুমোদন করিতে দেখা যায় ; ইহা নিতান্ত লজ্জাকর ব্যাপার। কেবল লজ্জাকর কেন,—যারপর নাই ঘৃণার কথা। এই সকল শুভানুধ্যায়ী পুরুষগণ জমিদারদিগের ব্রণ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। একটু চেষ্টা করিলেই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। অতঃপর যাহাতে কোন প্রকার অন্যায় অসঙ্গত কার্য্য ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অযথা অনুমোদিত না হয়, জমিদারগণের তাহা বিবেচনা করিয়া লইবার আবশ্যক হইয়াছে। সময় থাকিতে চেষ্টা না করিলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদেরই ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক।

অন্যায় এবং ভ্রান্তি বুঝাইয়া দেখাইয়া দেওয়াই বন্ধু, আত্মীয় এবং কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য। না বুঝাইয়া দিলে মানুষ স্বকৃত ভ্রম সহজে বুঝিতে পারে না ; আর এই ভুল-ভ্রান্তি, বুঝিতে ও দেখিতে না পারিয়াই বঙ্গের জমিদারগণ ক্রমাগত একটার পর আর একটা, তাহার পর আবার নূতন একটা ভুল করিয়া বসিতেছেন ; ফলে তাহাতে ষ্টেট সকলের সমূহ ক্ষতি হইতেছে ;—সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। স্বীয় আভিজাত্য,

মানসম্ভ্রম এবং অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে, প্রত্যেক জমিদার-কেই তথাকথিত কর্ম্মচারী ও বন্ধুগণের চাটুকারিতা হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইবে, তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে হইবে। মিথ্যা বিলাসিতা হইতে আপনাকে তফাতে রাখিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। অবর্জ্জনা যত দূর করিয়া দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। অবর্জ্জনা দূর করিয়া তৎসঙ্গে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণকে ষ্টেটের কার্য্যভার প্রদান করা আবশ্যক। এখন এইরূপ করিবারই আবশ্যক হইয়াছে। কেবল তোষামোদ খোসামোদের বশীভূত হইলে চলিবে না; নিজের হিসাব ষোলআনা বুঝিয়া লইতে হইবে, অপর পক্ষে অর্থনীতির আলোচনা এবং নিজ অবস্থার সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়া চলিতে হইবে।

উল্লিখিত বিষয় সকলের আলোচনা করিতে যাইয়া লেখককে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সমাজ বিশেষের উপর গায়ে পড়িয়া স্বকৃত মোড়লের ন্যায় কথা বলিতে হইয়াছে। কি করা যায়;—বিপদ যখন মাথার উপর বোঝা হইয়া চাপিয়া পড়িয়াছে, তখন আর চুপ করিয়া থাকা কখনই সঙ্গত নহে। পেট ভরিয়া খাইলে যদি লক্ষ্মী ছাড়েন—তবে নাচার। যখন আধপেটা খাইয়াও সচলা কমলাকে যখন অচলা করিয়া রাখিতে পারা গেল না, তখন আর ভয় করিয়া চলিলে কি হইবে।

স্থূল কথা, বর্ত্তমান সময়ে যে একটা অদল বদল আরম্ভ

হইয়াছে, তাহা যাঁহারা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্, তাঁহারা কদাচ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ সকল বিষয়েই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন নিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে ; সুতরাং আশা করা যায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে বাঙ্গলার জমিদারগণ এ সময়ে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, আপনাদের ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া চলিবেন,—এ আশা দুরাশা নহে, এবং জমিদারগণ অবশ্যই নিজের এবং সমাজের কল্যাণ-কামনায় জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন ষ্টেটের উন্নতি কল্পে স্বীয় কর্ত্তব্যশক্তি নিয়োগ করিয়া পতনের মুখ হইতে ষ্টেটগুলিকে সামলাইয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

আশা বৈতরণী,—আশার ছায়ার মুখের প্রতি আকুল নেত্রে তাকাইয়া—মানুষ অসাধ্য-সাধন করে, সাধনে জয়লাভ করিয়া কর্ম্মবীর নামে খ্যাত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশকে এবং সমাজকে উন্নত করে। পূর্ব্বকালে আমাদের যথেষ্ট সৌভাগ্য ছিল ; যদিও আমরা সে কাল আর ফিরিয়া পাইব না,—সে দিন আর ফিরিয়া আসিবে না ;—তথাপি হতাশ হইয়া নীরবে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কখনই কর্ত্তব্য নয়। কর্ম্মের দ্বারা যতটা সম্ভব, আবশ্যক মত নিজেকে, সমাজকে, সংসারকে গড়িয়া পিটিয়া নিজের মত করিয়া লইতে চেষ্টা পাইতে হইবে,—আর এরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত। আমাদের কর্ম্মশক্তি একেবারে, এককালে বিলুপ্ত হয় নাই; পূর্ব্বস্মৃতি লয় পায় নাই,—ইচ্ছা-শক্তি এখনও বর্ত্তমান আছে, সুতরাং এ সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে

প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় দাঁড়াইলে, জমিদারী-ষ্টেটগুলির অবস্থা পুনরায় উন্নতির দিকে ফিরিতে পারে বলিয়াই বিশ্বাস।

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে বিঘূর্ণিত হইয়া, নিজের ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ভুগিয়া ও বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের ষ্টেটের অবস্থা নিগূঢ় সন্ধানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ লইয়া, যে সামান্য জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছি এবং সহস্রাধিক পল্লীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশ করিলাম। মিথ্যা একবর্ণও বলা হয় নাই,—যাহা প্রকৃত তাহাই আলোচিত হইয়াছে। ভৌতিক-কল্পনার-মৌলিকতা সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও লেখক, যে দেশের গণ্যমান্য প্রবীণ প্রাচীন জমিদারদিগের পর্য্যায়ে নিজস্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, তাহা অত্যন্ত গর্হিত ও ধৃষ্টতা হইলেও ক্ষমনীয়। যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ছোট বড় হইবার জন্যই চিরকাল লালায়িত। ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া লওয়াই মহত্ব সুতরাং মহতের নিকট এবম্প্রকার আব্দার অনুচিত হইলেও অসমুচিত হয় নাই বলিয়া মনে করিয়া লইলে বিশেষ দোষের হইবে না।

ভাবার মর্য্যাদা রক্ষার ক্ষমতার দীনতা ও শব্দ সংযোজন প্রণালীর অঙ্গ হীনতায় স্থানে স্থানে আমার মনোগত ভাব প্রকাশক উক্তি প্রয়োগ কিছু কঠোর ও কষ্টসাধ্য হইয়াছে, অবশ্য আমি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য।

যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা হিংসা দ্বেষ বা অসূয়া কলুষিত নহে; প্রকৃত অভাব বিবৃত করিতে যাইয়া কার্য্য পরম্পরায় যেন কিছু বিরুদ্ধভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া লইলে ভাল হয়। আলোক, অন্ধকার, পাপপুণ্য এবং সত্যমিথ্যায় আকাশ পাতাল প্রভেদ, অথচ ঐ তিনের সম্বন্ধ পরস্পরে অতি নিকট; এমন কি একের অভাবে অন্যের অস্তিত্বই উপলব্ধি হইতে পারে না। একের দোষগুণ বিচার করিবার সময়ে অপরকেও ডাকিয়া আনিতে হয়; না ডাকিলেও—কাহার প্রতীক্ষা না করিয়া সে আপনি অজ্ঞাতভাবে, বিনা আহ্বানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে।

যে চিত্র অঙ্কিত করিবার বাসনা ছিল, তাহা বোধ হয় পারিলাম না, ভাষার দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিয়াছি বলিয়াও বিশ্বাস নাই। নিজের শত সহস্র দীনতা বুঝিতে পারিয়াও, কেন যে এমন অসমসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহা ভাব এবং ভাষার দ্বারা বুঝান দুষ্কর, তবে কেবলমাত্র আশা, ভবিষ্যতে কোন শক্তিশালী লেখক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন।

সুধী সমাজ এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর পুস্তক হইতে যদি কিছু সত্য বাহির করিয়া লইয়া কচিৎ দোষাবলীর প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দেশকে এবং সমাজকে পতনের মুখ

হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই লেখক কৃত-কৃতার্থ হইবে।

পরিশেষে দেশের ধনী,মানী ও জ্ঞানী জমিদারগণের নিকট, জ্ঞানকৃত এই উদ্ভট ধৃষ্টতার জন্য করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ভরসা আছে আমার আদর্শ মুরুব্বিবগণ দীনের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আপনাদিগের চিরমহত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন; ইহাই শেষ প্রার্থনা।

আরম্ভ।

বঙ্গের জমিদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

লক্ষ্মীর বরপুত্র, দেশের আশা, দেশের আশ্রয় বাঙ্গলার জমিদার। বৃটিশ শাসনাধীন ভারতীয় প্রজাগণের মধ্যে বঙ্গের জমিদারগণ ধনে, মানে, গৌরবে এবং রাজসম্ভ্রম লাভের অধিকারে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া আছেন। আলোচ্য বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, এই সর্ব্বসম্ভ্রমাধিকারী ও সর্ব্বসুখভোগী জমিদার সম্প্রদায় কবে কোথা হইতে কেমন করিয়া উদ্ভূত হইলেন। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা আবশ্যক ; অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহাই আমাদিগকে করিতে হইতেছে।

হিন্দুরাজত্বকালে ভারতে রজতাদি ধাতুমুদ্রার সমধিক প্রচলন ছিল না, তবে সুবর্ণ মুদ্রা প্রচলনের কথা জানিতে পারা যায়। তাহা রাজভাণ্ডারেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রজার নিকট ভূমিরাজস্ব, উৎপন্ন শস্য হইতেই গ্রহণ করা হইত। মুসলমান রাজত্বের প্রথমাবস্থায় সেই নিয়মের কোন অন্যথা হয় নাই। দেশের পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই কর গৃহীত হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শের শাহের রাজত্বকালে রৌপ্য মুদ্রার অধিকতর প্রচলন আরব্ধ

হয়। শের শাহ "তঙ্কা" নাম দিয়া রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও ঐ সময়ে তঙ্কা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণ প্রজাগণ তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইত না, তাহারা রাজকর পূর্ব্বরীতি অনুসারে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দ্বারাই প্রদান করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গীরদারগণ এবং অন্যান্য সামন্ত রাজগণ রাজকোষে যে রাজস্ব ও নজরানা প্রদান করিতেন, তাহাতে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যতঙ্কা উভয়ই একত্র মিশ্রিত থাকিত, রাজসরকারের অল্প বেতনের কর্ম্মচারী, সৈন্য সিপাহী এবং সামান্য সামান্য চাকর নফরদিগের বেতন (তনখা) এই রৌপ্য তঙ্কা হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; উচ্চ বেতনের মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতির বেতনাদি স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারায় প্রদত্ত হইত।

মোগল রাজত্বের গৌরবরবি সম্রাট আকবর বাদশাহের সময়ে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দার শেষ তৃতীয়াংশে রৌপ্য মুদ্রা ও তাম্র মুদ্রার বহুল প্রচলন আরম্ভ হয়। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও কৃষি প্রজারা ভূমির কর ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দ্বারা প্রদান করিত। কেবল কাশ্মীর ও বঙ্গ দেশের রাজস্ব মুদ্রা দ্বারায় আদায় হইবার নিয়ম পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিতছিল। সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের এতাধিক রাজ্য নিজের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন যে, তৎপূর্ব্বে অপর কোন বাদশাহ তত বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। আকবরের অধিকারে রাজ্য বিস্তৃতির সহিত

রাজ্যের তাবৎ কার্য্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন কর সংগ্রহের পক্ষেও বিবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সেই সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া সুশৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত সমগ্ররাজ্যের কার্য্যাবলী একত্রিত না রাখিয়া রাজকার্য্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়; প্রত্যেক বিভাগে এক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মনোনীত করিয়া, তাঁহার হস্তেই পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা তোড়ল মল্ল রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অর্থনীতিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী কার্য্যকুশল কর্ম্মচারী রাজা তোড়ল মল্ল রাজস্ব সচিবনামে অভিহিত হন। রাজা তোড়ল মল্ল রাজস্ব সচিব হইয়া রাজ্যবাসী প্রজাবর্গের উচিতমত কর ধার্য্য বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত জমি জরিপ করাইয়া, পরিমাণ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক জমাবন্দী প্রস্তুতের বিধান করেন। জমি জরিপ করিবার প্রণালী গৌড় বাদশাহ সেকেন্দর শাহের রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত হইলেও এতদ্দেশে উহা বিস্তৃতি লাভ করে নাই। এতাধিক বিস্তৃত রাজ্যের জমা নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে রাজস্ব সচিব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, শস্যদ্বারা তাদৃশ সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কর সংগৃহীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব; অতএব শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রাদ্বারা কর গ্রহণ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হয়; সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত তিনি রাজ্যের ভিন্নভিন্ন স্থানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া যে সকল স্থানের ভূমির কর শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রাদ্বারা গ্রহণ সম্ভব-

পর হইতে পারে, সেই সকল স্থানে ঐরূপ ব্যবস্থা প্রচলন করিয়া দেন। কিছুদিন সেই নিয়মে কর গৃহীত হইবার পর, রাজস্ব সচিব রাজা তোড়ল মল্ল বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, প্রতিবৎসর প্রজার জমা নির্দ্ধারণ করিয়া কর সংগ্রহ করা দুষ্কর, তাহাতে অসুবিধা বিস্তর, সেই সকল অসুবিধা পরিহার করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবিধার নিমিত্ত তিনি স্থলবিশেষে প্রজার জমা দশ বৎসর এবং উনিশ বৎসর মেয়াদে একবিধ জমা বাহাল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতে রাজস্ব বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের এবং সাধারণ প্রজা লোকের, সকল পক্ষেরই বিশেষ উপকার হইয়াছিল।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজা তোড়ল মল্ল কর্ত্তৃক এ দেশের রাজস্ব বিভাগের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সেই সকল পরিবর্ত্তনে অবশ্য শুভফল ফলিয়াছিল, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম অংশে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে দিল্লী সিংহাসনের অধীনস্থ ভূখণ্ডসমূহের প্রজারা নানা পর্য্যায়ে বিভক্ত ছিল। মুসলমান রাজত্বের প্রথমাবধি জায়গীরদার নামে এক শ্রেণীর উল্লেখ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, আওয়াবদার, কেল্লাদার, থানাদার ইত্যাদি পর্য্যায়ে বহুবিধ শ্রেষ্ঠ প্রজার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। সাধারণ প্রজার উপর তাঁহারা যথার্থ ভূম্যধিকারীর ন্যায় প্রভুত্ব করিবার অধিকারী ছিলেন এ কথা মিথ্যা নহে।

যদিও জমিদার নামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উল্লেখ

সে সময়ে কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না; তথাপি আকবরের রাজত্বকালে, যে সময় হইতে ভূমির কর শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রার দ্বারা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপক মেয়াদে একবিধ প্রকারে কর গ্রহণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল; সেই সময়কে যদি জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। বাস্তবিক সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে আধুনিক জমিদারের ন্যায় কোন বিশেষ সম্প্রদায় যে ছিল না অর্থাৎ কেবল কর প্রদান করিয়া নির্ব্বিবাদে সুখ স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতে কেহ অধিকারী ছিলেন না, ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারা যাইতেছে।

যোড়শ শতাব্দীর মধ্যাবস্থায় বঙ্গদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের আধিক্য দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই বিপ্লবসম্ভূত কারণ হইতে দেশে যে মহা অনর্থের সূচনা হয়; রাজা প্রজা সকলেই তাহাতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন; সেই সময়ে বঙ্গদেশে রাষ্ট্রীয় ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়; সেই পরিবর্ত্তনের কালে জমিদার সম্প্রদায়ের প্রথম পত্তন, এরূপ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কিন্তু তৎকালে জমিদারদিগের স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, এবং তাঁহারা জমিদার নামে অভিহিত না হইয়া অনেকেই রাজা নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই জন্যই অস্মদ্দেশের প্রজাসাধারণ এখনও জমিদারকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

এই সময়ে বঙ্গদেশ দিল্লী সিংহাসনের অধীন সীমান্ত রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। উত্তর পূর্ব্বে আসাম, পূর্ব্বদক্ষিণে চট্টগ্রাম প্রদেশ এবং দক্ষিণ পশ্চিম উড়িষ্যা এই সীমান্তর্গত সমতল ভূমিখণ্ড তৎকালে বঙ্গদেশ নামে কথিত হইত। চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন; ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতি সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই,সৈন্যসামন্তাদি সহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া গৃহস্থদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত; এবং দেশবাসীর উপর অশেষ প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত এবং অগ্নি সংযোগদ্বারা লঙ্কাকাণ্ড করিতেও বিরত থাকিত না। এই সকল ক্ষুদ্র বিপ্লব বঙ্গদেশে ঘটিতে থাকিলেও ইহা দিল্লীর রাজসিংহাসনকেও বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু প্রতি-কারের উপায় ছিল না। বহু শত ক্রোশ দূরস্থিত সিংহাসন হইতে এই জল জঙ্গলপূর্ণ নিত্য উৎপীড়িত প্রদেশকে, দুরন্ত লুণ্ঠনকারীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা সুসাধ্য ছিল না। লুণ্ঠনকারীগণের দৌরাত্ম্য নিতান্ত অসহ্য হইলে সম্রাট ভাণ্ডার হইতে জলের ন্যায় অর্থরাশি ব্যয় করিয়া, ধারাবাহিক অভি-যানের পর বহু সহস্র সৈন্য সহায়ে দেশকে শত্রু কবল মুক্ত করা হইত; লৌকিক ভাষায় তাহাকে শান্তি বলা যাইত; কিন্তু সে শান্তি অতি অল্পক্ষণ স্থায়িনী। কেননা বৈরীপক্ষ পরাজিত হইয়া দেশ ছাড়িয়া একেবারে চলিয়া যাইত না, অদূরস্থ জঙ্গল মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিত, সম্রাটের বিজয়ী

সৈন্যগণ রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যাইবার পর দিনই লুণ্ঠনকারী-গণ গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া, আবার নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া দিত। এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া দিল্লীশ্বর সেই সময়ে দেশবাসীগণের সুখ সুবিধার জন্য বঙ্গদেশের বর্দ্ধিষ্ণু ও শক্তিশালী অধিবাসীগণকে সৈন্য সামন্তাদি রাখিয়া স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা ও জনসাধারণের শান্তিরক্ষার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহারা এই স্বাধীন অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।

যাহারা সম্রাট প্রদত্ত ক্ষমতা পাইয়া দেশে কতকটা শান্তি স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছিলেন, তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াও আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিতে পারেন নাই। সম্রাট ও প্রধান প্রধান সচিব বিশেষের স্বার্থের অন্তরায় হওয়াতে পাছে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কোপ নয়নে পড়িতে হয়, সেই ভয়ে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে শঙ্কিত থাকিতে হইত. তদ্রূপ আশঙ্কার লক্ষণ উপস্থিত হইলে সম্রাট দরবারে আপনাদের পক্ষ সমর্থনার্থ ভূম্যধিকারীগণ প্রত্যেকে সম্রাট দরবারে এক এক জন উকীল নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল উকীল রাখিয়াই তাঁহারা চিত্ত সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই;—সম্রাট ও সচিবগণকে তাঁহাদের অনুকুলে প্রসন্ন রাখিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অর্থ ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রদান

করিতেন; একথা মিথ্যা নহে। বর্ত্তমান জমিদার এবং সেই সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজার পার্থক্য অনেক, ইহা নানা প্রকারেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং একই পর্য্যায়ে উভয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত হয়। তবে আমরা জমিদারের পূর্ব্ব রূপ বলিয়া এই সকল রাজোপাধিযুক্ত সম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া লইতে পারি।

পরবর্ত্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম দরবারে আমরা যে সকল জমিদারের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাঁহারাও দরবারে আপন আপন পক্ষ সমর্থনার্থ উকীল নিযুক্ত রাখিয়া ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের শক্তি ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। রাষ্ট্র বিপ্লবাবসানে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই পরিবর্ত্তনের ফলেই যে সেইরূপ ক্ষমতার খর্ব্বতা ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ও শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারে ঐরূপ বিষদন্তহীন জমিদারগণের প্রভাব প্রতিপত্তি নিতান্ত কম ছিল না, ইতিহাস পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। পূর্ব্ব স্বাধীনতার বিলোপ ঘটিলেও, শেষ নবাবের সংক্ষিপ্ত শাসনকালে জমিদারগণের প্রভাব নবাব দরবারে যে সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের ইতিহাস তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ। সে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের সমালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ভূম্যধিকারীগণ ঐরূপ স্বাধীনতা পাইয়া যথাযথ

সময়ে সম্রাট দরবারে কেবল নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিয়া সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ আধিপত্য করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন। অনেকে এই রাজোপাধিযুক্ত ভূম্যধিকারীগণকে "জমিদার" পর্য্যায়ে গণনা করিতে অভিলাষী হন। এরূপ অভিলাষ নিতান্ত অযুক্তিপূর্ণ, কারণ "জমিদার" সংজ্ঞা প্রদান করিলে ঐ সকল স্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজাদিগের পদ মর্য্যাদা জ্ঞাতসারে ক্ষুণ্ণ করা হয়, এ কথা বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় না, সেই কারণে আমরা এরূপ প্রস্তাবের পক্ষপাতি নহি। যখন বেশ পরিষ্কার জানিতে পারা গিয়াছে যে, রাজাগণ আবশ্যক মতে ইচ্ছানুসারে আইন প্রণয়ন, বিচার ব্যবস্থা ও সৈন্য সামন্তগণ নিয়োগ করিয়া স্ব স্ব অধিকারস্থ প্রজাপুঞ্জের সর্ত্ত ও শান্তি রক্ষার ক্ষমতা ধারণ করিয়াছিলেন; তখন ইঁহাদিগকে জমিদার সংজ্ঞা প্রদান করিবার বিধি সঙ্গত কারণ আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। ঐ সকল রাজারা এখনকার অধিকাংশ জমিদারের ন্যায় কেবল কর সংগ্রাহক, আলস্য পরায়ণ, সঞ্চিত অর্থ বিনাশী ও বিলাসী ছিলেন না; নিশ্চিন্তে সুখ ভোগে কাল হরণের অবসর তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিত না, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে।

অতঃপর বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্বের আরম্ভ। মুসলমান রাজত্বকালে কর সংগ্রাহক জমিদার না থাকিলেও (খৃষ্টীয় ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে) সেই সময়ে যাঁহারা অর্দ্ধ স্বাধিনতা পাইয়া প্রজা সাধারণের উপর প্রভুত্ব চালাইতে

ক্ষমবান্ হইয়াছিলেন পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের পতনাবস্থাকে উহার মূল সূত্র ধরিয়া লইলে ইতিহাসের অমর্য্যাদা করা হয় না। স্বাধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতিগণ কালক্রমে ক্ষমতা হীন হইয়া এখন করসংগ্রাহক জমিদার রূপে পরিণত হইয়াছেন, একথা বলিবার কারণের অভাব নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মুসলমান রাজত্বকালে জমিদারের স্বাধীনতা অধিকতর ভাবে রক্ষিত হইয়াও রাজ্যের সহিত তাঁহাদের সামান্য মাত্রও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু ইংরেজ রাজশক্তির সহিত ক্ষমতাহীন করসংগ্রাহক জমিদারের সম্বন্ধ এমনই ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন মতেই একে অন্যকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না;—ত্যাগ করিবার উপায়ও নাই। একরূপ বলিতে গেলে, বঙ্গ জমিদারের সহায়তায় বঙ্গে তথা ভারতে বৃটিশ শক্তির বিকাশ, সুতরাং বর্ত্তমান জমীদার এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যেও ঘনিষ্টতা বেশী হইবার পক্ষে কিছু আশ্চর্য্য হয় নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের সময় হইতেই এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভবও এই সময় হইতে সুতরাং জমিদারের স্বত্ব স্বামিত্ব এবং অবস্থার আলোচনা করিতে হইলে বৃটিশ রাজনীতির আরম্ভ কাল হইতে করা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এজন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রাথমিক কার্য্যকলাপ, মতামত এবং মন্তব্যাদির অনুশীলন ধারাবাহিক রূপে করিবার আবশ্যক হইতেছে।

উদ্দেশ্য—জমিদারের সৃষ্টির ইতিহাস সংগ্রহ করা, সুতরাং তৎ সম্বন্ধীয় তাবৎ কার্য্যকলাপের আলোচনা করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লওয়া যাইতেছে। এতদধিক আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

মুসলমান রাজত্বের অবসানের পর দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে দেশবাসীগণ নির্ম্মম ভাবে নিগৃহীত হইতেছিল। চুরি ডাকাতি লুণ্ঠন ইত্যাদি উপসর্গ হইতে ধন মান প্রাণ রক্ষা এক রূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হইয়াছিল। এমন অত্যাচার অরাজকতা বঙ্গের ভাগ্যে নূতন না হইলেও পুরাতনের পুনরভিনয়ের আশঙ্কায় সে বিপদে নিস্তার লাভার্থ—দেশবাসীগণ মানুষের শেষ সম্বল অসময়ের এবং অসহায়ের সহায় বিপদভঞ্জন মধুসূদন নাম জপ করিতেছিল। দেশের অবস্থা কি ঘটিয়াছিল?—রাষ্ট্র বিপ্লবের পরে এবং রাজশক্তি পরিবর্ত্তনের সময়ে সর্ব্বত্র যাহা ঘটিয়া থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গে তাহাই ঘটিয়াছিল। এমন বিষম দুঃসময়ে দেশবাসীগণের আর্থিক অবস্থা এবং মানসিক ভাব কি প্রকার হয়, ভুক্ত ভোগী ব্যতীত অপরের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। যাহাই হউক, এই দুর্দ্দিনে ইংরেজসেবিত শান্তির সুশীতল ছায়া ত্রস্ত ও ভীত চকিত দেশবাসীকে ক্রমে আশ্বস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল; এ কাহিনী সর্ব্বজন বিদিত।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সাত

বৎসর কাল নানাবিধ অশান্তি ভোগের পর ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে দেশের আপামর সাধারণ কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল। সে সকল আলোচনার স্থল ইহা নহে, সুতরাং পূর্ব্বেতিহাস ত্যাগ করিয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আমাদিগকে প্রয়োজনীয় তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে।

ইংরেজ বঙ্গরাজ্য অধিকার করিবার পর প্রথমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন, যাবতীয় রাজকার্য্য তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বেই পরিচালিত হইতেছিল। ইংলণ্ডস্থ (Board of Director) বোর্ড-অব-ডাইরেক্টরগণের আদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। রাজ্য স্থাপনের পর বোর্ড অব ডাইরেক্টারগণ বঙ্গদেশের সমুদয় কার্য্য পরিচালন করিবার জন্য গবর্ণর দরবারে সুপ্রীম কাউন্সিল (Supreme Council) নামে একটী সভা গঠন করিয়া দেন। সুপ্রীম কাউন্সিল বোর্ড-অব-ডাইরেকটারগণের অনুমতি ক্রমে এ দেশের সকল প্রকার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিবার অধিকারী ছিলেন।

বঙ্গরাজ্য ইংরেজ করতল গত হইবার পর দুই বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্যের রাজস্বের দিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ পান নাই। তারপর একটা মোটামুটি হিসাব ধরিয়া রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই সময়ে ভূমি রাজস্ব গ্রহণ করিবার কোন বিশেষ নিয়ম না থাকায় নিতান্ত অনিশ্চিত নিয়মে কর সংগ্রহ করা হইতেছিল। কার্য্যের

বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন রাজস্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না, ইহা প্রসিদ্ধ কথা; অধিকাংশ স্থলেই ব্যক্তিগত হিসাবে রাজস্ব গ্রহণ করা হইতেছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়তের সহায়তায়, প্রজাগণের জমির পরিমাণ অনুসারে প্রতি বৎসর জমা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হইত। এক বৎসর কাল ধরিয়া ঐ জমা আদায় করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। থানাদারগণ অধীন জনপদের রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রিয় তহশীলদারের নিকট জমা দিতে বাধ্য ছিলেন, তহশীলদারগণ থানাদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব লইয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। রাজস্ব এই ভাবে সংগ্রহ হইত। পঞ্চায়তের সহায়তায় প্রতি বৎসর জমা নির্দ্ধারণ করিবার বিধি দ্বারা একদিকে যেমন প্রজা সাধারণের উপর অযথা অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছিল, অপরদিকে তেমনি যথাযথ ভাবে রাজস্ব আদায়ের পক্ষেও ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে বৎসর বৎসর নূতন করিয়া কর ধার্য্য করিতে বহু ব্যয় এবং সময়ক্ষেপ হইতেছিল, সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক রাজস্ব বিভাগে বিশৃঙ্খলার জঞ্জাল পরিপূর্ণ হইয়াছিল একথা মিথ্যা নহে।

যখন এইরূপ বিশৃঙ্খলায় ও অব্যবস্থায় সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল, সেই সময়ে সুপ্রীম কাউন্সিলে বঙ্গের রাজস্ব বিষয়ের শৃঙ্খলা বিধানের ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিবার আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব

উপস্থিত হয়, তদানীন্তন সুপ্রীম কাউন্সিলের মিনিট বুকে এ কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যেঃ—

The great question of land revenue first opened to us.

(Supreme Council).

"ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত গুরুতর প্রস্তাব সর্ব্বাগ্রেই আমাদের আলোচ্য।"

সুপ্রীম কাউন্সিলে রাজস্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব এতদিন উপস্থিত হয় নাই, এবং তৎসংক্রান্ত কোন কার্য্যেও কাউন্সিল হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাউন্সিল সৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় গবর্ণরের শাসন বিষয়েই কেবল সহায়তা করিতেছিল। বলিতে গেলে এ দেশের রাজস্ব বিষয়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ইহাই প্রথম।

এইবার সুপ্রীম কাউন্সিল প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে দেশের রাজস্ব বিভাগের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য উপযুক্ত উপায় অবধারণে ব্রতী হইলেন। রাজস্ব বিষয়ক প্রস্তাব কাউন্সিলে, উপস্থিত হইলে সভ্যগণের মধ্যে প্রথম নানারূপ গোলযোগ আরম্ভ হয়, পরিশেষে তর্কবিতর্কের দ্বারা তখনকার মত একটা সাময়িক বন্দোবস্তের ব্যবস্থা অবধারণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত ভাবে রাজস্ব সংগ্রহ অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত ছিল না। যে

সময়ে কাউন্সিলে রাজস্ব-বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয়, তৎকালে কথা উঠিল যে, ব্যক্তিগত ভাবে রাজস্ব গ্রহণের প্রথা যদি রহিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি প্রণালীতে কর গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিলে রাজ্যের এবং রাজস্ব বিভাগের সুবিধা হইবে? বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর; অতএব কাউন্সিল হঠাৎ কোন মীমাংসায় উপনীত না হইয়া দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক রাজস্ব নীতির তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। এরূপ করা অন্যায় হয় নাই, বরং সমীচীন হইয়াছিল। অনুসন্ধানের ফলে যতদূর তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কাউন্সিল সে সময়ে কোন নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতে বহুপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে করগ্রহণ করা হইত। যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে রাজস্ব বিভাগে "পোদ্দার, আওয়াবদার, কেল্লাদার, থানাদার ইত্যাদি অনেক প্রকার নাম পাওয়া গিয়াছিল, আবার বঙ্গদেশেও সেই সময়ে জমিদার নামে অভিহিত একটি আভিজাত্য সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। এই সকল তথ্য অবগত হইয়া কাউন্সিল সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কারণ তাঁহারা যে আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরিণামে সে আশা পূর্ণ হয় নাই। কোন কোন মহাত্মা জমিদার অর্থে একটা বিকৃত ভাবপ্রকাশক মন্তব্য প্রকাশ করেন। অসমীচীন হইলেও

তাহার নমুনা এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

The word Zaminder, generally rendered land holder, is a relative and indifinite term ; and does no more necessary signify an owner of land than the word poddar signifies an owner of moneo under his charge, or an Aubdar, the owner of the province which he governs, or, in millitary language, the owner of the company of sepoys belongs to, or Kelladar, the proprietor of fort he defends, or, Thanadar, the owner of the police post he has charge of.

(The Zamindery settlement of Bengal. Appen. IV. Part I. P. P. 27.)

অর্থাৎ ঃ—জমিদার শব্দ প্রয়োগ করিলে সাধারণতঃ ভূম্যধিকারী বুঝায়, ইহা অনিশ্চিত বোধক ; জমির দখলিকার বুঝাইতে পারে কিন্তু যথার্থপক্ষে স্বত্বাধিকারী মালিক, এরূপ নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ পাওয়া যায় না। জমিদার শব্দে জমির স্বত্বাধিকারী, নির্ব্বিরোধে এমন অর্থ বুঝায় না ;—যথাঃ—পোদ্দারের জিম্বায় যে সকল টাকা থাকে, পোদ্দার সেই সকল টাকার মালীক কিম্বা অধিকারী ইহা যেমন বুঝায় না, সেইরূপ জমিদারকেও ভূমির মালীক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না ;—প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে আওয়াবদার বলা হয়, বস্তুতঃ আওয়াবদার কিন্তু সে প্রদেশের মালিক অথবা অধিকারী নহে ;—

সামরিক ভাষায় সিপাহী দলের কর্ত্তাকে সেনাদলের মালীক বলা যাইতে পারে না ;—কেল্লাদার যে কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, সে কেল্লার স্বত্বাধিকারী হইতে পারে না ;—থানাদার কথাটাও তদ্রূপ ;—পুলিশ থানার প্রহরীগণের পরিচালকেরাই থানাদার, থানা অথবা পুলিশ সৈন্যের মালীক সেই থানাদার, কদাচ ইহা বুঝায় না।

বহু পরিশ্রম, সময়, অর্থব্যয় এবং দীর্ঘ অনুসন্ধানের দ্বারা এতদ্দেশের অতীত রাজস্ব বিষয়ক তথ্য যাহা সংগৃহীত করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কাউন্সিলের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অনুশীলনের ফলে যাহা জানিতে পারা গিয়াছিল, তাহাতে রাজস্ব বিভাগ নানা ভাগে বিভক্ত থাকার বিষয় জানিতে পারা যায়। ইহার কোনটাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকুল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, এজন্য সে সময়ে রাজস্ব বিভাগের পরিবর্ত্তন অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের রাজস্ব সে সময়ে ১২৯ লক্ষ টাকা (সিক্কা) ধার্য্য ছিল। রাজস্ব বিভাগের বিশৃঙ্খলতার জন্য এই কর সংগ্রহ করিতে উহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইত। এই সময়ে রাজস্ব বিভাগে কেবল দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন।

রাজস্ব বিভাগের পরিবর্ত্তন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় নির্ণয় করিতে না পারায়, সুপ্রীম কাউন্সিল সে সময়ে দেশের প্রজা সাধারণের আভ্যন্তরীণ সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার আশায়, রাজস্ব বিভাগে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে মনস্থ করেন এবং দেশীয় উচ্চপদাভিষিক্ত রাজস্ব বিভাগের

কর্ম্মচারীদিগের স্থলে গবর্ণমেণ্টের আফিস হইতে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া পাঠান; নবনিয়োজিত কর্ম্মচারীগণ স্থপারভাইজার নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মন্তব্যে প্রকাশ আছে ঃ—

Supervisors were appointed among the company officers instead of natives.

(The Permanent settlement of Bengal.)

অর্থাৎ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের পরিবর্ত্তে কোম্পানির কর্ম্মচারীগণের মধ্য হইতে স্থপারভাইজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ বঙ্গদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। তাঁহার শাসনকালেই উপরোক্ত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সঙ্কল্পিত হয়, কিন্তু তিনি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন। তৎপর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণর পদে মনোনীত হইয়া লর্ড ক্লাইভের পদাভিষিক্ত হন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব বঙ্গের গবর্ণর পদ গ্রহণ করিয়া প্রথমেই লর্ড ক্লাইভের প্রস্তাবিত স্থপারভাইজার পদে লোক মনোনীত করিয়া প্রেরণ করেন এবং বঙ্গদেশে জেলা বিভাগ করিয়া প্রত্যেক জেলায় পৃথক্ পৃথক্ স্থপারভাইজার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

এরূপ বন্দোবস্ত করায় রাজস্ব বিষয়ে সাময়িক একটু স্থবিধা হইয়া থাকিলেও রাজস্ব বিভাগ অন্যপ্রকার দোষে দূষিত হইয়াছিল, এক অস্থবিধা দূর করিতে যাইয়া অপর

প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া রাজস্ব বিভাগকে কলুষিত করিয়াছিল ; মন্তব্য পাঠে সেইরূপ জানিতে পারা যায় ঃ—

The revenue administration, which we found in force on first assuming the Government of Bengal, was vicious and corrupt in the extreme.

(The Permanent Settlement of Bengal P. P. 5).

বঙ্গদেশের শাসন ভার গ্রহণের প্রথম অবস্থায় রাজস্ব বিভাগের কার্য্য প্রণালী যেরূপ দেখা গিয়াছিল, তাহা অতীব দূষিত ও কলুষিত।

রাজস্ব বিভাগে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই ; কারণ সে সময়ে কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকল কর্ম্মচারীই অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলেন। যে যেদিক দিয়া পারিতেছিলেন, বিবেকশূন্য হইয়া ন্যায় অন্যায় বিবিধ প্রকারে নিজ নিজ পকেট পূর্ণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। দরিদ্র প্রজার সুখ দুঃখ বুঝিয়া চলিবার অবসর কাহারও ছিল না। একথা পরবর্ত্তীকালে বিলাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের বিচার প্রসঙ্গে জানিতে পারা গিয়াছে। এই ইউরোপীয় সুপার-ভাইজারগণ যে জমিদারদিগকে নানা প্রকারে নিগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালীয় দপ্তরে লিখিত আছে

The revenue collector over reached the land holders.

(The Permanent Settlement of Bengal P.P. 5

রাজস্ব বিভাগের কলেক্টরেরা ভূস্বামীগণকে ভূলাইয়া প্রতারিত করিতেন।

ইহার উপর আমাদের টিকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে রাজস্ব বিভাগের পরিবর্ত্তন ব্যপদেশে জেলা বিভাগ করা হয়; এবং পূর্ব্ব প্রচলিত রাজস্ব সংগ্রহের নিয়ম উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেক মৌজায় পঞ্চায়েতদিগের সাহায্যে কর নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সমগ্র মৌজার রাজস্ব সেই গ্রামের অথবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বর্দ্ধিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এক বৎসর মেয়াদে জিম্মা করিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে রাজস্ব বিভাগ হইতে থানাদার ও সরকার প্রভৃতি আদায়কারী পদসমূহের বিলোপ ঘটে।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বঙ্গদেশের ভূমিকর প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজকোষে জমা দিবার জন্য দেশের বিশিষ্ট লোকের সহিত প্রথম মেয়াদী বন্দোবস্ত করা হয়। যাঁহাদিগের সহিত এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, তাঁহারাই যে বঙ্গদেশের জমিদার সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক, একথা অস্বীকার করা যায় না। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাঁহাদিগের হস্তে মেয়াদী সর্ত্তে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারাই যে দেশের গণ্যমান্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাহাও মন্তব্যাদি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়।

The actual payment of the revenue to the collecting officers of Government was in the

hands of a few responsible parties, known as Zamindars, or landholders, who looked to the cultivators for the means of meeting the Government demands.

(The permanent settlement of Bengal)

জমিদার নামে অভিহিত, কতিপয় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কালেক্টারের হস্তে রাজস্ব সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সরবরাহের জন্য কৃষক প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতেন।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব মেয়াদী বন্দোবস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে (Landlords) ভুস্বামী বলা হইয়াছে, এক্ষণে উপরোক্ত মন্তব্যে "ভূস্বামীর" পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে "জমিদার" বলিয়া উল্লেখ করা হইল। কাউন্সিল যাঁহাদিগকে ভূম্যধিকারী বা জমিদার নামে অভিহিত করিয়া ভূমিকর সংগ্রহের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে, সে পদ ও তদুপযুক্ত ক্ষমতা পাইবার অনুপযুক্ত ছিলেন না, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। দেশ ও দশের নিকট জমিদারগণের মানমর্য্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, প্রজা সাধারণ যে বহু প্রকারে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিত, সে প্রমাণেরও অভাব দেখা যায় না। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখনও নবোদ্ভূত জমিদারের শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি কম ছিল না। অভাব অভিযোগে,

আপদে বিপদে এবং দায়ে দৈন্যে দেশের জনসাধারণকে আভিজাত্যের শরণাপন্ন হইয়া চলা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কৃষক প্রজা এবং জমিদারের মধ্যে ঘনিষ্টভাব তখনও বর্ত্তমানের ন্যায় বা ততোধিক বিজড়িত ছিল। অতীতের ইতিহাসে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সুপ্রীম কাউন্সেল এই আভিজাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায় ভূমি রাজস্ব মেয়াদী বন্দোবস্তে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া যে বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই মন্তব্যানুযায়ী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হওয়ায় প্রজা সাধারণের আর্থিক ও কৃষিকার্য্যের প্রভূত কল্যাণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখন মেয়াদী বন্দোবস্তের প্রথম প্রচার হয়, তখন কৃষককুল কর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং জমির স্বত্ব লোপের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ক্রমাগত অবিচার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাহারা নূতন কোন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দেখিলেই আতঙ্কিত হইয়া পড়িত; হতভাগ্যদের এ আশঙ্কা নিতান্ত অলীক ছিল না। যাহাই হউক, সুপ্রীম কাউন্সিল কৃষক প্রজাদিগের এই বিচলিত ভাব জানিতে পারিয়া, তাহাদিগকে শান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে সর্ব্বসাধারণের উপর একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাহাতে প্রচার করা হয় যে:—

The improvement of the lands, the content

of the riot, the extention and relief of trade, the increase and encouragement of any useful manufacture of production of the soil, and the general benifit and happiness of the province in every consideration. * * *

(Proceeding of select Committee)
16. 8. 1769.

ভূমির উন্নতি, প্রজার সন্তোষ বিধান, ব্যবসায় বিস্তারে সহায়তা, ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদি হইতে আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র প্রস্তুত করণে উৎসাহ প্রদান এবং প্রত্যেক প্রকারে দেশের সুখ সুবিধার উন্নতি বিধানার্থ ইহা করা হইয়াছে।

প্রজাগণ যেরূপ শঙ্কিত হইয়াছিল, এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ায় তাহাদের সে অলীক আতঙ্ক বিদূরিত হইয়া গেল। বিভিন্ন করগ্রাহীর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট করগ্রাহীর তত্ত্বাবধানে আসায় তাহাদের খাজানা ইত্যাদি আদায় সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যস্থতায় গ্রহণ করিবার বিধি প্রবর্ত্তন হওয়ায় অনেক সুবিধার আশা থাকিলেও কয়েকজন রাজপুরুষ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন; যাঁহারা প্রতিবাদী ছিলেন, বঙ্গের গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আপত্তিকারীদিগের কথা গ্রাহ্য হয় নাই, কারণ রাজস্ব বিষয়ে প্রতিবাদকারীগণের মন্তব্য প্রকাশ করিবার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না; কেবল সুপ্রীম

কাউন্সিল এই বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া পরিশেষে বিরুদ্ধ পক্ষকেও সুপ্রীম কাউন্সিলের ব্যবস্থা সমর্থন করিতে হইয়াছিল।

যখন অপর পক্ষ আপত্তি উত্থাপন করেন, তখন রাজস্ব বিধানের উন্নতি বিধায়িনী ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিলেক্ট কমিটীর সদস্যগণ রাজস্ব বিভাগে নববিধান প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা, উপকারিতা ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া স্বীয় মত সমর্থনার্থ যে সুন্দর সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে লিখিত হইয়া, ১৭ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত হয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উক্ত মন্তব্যের অংশ বিশেষ নিম্নে প্রকাশ করা গেল :—

16th August, 1769.

Our object is not increase of rents, or the accumulation of demands, bnt solely by fixing such as are legal explaining and abolishing such as are frudulent an unauthorised, not only to redress the ryots present grievences but to secure him from all further inv isions of his property.

(Zamindery settlement of Bengal.)
Chap. I. P. 1.

কর বা প্রাপ্য বৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে যাহা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, তাহাই নির্দ্ধারণ করা এবং যাহা অত্যধিক ও অসঙ্গতভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহারও উচ্ছেদ সাধন করা মাত্র। রায়তদিগের বর্ত্তমান অসুবিধা দূর

করাই কেবল মাত্র উদ্দেশ্য নহে, তাহাদের সম্পত্তি ভবিষ্যতে কি প্রকারে অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা।

প্রথমে প্রজার অবস্থা এবং রাজস্ব গ্রহণের ব্যবস্থা যে কিরূপ দূষিত ও কলুষিত ছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। রাজস্ব বিভাগের বিশৃঙ্খলতা বিদূরিত করিয়া প্রজা দিগকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এবং কৃষির উন্নতি সাধন জন্য, সুপ্রীম কাউন্সিল গঠিত সিলেক্ট কমিটী, বহুবিধ অনুসন্ধান ও অনুশীলন দ্বারায় যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা যে অতীব ন্যায়সঙ্গত এবং প্রজা-হিতকর হইয়াছিল, তাহা বিচক্ষণ নীতিজ্ঞ মাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সিলেক্ট কমিটী, উদার মতাবলম্বী দূরদর্শী রাজপুরুষগণ দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা রাজস্ব বিধানের যে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে তাহার ফলেই বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদার সম্প্রদায়ের অধিকার আধিপত্য অধিকতররূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

সিলেক্ট কমিটীর উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই, বরং তদ্দারা রাজস্ব বিভাগের ও প্রজাসাধারণের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। সে সময়ে এরূপ ব্যবস্থা প্রচলন না করিলে দেশের অবস্থা যে কি ভীষণ হইত এবং রাজস্ব বিভাগে যে কি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিত, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

বহুবিধ আপত্তি ও নানারূপ তর্কবিতর্কের পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের প্রথম মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বৎসরের পর দেখা গেল যে, নব প্রবর্ত্তিত বিধানের ফলে নিয়মিত ভাবে কর আদায় হইল, কর গ্রহণে কোন অসুবিধা ঘটিল না। সিলেক্ট কমিটীর প্রবর্ত্তিত কার্য্যে রাজস্বের উন্নতি সাধিত হওয়ায় সুপ্রীম কাউন্সিল অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া কমিটির সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের জন্য পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-গৃহীতাদিগের সহিত পুনরায় এক বৎসর মেয়াদে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহাই রাজস্বের দ্বিতীয় বন্দোবস্ত।

দীর্ঘকাল বহু প্রকার অশান্তি ভোগের পর ইংরেজের নব প্রতিষ্ঠিত উদারনীতির শাসনাধীনে আসায় বঙ্গদেশে আবার শান্তির শীতল বাতাস বহিল; দেশবাসীগণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িল। কিন্তু হায়! দৈব যাহার প্রতিকূল, অজ্ঞাত অভিসম্পাত যাহাদিগকে তুষানলের ন্যায় ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে শান্তি সুখের আশা আকাশকুসুমের ন্যায় নিস্ফল। চিন্তাই সুখ ;—ফল ভোগের আশা বিড়ম্বনামাত্র। তাহাই হইল—১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি ঘটিল, কৃষক ভূমি কর্ষণ করিতে পারিল না, বীজ বপন করিতে পারিল না, কণামাত্র শস্য জন্মিল না, শূন্য মাঠ ধূ ধূ করিতে লাগিল, দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল, প্রজার দুর্দ্দশার একশেষ হইল। প্রজারা প্রথমে হাল গরু বেচিল, ঘরবাড়ী

বাঁধা দিল, সঙ্গতিপন্ন লোকেরা তৈজস পত্র বেচিল, ধারকর্জ্জ করিল, পরিশেষে যখন ধার মিলিল না, তখন কুলস্ত্রীদিগের অলঙ্কার পত্র বেচিয়া কিনিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। যখন সব ফুরাইল, তখন অনাহারে, অর্দ্ধাহারে ঘাস পাতা খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পাইল; মহামারী সুযোগ ত্যাগ করিল না, বন্ধুর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্ন করিয়া দিয়া গেল। এইরূপে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের প্রভাবস্মৃতি ইতিহাসে স্থান পাইল।

প্রজার নিকট কপর্দ্দক কর আদায় করা গেল না, সুতরাং জমিদারের মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহারা যে মেয়াদী কর বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যথাসময়ে দিতে না পারায় তাঁহাদের উপর ক্রমে জুলুম তাগাদা আরম্ভ হইল, নিরুপায় হইয়া জমিদারগণ অত্যধিক সুদে মহাজনের নিকট হইতে ঋণ করিয়া প্রায় সমুদয় কর রাজকোষে প্রদান করিলেন। এমন দুরবস্থায় পড়িয়াও জমিদারগণ ১১৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাবদ দিয়াছিলেন।

বঙ্গের গবর্ণর সাহেব মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন; জমিদারগণ দুর্ভিক্ষজনিত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট কর দিতে না পারায় ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব এই সুযোগে স্বীয় মত সমর্থনার্থ জমিদারগণকে অকর্ম্মণ্য ও চুক্তিভঙ্গকারী উল্লেখে মন্তব্য প্রকাশপূর্ব্বক একটী রিপোর্ট বিলাতে কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণের নিকট প্রেরণ করেন।

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বঙ্গ রাজ্যের মালীক হইলেও দেশের শাসন ও বিচার কার্য্য নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া রাজস্ব বিভাগ মুর্শিদাবাদের নায়েব দেওয়ানের জিম্বায় রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন, সুতরাং বঙ্গদেশে নায়েব দেওয়ানের নামেই রাজস্ব আদায় হইতেছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায়, রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য মুর্শিদাবাদের নায়েব দেওয়ান গবর্ণমেণ্টকে প্রতিশ্রুত নির্দ্ধারিত রাজস্ব যথাসময়ে প্রদান করিতে সক্ষম হন নাই। এই দৈব প্রতিকূলতার অপরাধ উপলক্ষ করিয়া এবং এ শুভ সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব বিলাতে কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণের নিকট নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা-খাঁর উপর অকর্ম্মণ্যতার দোষারোপ করিয়া মন্তব্য প্রেরণ করেন। রাজ্যেশ্বর হইয়া রাজস্ব পরের হাতে রাখা নীতিবিরুদ্ধ এবং এরূপ ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অধিক, একথা গবর্ণর সাহেব বেশ অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, কিছু ক্ষতি না হইতেছিল তাহাও নহে। রাজনীতির হিসাবে এ মন্তব্য অসমীচীন হয় নাই।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ বর্ষকাল রাজ্যহারা হইয়াও মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে বসিয়া মুসলমান ভূপতি নিজ নামে বঙ্গদেশের কর গ্রহণ করিতেছিলেন। রাজস্ব গ্রহণের অধিকার থাকিলেও কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীন ক্ষমতা প্রকাশের

অধিকারেও তিনি নিতান্ত বঞ্চিত ছিলেন, এমন দুর্ভাগ্য বোধ হয় আর কোন মুসলমান নরপতির অদৃষ্টে ঘটে নাই। সামান্ত পনর বৎসরে কত নবাব বাঙ্গালার মস্‌নদে বসিলেন উঠিলেন, সে সংখ্যা নির্ণয় করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, তবে যাঁহারা ২।৪ মাসের জন্য সিংহাসনে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাঁহাদিগকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া চলিতে হইত। যে কোন কারণে এই সকল নবাবের বহাল বরখাস্তের ক্ষমতা কোম্পানীর হস্তে ছিল এবং কোম্পানী এ ক্ষমতার যে বহু সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন।

বঙ্গের গবর্ণর যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, বিলাতের কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণ ঐ রিপোর্ট অনুসারে বঙ্গের রাজস্ব আপনাদিগের সম্পূর্ণ অধীনে আনিবার উদ্দেশ্যে নায়েব দেওয়ান নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ানী হইতে অপসারিত করিবার আদেশ মঞ্জুর করেন। সেই আদেশ পত্র ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে এতদ্দেশে পৌঁছিলে কালবিলম্ব না করিয়া ১১ই মে তারিখে বঙ্গের গবর্ণর সাহেব, কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণের আদেশ পত্র প্রচারপূর্ব্বক নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ানী হইতে বরখাস্ত করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রকাশ্য রূপে গ্রহণ করেন। যে আদেশ পত্র দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

The Court of Directors had been pleased to divest the Nawab Mahammad Reza Khan of his station Naib Dewan, and had determined to stand forth publicly themselves in the charactor of Dewan

(The permanent settlement of Bengal

"কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণ বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ানী হইতে অপসারিত করিয়া প্রকাশ্যভাবে নিজেরাই দেওয়ানী পদ গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হন।"

ইংরেজ জাতির বিশেষত্ব এই যে, সঙ্কল্প স্থির হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কাল বিলম্ব হয় না ; এ কার্য্যেও তাহাই হইল। আদেশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই মহম্মদ রেজা খাঁর নবাবী শেষ হইল। ইংরেজের অনুগ্রহেই তিনি কয়েক দিনের জন্য বাঙ্গালার মস্‌নদে বসিতে পারিয়াছিলেন, আবার তাঁহাদের হুকুমেই সিংহাসন হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে নামিতে বাধ্য হইলেন, ইহাতে আপত্তি করিবার তাঁহার কিছুই ছিল না। এইখানে বঙ্গরঙ্গের আর এক অঙ্ক শেষ হইল।

মুসলমান রাজত্বের যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের পূর্ণবিকাশ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিলেন, রাজস্ব বিভাগ সম্পূর্ণরূপে সুপ্রীম কাউন্সিলের অধীন হইল। দেওয়ানী পদ গ্রহণান্তর কাউন্সিল রাজস্বের উন্নতি বিধান উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ মনোযোগী হইয়া রাজস্ব

বিভাগের সুবিধার্থ পূর্ব্ব নিযুক্ত সুপারভাইজার পদ উঠাইয়া দিয়া, কিছু বিচার ও শাসন ক্ষমতা সহ প্রত্যেক জেলায় কালেকটর নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, মিনিট বুক পাঠে ইহাই জানিতে পারা যায়।

Collectors was appointed instead of supper-visor for revenue.

(The permanent Settlement of Bengal)

রাজস্ব বিভাগে সুপারভাইজারের পরিবর্ত্তে কালেকটর নিযুক্ত হইয়াছিল।

এইরূপ বিবিধ প্রকার পরিবর্ত্তনে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ চলিয়া গেল। গত ৭০ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বন্দোবস্তের কল্যাণে প্রজাদিগের বহু সুবিধা হওয়ায় তাহারা অনেকটা শান্তি লাভ করিয়াছিল। আর এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে রাজস্ব বিভাগের শৃঙ্খলা বিধান হওয়ায় সুপ্রীম কাউন্সিল মেয়াদী বন্দোবস্তের সময় বৃদ্ধি করিয়া দিতে মনস্থ করেন, এ কথা কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণকেও লিখিয়া জানান হয়। যে প্রণালী অবলম্বন করায় সুপ্রীম কাউন্সিল রাজস্ব বিভা-গের উন্নতি ও প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সে প্রণালী সমর্থন করিতে বোর্ড-অব-ডাই-রেকটারগণ একটুও দ্বিধা বোধ করিলেন না এবং কাউন্সিলের রিপোর্ট অনুসারে পাঁচ বৎসর মেয়াদে রাজস্ব বন্দোবস্ত

করিয়া দিবার ক্ষমতা বোর্ড মঞ্জুর করিলেন। এই মঞ্জুরী পত্র ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথমে বঙ্গদেশে পৌঁছে। সুপ্রীম কাউন্সিল অতঃপর ১০ই এপ্রেল তারিখে বঙ্গদেশের ভূমি রাজস্ব পাঁচ বৎসরের মেয়াদে পূর্ব্ব বন্দোবস্তগ্রহণকারী জমিদারদিগকে প্রদান করেন।

যে সময়ে এই বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়, তৎকালে বঙ্গের গবর্ণর সাহেব এবং তাঁহার কতিপয় সহচর রাজপুরুষ ইহার বিরুদ্ধবাদী হন। স্বায় মত সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহারা যে সকল কারণ প্রদর্শন করেন, সে সকলের উল্লেখ নানা কারণে নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যক্ত হইল। মোটের উপর তাঁহারা এ বিধানের পক্ষপাতি ছিলেন না ইহা সত্য। কিন্তু সুখের বিষয়, গবর্ণর সাহেবের ক্ষমতা রাজস্ব বিভাগের উপর ন্যস্ত না থাকায় তাঁহাদের কোন আপত্তি কার্য্যকরী হয় নাই।

এক্ষণে তাঁহার আপত্তি প্রত্যাখাত হওয়ায় গবর্ণর বাহাদুর জেদের বশবর্ত্তী হইয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের রাজস্বের হিসাব উল্লেখ করতঃ এবং মেয়াদী বন্দোবস্তগ্রহণকারী জমিদার ও দেশের প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে অলীক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া বিলাতের বোর্ডে প্রেরণ করেন। তাঁহার মন্তব্যের কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্ত করা যাইতেছে :—

Under the settlement the majority of the Zamindars were impoverished, the condition of a large proportion of the ryots were bad.

The Zamindari settlement of Bengal Appen. XXII. P. P. 14

"সেটেলমেন্টের দরুণ অধিকাংশ জমিদার দরিদ্র হইয়াছে এবং প্রায় সকল প্রজার অবস্থাই খারাপ হইয়াছে।"

গবর্ণর সাহেব রাজস্বের নূতন বন্দোবস্তকেই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। গত দুর্ভিক্ষের প্রকোপে যে দেশবাসীর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং তাহারা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার কারণ বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রাজনীতি নিহিত ছিল কি না তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তবে তাঁহার এ সকল মন্তব্যে বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই, ইহা সকলেই জানেন।

বহু বাধা বিঘ্ন ও বাদ প্রতিবাদ অতিক্রম করিয়া রাজস্ব বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইল। কোর্ট-অব-ডাইরেক্টারগণ স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস (Sir Philip Francis) সাহেবকে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। (The Zamindari Settlemənt of Bengal. Appen. IV Page 1) তিনি ১৯শে অক্টোবর তারিখে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। তিনি একজন উদার মতাবলম্বী, স্বাধীনচেতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। এজন্য বঙ্গীয়

রাজপুরুষদিগের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ ঘটে নাই। সে সময়ে বঙ্গদেশে যে সকল রাজপুরুষ ছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন। সুতরাং এই নবাগত রাজপুরুষের সহিত অনেকের মতানৈক্য হইল, এমন কি গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের সহিতও তাঁহার মত মিল হইল না; অধিকন্তু উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধভাব কখনই তিরোহিত হয় নাই। ইহার ফলে রাজপুরুষদিগের মধ্যে দুইটী দলের সৃষ্টি হয়। ইহার বিষয় নানা প্রকারেই অবগত হইতে পারা যায়।

ক্রমে দুই বৎসর গত হইল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের প্রদত্ত পাঁচ বৎসরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে রাজস্ব বিষয়ের একটা নূতন ব্যবস্থা করিবার মতলবে, পুনঃ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে গবর্ণর সাহেব "রাজস্ব তত্ত্ব সংগ্রহ" পূর্ব্বক রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্য একটী অনুসন্ধান কমিটী গঠন করিয়া মিঃ এণ্ডারসন (Mr. Anderson), মিঃ ক্রফেট (Mr. Crofets, ও মিঃ বগল্ (Mr. Boggle) নামক তিন জন রাজপুরুষকে উক্ত কমিটীর সদস্য মনোনীত করেন এবং মফঃস্বলের তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন দেশীয় কর্ম্মচারীকে নিয়োজিত করেন। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেব এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হইলেও মতানৈক্য থাকায় তাঁহার উপর এই কমিটীর কার্য্যের কোন কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করা হয় নাই। এই কমিটী গঠিত হইবার পর ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেল

তারিখে কমিটীর সদস্যগণ রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, কেবল রাজস্ব বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ কবাই এই কমিটীর উদ্দেশ্য ছিল।

For the sole express purpose of Collecting such accounts and information as have reference to the business of the office. (The permanent Settlement of Bengal)

কেবলমাত্র রাজস্ব বিভাগের কার্য্য সংক্রান্ত হিসাব ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্যই রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন।

যদিও স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসকে তফাতে রাখিয়া কমিটী এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ফিলিপ সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, রাজস্ব বিষয়ের উন্নতি সাধনের উপায় তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছিলেন এবং যখন যাহা উপযুক্ত মনে করিতেন, তাহাই মিনিট বুকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এ সময়ে তিনি মিনিট বুকে যে মন্তব্য লিখিয়া রাখেন, তাহাতে লেখা আছে ঃ—

"The rate of assessment per beegha should be fixed for ever upon the land, no matter, who might be the occupant."

(The permanent settlement of Bengal)

যে ব্যক্তিই জমির দখলীকার হউক না কেন, প্রতি বিঘা জমির উপর চিরস্থায়ী কর ধার্য্য করিতে হইবে।

স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেব বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ অর্থনীতিজ্ঞ রাজপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মন্তব্য এবং রিপোর্ট কখনও নিষ্ফল হয় নাই, এ মন্তব্যও বৃথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। এতদ্দে-শের রাজস্ব বিষয়ে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং উন্নতি হইয়াছে, তাহা ফ্রান্সিস সাহেবের মস্তিষ্ক প্রসূত; তবে তাঁহার যাহা মন্তব্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত না হইলেও অংশ বিশেষের দ্বারায় এ দেশের এবং গবর্ণমেণ্টের মহোপকার সাধিত হইয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। স্থায়ী করের দ্বারা রাজস্বের উন্নতি ঘটিবে, প্রজার সুখ সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে, এ কল্পনা তাঁহারই নিজস্ব এবং এ মন্তব্য তিনিই প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীর অংশ বিশেষ বিধিবদ্ধ হইয়াই বঙ্গদেশের প্রজা সাধারণের যে উপকার হইয়াছে, জগতের কুত্রাপি সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। না জানি, ফ্রান্সিস সাহেবের সমগ্র প্রস্তাব গৃহীত হইলে এতদ্দেশের আরও কত উন্নতি কত সুবিধা দেখিতে পাওয়া যাইত।

এই সময়ে সুপ্রীম কাউন্সিল সাময়িক মেয়াদী বন্দোবস্ত দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হওয়ায় এই বন্দোবস্ত বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার জন্য কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণকে অনুরোধ করত ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে একটী মন্তব্য প্রেরণ করেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ করা হয় যে, এরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা সকল দিকেই বিশেষ সুবিধা ঘটিবে। এই মন্তব্য যাইবার

পর অনুসন্ধান কমিটী রাজস্ব বিষয়ে কার্য্যারম্ভ করিলে গবর্ণর সাহেব সদস্যগণকে তাঁহার মতানুযায়ী রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নানা প্রকার উপদেশাদি দিতেন। কারণ তিনি জানিতেন, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেব এবিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন আর তাঁহার যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যাদি অকাট্য, সুতরাং যাহাতে কমিটীর সদস্যগণ সেই মতের দিকে না ঝুকিয়া পড়েন, তজ্জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কমিটীর সদস্যগণকে তিনি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে যে নোট প্রদান করেন, তাহাতে লেখা আছে—

"Many other points of enquiry will also be useful to secure to the ryots the permanent and indispute possession of their lands, and to guard them against arbitrary exactions."

(The permanent Settlement of Bengal)

"অনুসন্ধান সংক্রান্ত অপরাপর বিষয়গুলি, রাইয়তদিগের চিরস্থায়ী এবং অবিসম্বাদিত জমীর স্বত্ব লাভের পক্ষে ও যথেচ্ছা নির্দ্ধারিত কর আদায় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিশেষ অনুকুল হইবে।"

পাঁচ বৎসর মেয়াদের কাল পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। কমিটী শীঘ্র শীঘ্র রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিবার জন্য তাড়াতাড়ি কাজ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজপুরুষদিগের মধ্যে দলাদলি থাকায় হঠাৎ কিছু করিয়া উঠা কঠিন হইল। সময় কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া রহিল না, ভাবিতে চিন্তিতে

পাঁচ বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এদেশ হইতে কোন রিপোর্ট না পৌছায় বিলাতের বোর্ড কোন আদেশ দিতে পারিলেন না; এদিকে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা কি করা হইবে, তাহাও স্থির হইল না; সুতরাং সাময়িক কার্য্য সুবিধাথ পুনরায় এক বৎসরের মেয়াদে জমিদারদিগের সহিত রাজস্ব বন্দোবস্ত দেওয়া হইল। গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব জমিদারদিগের পক্ষাবলম্বী ছিলেন না, তিনি এই সময়ে এক চাল চালিয়া লইলেন। জমিদারগণকে এক বৎসরের চুক্তিতে পাট্টা প্রদানকালে একটী নূতন সর্ত্ত বসাইয়া দিলেন, তাহাতে প্রকাশ রহিল—

They shall be liable to be disposed and their Zamindarees, or portion of them, shall be sold to make up the dificiency.

(The permanent Settlement of Bengal)

বাকি রাজস্ব পূরণের জন্য তাঁহাদিগকে স্বত্ব চ্যুত করা হইবে এবং তাঁহাদের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক জমিদারী বিক্রীত হইবে।

এরূপ সর্ত্তে পাট্টা গ্রহণে জমিদারগণ আপত্তি করায় কমিটী তাহা গবর্ণরকে জ্ঞাপন করেন; এতদুত্তরে গবর্ণর সাহেব বলিলেন, এরূপ সর্ত্ত লিখিয়া না দিলে জমিদারগণ যথাসময়ে কর প্রদানে অবহেলা করিতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বে তাঁহারা এরূপ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বিনা জামিনে যাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যের তাবৎ রাজস্ব জিম্মা দিতেছেন, তাঁহাদিগকে

বন্ধনে রাখা কর্ত্তব্য, অতএব এরূপ সর্ত্ত থাকা একান্ত আবশ্যক ; বিশেষতঃ বাকি রাজস্বের জন্যই এই সর্ত্ত লিখিত হইয়াছে সুতরাং জমিদারগণের ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। অতঃপর জমিদারগণ নানাদিক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের এই সর্ত্তে পাট্টা গ্রহণে বাধ্য হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদান না করিলে বাকি রাজস্বের জন্য জমিদারী বিক্রয় হইবার নিয়ম এই সময় হইতে আরম্ভ হয় ; ইহার পূর্ব্বে বাকি রাজস্বের জন্য সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় হইবার নিয়ম ছিল না। এই বিধি উত্তরকালে সূর্য্যাস্ত আইনে পরিণত হইয়াছে।

গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব জমিদারের অধীনে প্রজাগণকে ও রাজস্বকে ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতি ছিলেন না, তাহা বহু প্রকারে জানিতে পারা যায় ; কিন্তু তিনিও জমিদার এবং জমিদারী শব্দ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহার মন্তব্যের বহু স্থানেই ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে। ভবিষ্যৎকালে ভূমির সহিত জমিদারের স্বত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে এতদ্দ্বারা ভূম্যধিকারীগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

ইহার পর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে সুপ্রীম কাউন্সিল "Plan of settlement in revenue Constitution" রাজস্ব বিধান ব্যবস্থার যে মতলব করেন, তাহাতে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা হয় যে—

For the temporary purpose of introducing

another more permanent mode by an easy and gradual change, by which effects too sudden an innovation might be evaded.

(The permanent Settlement of Bengal P 12)

চিরস্থায়ী নিয়মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সহজ ও ক্রম পরিবর্ত্তনের দ্বারা সাময়িক প্রবর্ত্তনের ফল এই হইবে যে, এতদ্দারা হঠাৎ এক অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

কাউন্সিলের উদ্দেশ্য প্রথম হইতে যাহা ছিল, ক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই এই সকল মন্তব্যের অবতারণা হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবশ্যকতা নানা কারণে কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ বেহার প্রদেশে এই সময়ে যে (firming) ফারমিং প্রথার প্রচলন ছিল, তদ্দারা কৃষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায় তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়াছিল এবং কৃষি কার্য্যেরও অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা অপ্রকাশ নাই। বেহারের তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ টমাস ল সাহেব ইহা বুঝিতে পারিয়া এতৎ সম্বন্ধে সুপ্রীম কাউন্সিলে রিপোর্ট করেন।

Dated the 4th Oct, 1778.

The mocrrury (permanent) System founds on a permanent basis the future security, prosperity and happiness of the natives, and ensures stability. A long and painful observation of the evils of the firming system, which have dwindled great families into the Commonalty diminished

rich caltivation and exhusted the Country; and a subsiquent war, which has not only drained the resources of public credit, but the hards of individuals have induced me to reflect upon the subject.

(The permanent Settlement of Bengal)

তারিখ ৪ঠা অক্টোবর, ১৭৭৮।

মোকররী প্রণালী চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া প্রজাগণের ভাবী নিরাপদ, উন্নতি এবং সুখ স্বচ্ছন্দের কারণ হইয়াছে। ফারমিং প্রণালীর বহুকাল ব্যাপী যন্ত্রণাদায়ক ক্রিয়াকলাপে আমাকে এই বিষয়ে সবিশেষ চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছে, কারণ এই কদর্য্য প্রণালী বড় বড় পরিবারবর্গকে ধ্বংশ করিয়া সাধারণে পরিণত করিয়াছে, এই প্রণালী লাভজনক বড় বড় কৃষিকার্য্য হ্রাস করিয়াছে এবং দেশকে নিঃস্ব করিয়াছে। তৎপর পরবর্ত্তী যুদ্ধে যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটিয়াছে। যুদ্ধে যে কেবল গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, প্রজা সাধারণেরও রাশি রাশি অর্থ ইহাতে নিঃশেষিত হইয়াছে।

ফারমিং প্রণালী দ্বারা দেশের জাতি ও ব্যক্তিগত সকল প্রকারেই ক্ষতি হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট বঙ্গভূমির রাজস্ব প্রথমে এক বৎসর এবং পরে পাঁচ বৎসর মেয়াদের চুক্তি দেওয়ায় প্রজার আর্থিক এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল, জানিতে পারিয়া বেহারের কালেক্টর সাহেব ঐ প্রদেশে এই ব্যবস্থা

চালাইবার জন্য উৎসুক হন এবং তদুদ্দেশ্যেই মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার এই মন্তব্য সুপ্রীম কাউন্সিলের ব্যবস্থার সহায়তা করিয়াছিল।

সুপ্রীম কাউন্সিলের উপর বিবিধ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল, কাজেই রাজস্ববিভাগের সমুদয় কার্য্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা অসুবিধাজনক হওয়ায় কাউন্সিল রাজস্ব বিভাগের কার্য্য পরিচালন করিবার জন্য একটী পৃথক বোর্ড গঠিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে রাজস্ব বিভাগের জন্য রেভিনিউ বোর্ড (Revenue Board) স্থাপন করিবার মতলব স্থির হইয়া ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে চারিজন মেম্বর সহ বোর্ড গঠিত হয় এবং মিঃ এণ্ডারসন, স্যার জন সোর, মিঃ চাটার্স ও মিঃ ক্রফ্‌টস এই চারিজন প্রথম রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর মনোনীত হন।

বোর্ড গঠিত হইলে মেম্বরগণ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগ সম্পূর্ণ আপনাদিগের আয়ত্তাধীনে আনিয়া,উক্তবিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া রাজস্বের উন্নতিবিধানে মনোযোগ প্রদান করেন। তাঁহারা সর্ব্ব প্রথম নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে মন্তব্য লিখিত হইয়াছিল।

1. The ammount of the Settlement and the form of it.

2. The ammount of the assessment must depend on the capacity of the different district.

১। কি প্রকারে কত রাজস্ব স্থির করা হইবে।

২। বিভিন্ন জেলার অবস্থানুসারে কর ধার্য্য করা হইবে।

উল্লিখিত মন্তব্যদ্বয় বোর্ডের প্রথম মূল সূত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, অবশ্য এ দুই সূত্র যে অত্যন্ত সমীচীন হইয়াছিল এবং দেশ কাল পাত্রানুযায়ী ব্যবস্থা হইতে সকল দিকে সুবিধা ঘটিয়াছিল এ কথা বলাই বাহুল্য।

মন্তব্যানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রেভিনিউ বোর্ড রাজস্ব সংগ্রহ সম্বন্ধে বিবেচনা দ্বারা যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তিল তিল করিয়া সমগ্র দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব এবং বহু ব্যয় সাধ্য, একটা নির্দ্দিষ্ট মধ্যস্থলবর্ত্তী সম্প্রদায় হইতে উহা গ্রহণ করিতে পারিলে সকল দিকেই মঙ্গলজনক হইতে পারে, এ কল্পনা তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলে বোর্ডের সভ্যগণ যে মন্তব্যে উপনীত হন, তাহাতে প্রকাশ করা হয়।

Which appears to the Commitee the most convinient and secure for the Government, and the best for the ryots and Country, is in general, to leave the lands with the Zaminders, making the settlement with them.

বোর্ডের মতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এ সুযোগ উত্তম, পক্ষান্তরে জমিদারের সহিত জমির বন্দোবস্ত করিয়া দিলে দেশের এবং প্রজার উপকার হইবে।

এ সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রীম কাউন্সিলের রাজস্ব বিষয়ক মন্তব্যের সহিত বোর্ডের বর্ত্তমান মন্তব্যের সামঞ্জস্য সম্যক্ প্রকারে সংরক্ষিত। দেশ এবং

কৃষকদিগের অবস্থানুসারে এরূপ করিবারই আবশ্যক হইয়াছিল, সাময়িক অবস্থার আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তাবিতভাবে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন না করিলে রাজস্ব নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহ একরূপ অসম্ভব হইত এবং দেশের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িত, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

রেভিনিউ বোর্ডের এবম্প্রকার মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব নিতান্ত অসন্তুষ্ট হন, তিনি প্রথমাবধিই জমিদার নামের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, সুতরাং তিনি এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া জমিদারগণের উপর তীব্র কটাক্ষ করতঃ এক রিপোর্ট বিলাতের বোর্ড-অব-ডাইরেক্টারগণের নিকট প্রেরণ করেন, তাহাতে প্রকাশ করা হয়।—

"Which ought to preclude the Zaminders, are their gross mismanagement, oppression, or incapacity.

জমিদারগণের বেবন্দোবস্ত, অত্যাচার এবং অক্ষমতার জন্য তাহাদের পথাবরোধ করা অতীব কর্ত্তব্য।

বোর্ডের মন্তব্যের প্রতিবাদ করা সহজ সাধ্য ছিল না, কারণ তাহার সদস্যগণ স্বেচ্ছাচারী কি অনভিজ্ঞ ছিলেন না এবং কেবল কল্পনামূলে কি একদর্শী হইয়া তাঁহারা কিছু করেন নাই, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সম্যক সন্ধান লইয়া কর্ত্তব্যবোধে তাঁহারা উপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; সুতরাং গবর্ণর সাহেব সেদিকে দন্তস্ফুট করিতে না পারিয়া তাঁহার সকল ক্রোধ জমিদারের উপর প্রকাশ করিয়া আত্ম-

তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা মনে করা অসঙ্গত হয় না। বোর্ড যখন জমিদারের উপর জমির কর্তৃত্ব প্রদান করিতে মনস্থ করেন, সে সময়ে জমিদারের শক্তি, ক্ষমতা বা অস্তিত্ব কতটুকু বর্ত্তমান ছিল, তাহাই প্রথম বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। মেয়াদী ভাবে রাজস্ব সাময়িক বন্দোবস্ত করিয়া দিলেও গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে জমিদারের ক্ষমতা, ভূমি কি করের উপর সামান্য মাত্রও অর্পিত হয় নাই। জমিদারগণ যে মেয়াদী বন্দোবস্ত পাইয়াছিলেন তাহাও সুপ্রীম কাউন্সিল নিজেদের কার্য্যাসিদ্ধির আশায় প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং গবর্ণর সাহেবের জমিদারগণের বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার কারণ খুঁজিয়া নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহাই হউক, গবর্ণর সাহেব জমিদারদিগের বিপক্ষে যত প্রকার রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহাতে জমিদারগণের প্রাথমিক কালে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

বিলাতে বোর্ড-অব-ডাইরেকটারগণ বঙ্গদেশের ভূমি, প্রজা ও কর ইত্যাদি সম্বন্ধে একরূপ অন্ধকারে ছিলেন। এখানকার রাজপুরুষগণ যে সকল রিপোর্ট প্রেরণ করিতেন, সম্পূর্ণভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে সকল কার্য্য করিতে হইত। এমতাবস্থায় ভাল মন্দ বিচার করিয়া লইয়া কাজ করা কত কঠিন হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। তারপর আবার বঙ্গদেশের রাজপুরুষদিগের মধ্যে দুইটা দল পরস্পরের বিরুদ্ধ ভাব লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে থাকায় রিপোর্ট

ইত্যাদিও ঠিক বিপরীত ভাবে যাইতেছিল, সুতরাং বোর্ড-অব-ডাইরেকটরগণকে যে সময়ে সময়ে প্রহেলিকায় পড়িতে হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এইরূপ গোলযোগে পড়িয়াই ডাইরেকটারগণ পাঁচ বৎসর মেয়াদের রাজস্ব কাল শেষ হইয়া গেলেও যথাসময়ে পরবর্ত্তী সময়ের জন্য কোন বিশেষ আদেশ দিতে পারেন নাই এবং পুনঃপুনঃ এদেশের রাজপুরুষগণকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক চলিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে খাস গবর্ণমেণ্টর দল, সুপ্রীম কাউন্সিলের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতিবাদী হইয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত দল প্রতিবাদ ব্যতীত কোন বিষয়ের নূতন কিছু করেন নাই। বিলাতে উভয় পক্ষের মন্তব্যাদি প্রেরিত হইত, সুতরাং হোম গবর্ণমেণ্টকে উভয় পক্ষের মতামত অনুশীলন দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে হইয়াছিল। এই সকল গোলযোগের সময় মিঃ ডনডাস্ সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে বঙ্গের রাজস্ব সম্বন্ধে একটী বিল পেশ করেন, কিন্তু বঙ্গদেশের রাজপুরুষদিগের মতদ্বৈধতার জন্য উহার আলোচনা স্থগিত থাকে। তারপর যখন বঙ্গের রেভিনিউ বোর্ড হইতে রিপোর্ট বোর্ডে পৌছে, তখন পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতম সদস্য মিঃ সি, জে, ফক্স সাহেব বঙ্গের সমুদয় রিপোর্ট অনুশীলন করিয়া ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের রাজস্ব সম্বন্ধীয় একটী বিলের পাণ্ডুলিপি হাউস-অব-কমন্সে (House of Commons) পেশ করেন। এই বিল বঙ্গের

বোর্ড-অব-রেভিনিউ প্রস্তাবিত রাজস্ব বিধানের রূপান্তর মাত্র, সুতরাং বিলাতে রেভিনিউ বোর্ডের মন্তব্য ও রিপোর্ট সকল যে সমাদৃত এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ফক্স সাহেবের বিলে যে সকল প্রস্তাব ছিল, তন্মধ্যে নিম্নে একটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

The project of declaring the Zaminders and the managers of the land revenue hereditery proprietors of the land, and the tax fixed and invariable was adopted

(The permanent Settlement of Bengal)

"জমিদার এবং ভূমিরাজস্বের ম্যানেজারদিগকে বংশানুক্রমে ভূমির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ধার্য্য করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।"

মিঃ ফক্স প্রথমাবধি এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার মন্তব্যাদি হইতে ইহাই জানিতে পারা যায়।

সুপ্রীম কাউন্সিল এবং রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের রিপোর্ট পাঠে তন্মতাবলম্বী হইয়া মিঃ ডণ্ডস্ সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে যে বিল পেশ করিয়াছিলেন, তাহা নানা কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মহাসভার অন্যতম সদস্য মিঃ ফক্সের এই বিল পেশ হওয়ায় পূর্ব্ব উপস্থাপিত ডণ্ডস সাহেবের পরিত্যক্ত বিল বিশেষ পুষ্টিলাভ করে; সুতারাং উভয় বিলের উদ্দেশ্য এক হওয়ায় বঙ্গের রেভিনিউ বোর্ডের প্রস্তাবের প্রতি

সকলের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার ফলাফল পরে প্রকাশিত হইবে।

বাদ প্রতিবাদ সকল কাজেই হয়, উল্লিখিত বিল দুইটী উপস্থিত হইলে নাম মাত্র কয়েকজন সদস্য উহার প্রতিবাদ করিয়া প্রাগুক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। যে দিন এই তর্ক মহাসভায় উপস্থিত হয়, সেই দিন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিশারদ বিখ্যাত বক্তা মিঃ ডবলিউ পিট্স সাহেব ফক্স সাহেবের মতানুকুল্যে আর একটী বিল উপস্থিত করেন। ইহা "ইণ্ডিয়া পিট্স বিল্" নামে খ্যাত। মিঃ পিট্স স্বীয় বিল সমর্থনার্থ ১৭৮৪ সালের ৬ই জুলাই তারিখে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

Another object of investigation and an object of considerable delegacy, was the pretension and titles of the landholders to the lands at present in their possessions in adjustment of this perticular,, much caution must be adopt, and means found that word answer the ends of substantial justice, without going in the length of rigid right, because he was convinced, and every man at all conversant with Indian affairs must be convinced, that indiscriminate restitution would be as bad as indiscriminate confiscation.

"বর্ত্তমান সময়ে জমিদারের অধীনে ও দখলে যে ভূমি

আছে, তাহাতে তাঁহাদের কি স্বত্ত্ব ও অধিকার আছে, তাহার অনুসন্ধান করাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা মীমাংসা করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এবং অধিক দূর না যাইয়াও এই মূল সূত্র হইতে উহার প্রকৃত স্বত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে। কারণ জমিদার এবং ভারত অভিজ্ঞ মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, বিনা বিচারে কোন অধিকার প্রদান করা বা কোন ন্যায্য অধিকার বাজেয়াপ্ত করা দুইই তুল্যরূপ দুষণীয়।"

জমিদারগণ বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রথমাবস্থা হইতে ক্রমে তিন চারিবার চুক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভূমির উপর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত না করাই নীতিজ্ঞ পিট্‌স সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। প্রতিবাদকারী সদস্যগণ পিট্‌স্ সাহেবের এই উক্তির খণ্ডন করিতে পারেন নাই, সুতরাং হাউস-অব-কমন্‌সে বিল গৃহীত হয়।

অতঃপর ১৩ই আগষ্ট তারিখে পুনরায় পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন কালে মিঃ পিট্‌স সাহেব তাঁহার প্রস্তাবিত বিল নিম্নলিখিতভাবে পাশ করাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

The Zeminders who had been displaced were to be restored, and their situation, as much as possible, rendered permanent, though nothing was said about their hereditary rights, or a tax incapable augmention.

(The permanent settlement of Bengal.)

"যে সমস্ত জমিদার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা ফিরিয়া পাইবেন; তাঁহাদের বংশানুক্রমিক অধিকার অথবা কর বৃদ্ধির সম্বন্ধে কিছু বলা না হইলেও যতদূর সম্ভব তাঁহাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী করা হইল।"

এই বিল পাশ হওয়ায় জমির উপর জমিদারের স্বত্ব বিশেষ ভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল। রাজস্ব সম্বন্ধে কোন কথার এখনও মীমাংসা হইল না, কারণ বঙ্গের রাজস্ব সম্বন্ধে দুই প্রকার রিপোর্ট হোম গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। স্যার জন সোর ও স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসপ্রমুখ রাজপুরুষগণ জমি জমার স্থায়ী বন্দোবস্তের অনুকূলে এবং তদানীন্তন গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসপ্রমুখ রাজপুরুষগণ ঠিক উহার প্রতিকূলে রিপোর্ট প্রদান করিয়া বোর্ডের ডাইরেক্টার-গণকে বিষম গোলযোগে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইতে বোর্ডের বিশেষ অসুবিধা ঘটে, কারণ স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেবগণের মন্তব্য জমিদার এবং প্রজার সাপক্ষে থাকিলেও গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের মন্তব্যে লেখা ছিল—

"The majority of the Zaminders are indebt, and that money-lenders are the only class who have benifitted by the permenent Settlement."

The permanent Settlement of Bengal chap 1. P. P. 5.

"প্রায় সকল জমিদারই ঋণগ্রস্ত এবং কেবল মাত্র (উত্তমর্ণ)

মহাজন সকল এই স্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা লাভবান্ হইয়াছেন।”

গবর্ণর সাহেবের মতে স্থায়ী করের বন্দোবস্তের দ্বারাই জমিদারের অবস্থা হীন হইয়াছে, একথা নিতান্ত মিথ্যাও নহে; কারণ তাঁহারা যদি ভূমিকর মেয়াদী বন্দোবস্তে গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে যখন দেশ ছারখারে গিয়াছিল, তখন দায়ে পড়িয়া তাগাদার চোটে অবমানের ভয়ে (কারণ পূর্ব্বভাব তখনও দূর হয় নাই) জমিদারগণকে অপরিমিত সুদ স্বীকার করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদান করিতে হইত না এবং তাঁহাদের অবস্থাও হীন হইত না। যদি সেই দুঃসময়ে ঋণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সরবরাহ করা জমিদারদিগের অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সে অপরাধ খণ্ডন করিবার কোন উপায় নাই। যাহাই হউক, উল্লিখিত সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া গবর্ণর সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, জমিদারগণের তাহা বিস্মৃত হইবার কোন কারণ নাই।

জমিদারগণ কেন ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, স্থায়ী বন্দোবস্তের অসুবিধা কি? এ সকল কথা পরিষ্কার লেখা থাকিলে বোর্ডকে অযথা গণ্ডগোলে পড়িতে হইত না আর বোধ হয়, গবর্ণর সাহেবের মন্তব্যও প্রত্যাখ্যাত হইত না, কিন্তু তিনি কখন সেরূপ কোন কারণ কোন মন্তব্যে প্রকাশ করেন নাই—বোধ হয়, তিনি তাহার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করেন নাই। ফলে বোর্ডের

ডাইরেক্টারগণ গবর্ণর বাহাদুরের মন্তব্য গ্রাহ্য না করিয়া, সুপ্রীম কাউন্সিল এবং রেভিনিউ বোর্ডের মতের উপর নির্ভর করিয়া ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেল তারিখে দুইখানি আদেশ পত্র প্রেরণ করেন। উহার একখানি খাস বোর্ডের, অপর খানি সিলেক্ট কমিটী হইতে লিখিত হয়।

"To the Government of Bengal.

It is entirely our wish that the natives (Ryots or Subjects) may be encouraged to persue the occupation of trade and agriculture by the secure enjoyment of the profits of their industry ; and that the Zaminders and ryots may not be harassed by increasing debts, either public or private, occasioned by the increased demands of Government."

Report Select Committee P. P. 158.

"বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে—

আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, দেশবাসীগণকে (রাইয়ত ও প্রজাগণকে) তাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থদ্বারা ব্যবসা ও কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করা হউক। আর জমিদার এবং প্রজাগণ যেন কোন কারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া উৎপীড়িত না হয়।"

অপর মন্তব্যখানির অংশ ঃ—

From the Board of Directors

To the Government of Bengal.

We have entered into an examination of our

extensive record on the subject of the revenues of Bengal, from a wish to adopt some permanent system compatible situation of the Company, and the ease of the inhabitants.

(Report, Select Committee.)

"কোম্পানীর যোগ্য অবস্থায় দেশবাসীর সুবিধার জন্ম চিরস্থায়ী পদ্ধতি প্রচলন করিবার ইচ্ছায় আমরা বঙ্গদেশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিস্তৃত দপ্তর তদন্ত করিয়াছি ইত্যাদি।"

পরিশেষে প্রকাশ ছিল :—

To Settle and establish upon principles of moderation and justice, according to the laws and consitution of India, the permanent rules by which their tributes, rents, and services shall be in future rendered and paid to the said united company by the said Rajas. Zaminders, Polygers, Talookdars, and other native landholders.

"ভারতের নিয়ম এবং অবস্থানুসারে পরিমিত হারে খাজনা খরচা ও কর চিরস্থায়ী নির্দ্দেশ দ্বারা রাজা, জমিদার, তালুকদার ও বন্দোবস্তগ্রহণকারীগণ এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা ভূম্যধিকারী হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যার্পণ করিলে তাঁহারা সম্মিলিত কোম্পানীকে কর ও খাজানা প্রদান করিবেন।"

প্রত্যেকের স্বার্থ এবং সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়েই যে, এই সকল মন্তব্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা এই সকল পত্রাবলীতে বিশেষরূপে প্রকাশিত

আছে। বহু দূর দেশে অবস্থান করিয়া একটা অজ্ঞাত জাতি এবং দেশের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করা যে, কত কঠিন সমস্যা, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন ব্যাপার। বহু মত ভেদের মধ্যে পড়িয়া পক্ষপাতিত্ব ও সত্য মিথ্যার প্রহেলিকাচ্ছন্ন হইয়াও যে, বোর্ডের ডাইরেক্টারগণ একটা প্রকৃষ্ট পথ নির্দ্দেশ করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, হোম গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। এরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়কে দীর্ঘকাল বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর সকল দিক বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া বোর্ড পুনরায় ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষে আর একটী মন্তব্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন, তাহাতে প্রকাশ থাকে :—

That the Settlement of the land revenue should in all practicable cases, be made with the zaminders, and that the settlement after approval of them, should be permanent only so far that it should not be alterable by the Government of India, in any case, nor even by the Court of Directors, except in some urgent and peculiar case.

(The Zamindaree Settlement of Bengal. Append. IV. P.P.I.

"সকল স্থলেই জমিদারের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং ঐ বন্দোবস্তটী অনুমোদিত হইবার পর

উহাকে চিরস্থায়ী করিয়া দেওয়া হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট দ্বারা উহা কোনমতেই পরিবর্ত্তিত হইবে না, এমন কি, বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণও উহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।"

সে সময়ে ইংলণ্ডে প্রজা সাধারণের সুখ সুবিধা করিয়া দিয়া রাজস্ব বন্দোবস্ত করিবার পক্ষপাতী লোকের অভাব ছিল না। বোর্ড-অব-ডাইরেক্টারগণ যখন উল্লিখিত পত্র প্রেরণ করেন, তখন পার্লিয়ামেণ্টের জনৈক উদারমতাবলম্বী সভ্য নিম্নলিখিত মন্তব্যটী প্রকাশ করেন :—

Consideration of our interest with the happiness of the natives, and security of the landholders, more rationally than any imperfect collection of an exaggarated jumma (assessment) to be enforced with security and vexation.

(The Permanent Settlement of Bengal)

"অনুচিত কঠোরতাপূর্ব্বক বিরক্তিজনক অসম্পূর্ণ জমা ধার্য্য করিয়া আদায় করা অপেক্ষা দেশবাসীর সুখ সুবিধার সহিত ভূম্যধিকারীগণকে রক্ষা করিয়া আমাদের স্বার্থের আলোচনা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক করা উচিত।"

বিজেতা জাতির উপর বিজিত জাতির এবম্বিধ উদারতা প্রদর্শন ইংরেজ জাতির পক্ষেই শোভনীয় ; বলিতে কি, এই গুণেই ইংরেজ পৃথিবীর উপর আপন অস্তিত্ব এবং আধিপত্য সমধিকরূপে বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ কথা বলাই

বাহুল্য। আজ ভারতবাসী যে বিভিন্ন জাতির সমষ্টি হইয়াও নিরুপদ্রবে পরস্পরে বন্ধুভাবে বসবাস করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার মূলেও এই উদারতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিলাতে যখন ভারতের রাজস্ব বিষয়ক নানা প্রকার বাক্ বিতণ্ডা চলিতেছিল, সেই সময়ে বোর্ডের ডাইরেকটারগণ লর্ড কর্ণওয়ালীস্ বাহাদুরকে ভারতের গবর্ণর জেনারল মনোনীত করিয়া রাজস্ব সম্বন্ধে বহুবিধ কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া ভারতে প্রেরণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালীস বাহাদুর স্বাধীনচেতা ও উদারনীতিক ব্যক্তি ছিলেন বিলাতে ভারত সম্বন্ধে যে সকল বাদানুবাদ চলিতেছিল এবং মেম্বর ও ডাইরেকটারগণের অন্তরে এতদ্দেশ সম্বন্ধে যে মনোভাব জাগিয়াছিল, তাহাও তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালীস বাহাদুর "সোয়ালো" নামক জাহাজে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। যে জাহাজে লর্ড কর্ণওয়ালীস বাহাদুর যাত্রা করেন, সেই জাহাজে সার জন সোর সাহেবও ভারতে আসিতেছিলেন। জাহাজে দীর্ঘকাল একত্র বাসের সময়ে উভয়ের মধ্যে বেশ প্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল। সার জন সোর বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশে কাউন্সিলের সদস্যরূপে কিছুদিন বাস করিয়া কার্য্যোপলক্ষে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার দ্বিতীয়বার ভারতাগমন। ভারত তথা বঙ্গদেশের একজন পুরাতন বিশেষজ্ঞ রাজপুরুষকে সহযাত্রী পাইয়া লর্ড কর্ণওয়ালীস বাহাদুরের

পক্ষে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, সার জন সোর বাহাদুর বঙ্গীয় কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সার ফ্রান্সিস সাহেবের সহিত এক মতাবলম্বী ছিলেন, কারণ উভয়ের রাজনীতি অভিমত একই প্রকার ছিল। অস্মদেশের চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তক বলিলে ঐতিহাসিকগণের নিকট এই দুই জন উদারহৃদয় রাজপুরুষের নাম সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইবে। যাহাই হউক, লর্ড কর্ণওয়ালীস বাহাদুর সার জন সোর সাহেবের নিকট ভারতের রাজনৈতিক সম্বন্ধে যে সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আমরা তাঁহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমধিক পক্ষপাতি রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। জাহাজে আগমন কালে সার জন সোর সাহেব লর্ড বাহাদুরকে বঙ্গদেশের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবশ্যকতা এবং উপযোগীতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এ কথা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রসিদ্ধি হইয়া আছে।

নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে লর্ড কর্ণওয়ালীস বাহাদুর কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের নিকট হইতে দেশের কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, বঙ্গের বাদসাহী পরিত্যাগ করিয়া হেষ্টিংস সাহেব ক্ষুণ্ণ মনে বিলাত যাত্রা করেন। বাঙ্গলার বুকের উপর হইতে পাষাণ নামিয়া গেল।

লর্ড কর্ণওয়ালীস বাহাদুর কার্য্যভার গ্রহণ করায় রাজনীতি

বিভাগে একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটন হইল। হেষ্টিংস সাহেবের সময়ে রাজপুরুষদিগের মধ্যে যে একটা দলাদলি চলিতেছিল, এইখানে তাহার পরিসমাপ্তি হইল। হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন; লর্ড কর্ণওয়ালীস বাহাদুর গবর্ণর জেনারেল হইলেন। লর্ড বাহাদুর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই রাজস্ব বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন সাধনে মনোযোগ প্রদান করেন। সার জন সোর, সার ফিলিপ ফ্রান্সিসপ্রমুখ রাজপুরুষগণ তাঁহার এই কার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ ইঁহারা সকলেই এক মতাবলম্বী ছিলেন।

পূর্ব্বে সাময়িকভাবে রাজস্বের যে সকল বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা এবং পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত পাঁচ বৎসর মেয়াদে রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রদানের ফলে দেশের কি উপকার বা অপকার হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। এতদুত্তরে বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণ মেয়াদী বন্দোবস্তের দ্বারা যে, দেশবাসীর অনেক সুবিধা হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সংগ্রহের পথ সহজ হইয়াছে তাহাই জ্ঞাপন করেন।

ঠিক এই সময়ে মেয়াদী বন্দোবস্ত গৃহিতাদিগের একটী বিশেষ অসুবিধার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

জমিদার গবর্ণমেণ্ট রাজকোষে রাজস্ব প্রদান করিতেন, তালুকদারগণও জমিদারের মারফৎ দিয়া রাজস্ব প্রদান

করিতে বাধ্য ছিলেন। প্রজার নিকট কর আদায় হউক বা না হউক, জমিদারগণকে নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্ধারিত রাজস্ব রাজকোষে জমা দিতেই হইত। যথাসময়ে নির্দ্ধারিত রাজস্ব সরবরাহ করিতে না পারিলে জমিদারী বাজেয়াপ্ত অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে তাহা নিলাম বিক্রয় হইবার নিয়ম চলিত ছিল। কিন্তু প্রজার নিকট যথাসময়ে খাজানা আদায় না হইলে তাহার প্রতিকারের বিশেষ কোন নিয়ম প্রচলিত না থাকায় জমিদার ও তালুকদারগণের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। এমন কি,এই অব্যবস্থার দরুণ ভূম্যধিকারী-গণকে ঋণ ভারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বিভিন্ন জেলার কালেক্টারগণের রিপোর্টে ইহা জ্ঞাত হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাহাদুর জমিদার-দিগের রক্ষার জন্য, বাকী রাজস্ব আদায়ের পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়ম রদ করিয়া বৎসরে একবার মাত্র নিলাম বিক্রয়ের বিধান বিধি-বদ্ধ করেন। উহা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৭ আইন নামে প্রসিদ্ধ।

That the sales of land for arrears of revenue, should not take place until the end of the year.

(Act VII of 1789)

"বাকী পড়া রাজস্বের জন্য ভূমি, বৎসরের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নীলাম বিক্রয় হইবে না।"

বাকী পড়া রাজস্ব আদায়ের বিধান এই প্রকারে পরিবর্ত্তন হওয়ায়, বন্দোবস্তগৃহিতাগণের অনেক সুবিধা হয়। জমিদার-

গণ অযথা ঋণদায় হইতে কতক রক্ষা পান এবং ইহাতে তাঁহাদের অবস্থারও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

অতঃপর গবর্ণর জেনারল বাহাদুর সাধারণ প্রজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। জমিদারগণের প্রতি তাঁহার যে দৃষ্টি ছিল, প্রজা সাধারণের প্রতিও তদ্রূপ ছিল। প্রজাগণ যাহাতে অত্যাচারিত কি উৎপীড়িত না হয় এবং জমিদারগণ যাহাতে সহজে খাজানা আদায় করিতে পারেন, তদ্রূপ একটী বিধান প্রচার করেন এবং সেই বিধান দ্বারা জমিদার খাজানা আদায়ে সুবিধা পাইবে কি না তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক জেলার কালেক্টারগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া পঠান ঃ—

Are the existing regulation calculated to unable zamindars to obtain payments from the ryots without affording them ready means of oppression.

"বর্ত্তমান আইনগুলি কি তাঁহাদের প্রতি প্রযুজ্য হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে বিনা অত্যাচারে খাজানা আদায় করিতে পারেন ?"

এতদুত্তরে বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণ যে মত প্রকাশ করেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার দুই একটি নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

Mr. Ricketts. Collector, Tirhoot.

The regulations are well adopted for the purposes intended.

Mr. Elphinstone. Collector, Saran.

The regulations are perfectly well calculated for the purposes intended.

Mr. Cowell. Collector, Birbhoom.

The existing regulations are most favourable for realising the rents from the under-farmers and ryots, and in general are acknowledged to be so by the zaminders and other description of landholders.

Mr. Wright, Collector, Rangpur.

The regulations which have been issued for the benifit of the landholders have answered the purposes intended.

Mr. Seaton. Collector. Krishnagar.

The power vested by the regulations in the Zaminders, and other proprietors, holding land immediately of government, are fully adequate to enable them to collect their rents from their under-farmers and ryots.

এতদধিক নিষ্প্রয়োজন। উল্লিখিত মতামত কয়েকটী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঐ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ায় সকল দিকেই সুবিধা হইয়াছিল।

ক্রমে রিপোর্ট সকল উদ্ধৃত করিয়া জমিদারের স্বত্বাধিকার প্রমাণ করিয়াছি ভূম্যধিকারী কখন বা জমিদার, আবার স্থল বিশেষে তাঁহাদের অধীন বন্দোবস্তগ্রাহী ব্যক্তিকে তালুকদার

নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনারল বাহাদুর এই তালুকদারদিগের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। রাজস্বের প্রাথমিক সময় হইতে তালুকদারগণ জমিদারের মধ্যস্থতায় গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব সরবরাহ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তালুকদারগণ জমিদারের অধীন থাকিলেও দখলীয় জোতে তাঁহাদের স্বাধীন ক্ষমতা জমিদারের ন্যায় ছিল। বরাবর গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব প্রদান করিবার ব্যবস্থা না থাকাতেই তাঁহারা জমিদারের অধীন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান পত্তনিদারগণ ভূমিতে যে স্বত্বে স্বত্ববান, তালুকদারগণও সেইরূপ ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তালুকদার দিগের প্রাথমিক অবস্থার রূপান্তর বৰ্দ্ধমানরাজ প্রবর্ত্তিত পত্তনী বন্দোবস্ত। এ জন্যই বোধ হয়, বঙ্গদেশের পত্তনিদারগণ তালুকদার নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। একই স্বত্বাধিকারের অধিকারী বলিয়া গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর স্যার জন সোর সাহেবের পরামর্শ ক্রমে তালুকদার দিগকে জমিদারের অধীনতাপাশ মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে একটী বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন। এতদ্দ্বারা তালুকদারদিগকে জমিদারের ন্যায় রাজস্ব প্রদানের স্বাধীন ক্ষমতা ও অধিকার পৃথক ভাবে প্রদত্ত হয়।

3rd Feb. 1790.

With respect to the talukdars, I would have wished that they had been separated entirely

from the authority of the zaminders, and that they had been allowed to remit the public revenue assessed upon their lands immediately to the officer of government, instead of paying it through zaminder to whose jurisdiction they are subjected.

Proposition of Mr. Shore. Article 16.
The Zamindery Settlement of Bengal.
Appen XVII P. 53

"তালুকদারদিগকে জমিদারের কর্তৃত্বাধীন হইতে সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক করা গেল। জমিদারের অধিকারে তাহাদের ভূমি কর যাহা নির্দ্ধারিত ছিল এবং যাহা তাহারা জমিদারের মধ্যস্থতায় প্রদান করিত, তাহা একমাত্র গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইবার জন্য অনুমতি দেওয়া গেল।"

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনী দ্বারা তালুকদারদিগকে জমিদার হইতে পৃথক করা হইলে জমিদারগণ আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, তালুকদারগণ যদি তাঁহাদের দেয় কর, গবর্ণমেণ্ট রাজকোষে পৃথক ও স্বাধীন ভাবে প্রদান করে, তবে তাহাদিগকে অযথা বেশী রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে। ইহা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত আপত্তি বলিয়া সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল তালুকদারদিগের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর জমিদারের রাজস্ব হইতে বাদ দিয়া দিলেন এবং তালুকদারগণ পৃথক্‌ভাবে তাঁহাদের দেয় কর রাজকোষে দিতে আদিষ্ট হইলেন। এইরূপে জমিদার এবং তালুকদারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

জানিতে পারা গিয়াছে যে, স্যার জন শোর সাহেব, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জমিদার এবং তালুকদারদিগকে পৃথক ভাবেই উল্লেখ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, জমিদারের অধীনতা হইতে তালুকদারকে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত হইতেছিল।

বঙ্গদেশে এই তালুকদারের সংখ্যা খুব বেশী নহে। অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং বেহারে জমিদার অপেক্ষা তালুকদারের সংখ্যাই অধিক। বঙ্গদেশে যে দুই দশজন তালুকদার ছিলেন, তাঁহাদের তালুক কালক্রমে বাঙ্গালার জমিদারদিগের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং এখন তাহা জমিদারী নামে পরিচিত হইতেছে, তবে কালেক্টরীতে খাজনা দাখিলের সময়ে খাজানার চালানে সে সকলকে এখনও তালুক উল্লেখে রাজস্ব প্রদান করা হয়। বঙ্গদেশের জেলাসমূহের মধ্যে ময়মনসিংহ, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া ও মুরশিদাবাদ এই কয়টী জেলাতেই উক্ত প্রকার তালুকের সংখ্যা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য জেলাসমূহে তালুকের সংখ্যা কম।

অতঃপর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বোর্ডের ডাইরেক্টারগণ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত স্থায়ীকর বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করতঃ গবর্ণর জেনেরাল লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাহাদুরকে বঙ্গদেশের ভূমি রাজস্ব, জমিদার ও তালুকদারগণের সহিত বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারসূত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। সেই অনুমতি পত্র ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এতদ্দেশে উপস্থিত হয়।

স্থায়ীকর বন্দোবস্তের অনুমতি বঙ্গদেশে পৌছিল, কিন্তু ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজস্ব, যাহা দশ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সময় মাত্র তিন বৎসর অতীত হইল, এখনও তাহার মেয়াদ সাত বৎসর রহিয়াছে, এই অজুহাতে কাউন্সিলের দুইজন সভ্য স্থায়ী করের বন্দোবস্ত দশশালা বন্দোবস্ত মেয়াদ অন্তে প্রচারিত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এ প্রস্তাব সঙ্গত হইলেও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ তাহা সমর্থন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, যে স্বত্ব প্রদান করা আছে, তাহা মেয়াদী মাত্র, সুতরাং তদ্দ্বারা বংশানুক্রমিক চিরস্থায়ীকর বন্দোবস্তে বাধা পড়িতে পারে না। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিলে অন্য প্রকার ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইতে পারে, এজন্য উচিত কার্য্যে বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ইহা যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন এবং সত্বর ঐ বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কাউন্সিলকে অনুমতি প্রদান করেন। এক মেয়াদের কাল অতীত হওয়ার পূর্ব্বে স্থায়ীকর বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করার জন্য পরবর্ত্তী সময়ে রাজপুরুষদিগের নিকট লর্ড কর্ণওয়ালীশ বাহাদুরকে অশেষ গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে এবং আজও পর্য্যন্ত অনেক নীতিজ্ঞানাভিমানী ইংরেজের নিকট তাঁহাকে ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা বহু বিশেষণে বিশেষিত হইতে হইতেছে। এমন কি, কেহ কেহ তাঁহাকে "সিপাহী

রাজনীতিক” বলিয়াও উপহাস করিয়াছেন। কারণ তিনি এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে কিছুদিন সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার প্রতি একদেশদর্শিতার দোষারোপ নিত্যই হইতেছে। কিন্তু তিনি অজ্ঞই হউন আর অবিবেচকই হউন, এক কথায় কোটী কোটী বঙ্গবাসীর নিকট তিনি পূজ্য হইয়া আছেন, সুতরাং আমাদের পক্ষে এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক।

সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ তারিখে, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিশ বাহাদুর নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনী দ্বারা বঙ্গদেশের ৳ অংশ, বেহার প্রদেশের ঃ অংশ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বেনারস বিভাগ ও অযোধ্যা বিভাগ, কটক ব্যতীত উড়িষ্যা দেশের সমুদয় স্থানে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের কিয়দংশ স্থানে স্থায়ী কর বন্দোবস্ত প্রদান করেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উক্ত বিজ্ঞাপনী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

The Marquis of Cornwallis, Knight of the most noble order of the Garter, Governor-General in Council, now notifies of all Zaminders, independent Talookdars, and other actual proprietors of land in the provinces of Bengal, Behar and Orissa, that he has been empowered by the Honourable Court of Directors for the affairs of the East India Company, to declare the Jumma,

which has been or may be assessed upon their lands under the Regulations, above mentioned, fixed for ever. The Governor-General in Council accordingly declares to the Zaminders, independent Talukdars, and other actual proprietors of land, with or on behalf of whom, a Settlement has been completed, that at the expiration of the term of the settlement, no alteration will be made in the assessment which they have respectively engaged to pay, but that they, and their heirs and lawful successors will be allowed to hold their estates at such assessment for ever.

Regulation I of 1793, Art II and III passed on 1st May, 1793.

"সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরাল মাকুইস অব কর্ণওয়ালীশ বাহাদুর এই বিজ্ঞাপনী দ্বারা বঙ্গ, বিহার, ও উড়িষ্যার সমুদয় জমিদার, জমিদার হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত তালুকদার এবং অপরাপর ভূম্যধিকারীগণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক মহামান্য বোর্ডের ডাইরেক্টরগণের দ্বারা জমির জমা, যাহা তাঁহাদের উপর নির্দ্ধারিত হইয়াছে ও হইবে, তাহা চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে তিনি ক্ষমবান্ হইয়াছেন। সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, জমিদার, পূর্ব্ব কথিত তালুকদার ও অপর ভূম্যধিকারীগণকে অথবা তাঁহাদের পক্ষে,

যাঁহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদিগকে জানাইতেছেন যে, পূর্ব্ব প্রদত্ত বন্দোবস্ত সকল শেষ হইলেও পুনরায় তৎসমুদয় জমি এবং জমার কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থির রাখা হইবে। তাঁহারা ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকে সেই সকল বিষয় সম্পত্তিতেও পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত বন্দোবস্ত চিরকাল স্থির রাখা হইবে।"

এখন জমিদার এবং তালুকদারের স্বত্বাধিকার পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা গেল কিন্তু বিজ্ঞাপনীতে যে ভূম্যধিকারীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাঁহারা কে? পরবর্ত্তী কালে স্থায়ী কর বন্দোবস্তের বিরুদ্ধবাদী দল তাহা লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থ লইয়া কোন মতান্তর দেখিতেছি না; কারণ গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর সম-সময়ে যে সকল বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন, তাহা দেখিলেই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না, তিনি অপর বিজ্ঞাপনীতে ভূম্যধিকারী শব্দে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে ঐ আপত্তি খণ্ডন জন্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

That only those who paid Revenue to Government were the actual prorietors of the land.

(The permanent Settlement of Bengal. Appen XVIII Chap. I, P. 19

"যাঁহারা গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব প্রদান করেন, তাঁহারাই জমির প্রকৃত মালীক।"

ভূমি শূন্য ভূম্যধিকারী হইতে পারে না। ভূমির অধিকারী হইলে তাহার করও দিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ভূম্যধিকারী যোগাইয়া থাকেন। সাধারণ প্রজার সহিত গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাজস্ব মেয়াদী বন্দোবস্তের সূচনা হইতেই লোপ পাইয়াছে। প্রজা যে ভূমির মালীক, ইহা পরবর্ত্তী সময়ে কোন মতেই প্রকাশ পাইতে পারে না। কষ্ট কল্পনা দ্বারা শব্দার্থ লইয়া গোলযোগ সৃষ্টিকারীগণ, বাহাদুরী ফলাইবার মানসেই ভূমির স্বত্বাধিকারা লইয়া একটা মিথ্যা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, ভূম্যধিকারীগণ ভূমির অধিকারী এ কথা স্বীকার করিলে অধনীস্থ করদাতা প্রজার তাহাতে এমন কি ক্ষতির কারণ হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। তবে নানা জনের নানা মত দেখা যাইতেছে, সুতরাং সে তর্কের মীমাংসা বোধ হয় কোন কালেই হইতে পারিবে না। কাজেই আমরা ক্ষান্ত থাকিলাম।

এই সময়ে অপর একটী রেগুলেসন দ্বারা তালুকদারগণের স্বত্ব স্থির করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে দশশালা প্রবর্ত্তনকালের ধার্য্য জমা স্থির রাখিবার ব্যবস্থা বিবৃত হইয়াছে।

The Revenue payable by such dependent Talukdars as were exempted from any increase of assessment at the forming of the decennial Settlement, in virtue of the prohibition continued in clause I. sec. 51. Regulation VIII. 1793, is declared fixed for ever, and their lands are

accordingly to be rated at such fixed assessment in all divisions of the estate in which their Talooks are included.

(Regulation XLIV of 1793 Sec. VII)

স্থায়ী কর বন্দোবস্ত প্রদান কালে জমিদার এবং তালুকদারগণকে একই প্রকার সর্ত্তে ভূমির উপর অধিকার প্রদত্ত হয়। জমিদারের অধীন থাকিবার সময়ে তাঁহাদের নাম তালুকদার ছিল বলিয়া এখনও সেই নামই রহিয়া গেল, কিন্তু অধিকারের কোন তারতম্য হইল না, নাম মাত্র প্রভেদ রহিল। ভবিষ্যতে জমিদার শব্দের অর্থ লইয়া উভয়ের মধ্যে অধিকারের তারতম্য উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় উল্লিখিত বিধান প্রবর্ত্তনের দ্বারা তালুকদারের স্বত্বাধিকার পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহার পর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ভূমির মালীক শব্দে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে, তাহাও স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

Every proprietor of land (which term, whenever it occurs in any regulation) is to be considered, to include Zaminders, independent Talukdars and all actual proprietors of land, who pay the revenue assessed upon their estates immediately to the Government etc.

(Bengal Regulation III 1794. Sec. 2)

ভূমির মালীক বা ভূম্যধিকারী বলিলে জমিদার, তালুকদার (যাহারা গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব প্রদান করে) এবং যে সকল ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে নিয়মিত রূপে গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব প্রদান করে, সেই সকল ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে, তাহা উক্ত বিধান প্রণয়ন দ্বারা নিরাকৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ভূমির মালীক—কে, তাহা বুঝিতে আর কষ্ট কল্পনার আশ্রয়ের আবশ্যকতা রহিল না। এক বিধানে সকল গোল মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট দপ্তর অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালীশ বাহাদুর এইরূপে বঙ্গদেশের ভূমির কর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করিয়া দিয়া দেশের সমূহ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংগ্রহের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা করিয়া লইয়াছেন; তাঁহার এই উদারনীতির কল্যাণে বঙ্গদেশের জনসাধারণের যে কি মহদুপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাষায় বা ভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। এই রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে ইংরেজজাতির ন্যায় ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তার দুন্দুভি জগতে যে, কি প্রকার নিনাদিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষিত সমাজে অপরিজ্ঞাত নাই। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের মূলভিত্তি এই জনহিতকর স্থায়ীকর ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থা দ্বারাই ইংরেজ, ভারতবাসীর হৃদয়ের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছেন, একথা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানকালে ৯১৪৫৮ খানি তৌজিতে ২১৬২৪৯১৯৲ টাকা রাজস্ব ধার্য্য করা হয় এবং অনির্দ্দিষ্ট জমার ৩০০১ খানি তৌজিতে ১৫০৭০-১৲টাকা রাজস্ব ধার্য্য করা হইয়াছিল। ক্রম বিভাগের ফলে নির্দ্দিষ্ট ~মার তৌজির সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। স্থায়ীকর বন্দোবস্তের সময়ে গবর্ণমেণ্ট, আদায়া জমার শতকরা ৯০৲ টাকা সরকারে রাজস্ব লইয়া অবশিষ্ট শতকরা ১০৲টাকা মাত্র জমিদারকে লাভ হিসাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরলের স্থায়ীকর বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে, এখন অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু দেশের সাময়িক অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে এই বন্দোবস্তে গবর্ণর জেনারেলের কোনই দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট যদি সে সময়ে সমুদয় রাজস্ব খাস আদায়ের ব্যবস্থায় রাখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজকোষের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িত। তিল তিল করিয়া রাজস্ব আদায় করা বহু ব্যয় সাধ্য হইত। এস্থলে অনাদায়, অস্থায়ীখরচা ইত্যাদি বাবদে রাজস্বের দশমাংশ জমিদারকে ছাড়িয়া দেওয়া কখনই অধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বঙ্গদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার মোটামুটি ক্ষুদ্র ইতিহাস দিয়া এখানে এ অধ্যায় শেষ করা গেল।

জমিদার ও প্রজা।

বঙ্গীয় জমিদার ও জমিদারীর কথা একরূপ বলা হইল, এক্ষণে প্রজার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে। প্রজার বিবরণ কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে জমিদারের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রজা—জমিদারের মূলধন। প্রজাই জমিদারের সর্ব্বস্ব।

ভারতের অন্য কোন প্রদেশের প্রজার সহিত বাঙ্গলার প্রজার তুলনা হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের প্রজার সহিত জমিদারের সম্বন্ধ সাময়িক ভাবে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রক্ষিত, কিন্তু বাঙ্গলার প্রজা ও জমিদারের সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। স্থায়ী কর বন্দোবস্তের কল্যাণে ভূমির উপর জমিদারের বংশানুক্রমিক অপরিবর্ত্তনীয় স্বত্বাধিকার নির্ণীত হওয়ায়, এবং প্রজার অধিকৃত ভূমি হইতে বিশেষ কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত অধিকার লোপের বিধান না থাকায়; জমিদারের সহিত প্রজার সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। চিরস্থায়ী কর ব্যবস্থার ফলেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সুন্দর সুখকর ভাব সংরক্ষিত হইয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে।

জমিদার, গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দিষ্ট কর সরবরাহ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের মালীক হইয়াছেন; আর অন্য দিকে প্রজা, জমিদারের নিকট ঐ নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের খণ্ডিত অংশ জমা ধার্য্য করিয়া লইয়া স্বেচ্ছামত চাষ আবাদ করতঃ তাহা ভোগদখল করিতেছে। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হইবে যে, প্রজার সহিত

জমিদারের সম্বন্ধ, কেবল জমির খাজনা লইয়া,—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি তাই? জমি জমার সম্বন্ধ ব্যতীত জমিদারের সহিত কি প্রজার আর কোনই সম্বন্ধ, কি বাধ্যবাধকতা নাই? পক্ষপাত দুষ্ট তর্কের নিকট ইহার উত্তর চলিতে পারে না; তবে বিশেষ চিন্তা পূর্ব্বক এ কথার মীমাংসা করিতে গেলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, জমিদারের সহিত প্রজার সম্বন্ধ খুব নিকট এবং অত্যন্ত জটিল। পরস্পরের মধ্যে বাধ্যবাধকতা এত বেশী যে, একের উন্নতি অবনতির সহিত অপরের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

এ সম্বন্ধ নূতন হইয়াছে এবং ইংরেজরাজের, ন্যায়নিষ্ঠার কল্যাণে, এই বঙ্গদেশে এবং সামান্য ভাবে অন্য দুই একস্থানে জমিদার ও প্রজার এই অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কেন হইয়াছে, এবং কোন্ কার্য্যের ফলে হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে বক্তব্য বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কাজেই সামান্য ভাবে সে তথ্যের আভাস দেওয়া যাইতেছে। ভারতে অথবা জগতের অন্য কোথাও প্রজা এবং রাজার মধ্যস্থলে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানকারী ও ভূমির মালীক বলিয়া পৃথক কোন সম্প্রদায় নাই বা ছিল না। মুসলমান রাজত্বকালে এতদ্দেশে প্রজাই ছিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত স্থানের উপর স্বাধীন ক্ষমতাশালী রাজা বা দেশনায়ক ছিলেন। ইংরেজরাজ প্রবর্ত্তিত রাজস্বের নব বিধানে প্রজার উপর যে জমিদাররূপ একটী নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে—তাঁহারা দেশের জনসাধারণের

সহিত সমপর্য্যায়ে আইন শাসনের অধীন হইয়াও, পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের স্বাধীন রাজাদের অপেক্ষা অনেকাংশে নিরাপদে ও সুখে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। উদারনীতিজ্ঞ ইংরেজ রাজত্বে, সর্ব্বজনীন সম অধিকারের মধ্যে একদিক দিয়া প্রজা, জমিদারের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাসাধারণের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতির কারণ হয় নাই; বরং তাহারা নিরাপদে নিরুপদ্রবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

প্রজা, অজন্মা বশত অথবা অন্য কারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত যথা সময়ে জমিদারের খাজানা দিতে না পারিলেও তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন আবাদী জমি হঠাৎ তাহার হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে খাস গবর্ণমেণ্টকেও অজন্মা বা কোন দৈব দুর্য্যোগের জন্য রাজস্ব আদায়ের কোন বেগ পাইতে হয় না, বিপদে আপদে দুই কুল রক্ষা করিবার জন্য মাতব্বর মধ্যস্থ জমিদার শ্রেণী মাথা পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই কারণে গবর্ণমেণ্টকে এবং প্রজাকে জমিদারের উপর অনেক কার্য্যেই অবলম্বন স্বরূপ নির্ভর করিতে হইয়াছে।

বিচার ও শাসনে জমিদার অন্যান্য প্রজার ন্যায় সমপর্য্যায়ে থাকিলেও দেশ, সমাজ এবং গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলামঙ্গলের সোণা রূপার কাঠী হইয়া আছেন। গবর্ণমেণ্টের সকল বিষয়ে না হউক, অন্ততঃ কতক বিষয়ে, জমিদার তাঁহাদের সহায়তা

করিতেছেন, প্রজা সাধারণ মূহুর্ত্তও জমিদারের আশ্রয় ব্যতীত এইরূপ সুযোগ সুবিধা লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবশ্য একথা স্বীকার করিবেন।

এদেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যপদেশে, নানা চিন্তার পর চিরস্থায়ী কর প্রথা প্রচলিত করেন, তখন দেশের উন্নতি, কৃষক প্রজার উন্নতি এবং রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধা সহায়তার জন্যই জমিদারকে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে ভূমির উপর বংশানুক্রমিক স্বত্বাধিকার দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, সুতরাং দেশ বা সমাজের উন্নতি অবনতি যে জমিদারদিগের প্রত্যেক কার্য্য-কলাপের উপর নির্ভর করে, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য বেশী দূর যাইবার আবশ্যক হইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণানুসন্ধান করিলেই সমুদয় বিষয় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যে আশা করিয়া চিরস্থায়ী কর ধার্য্য করিয়াছিলেন, প্রথম সময়ে তদ্দ্বারা প্রজাসাধারণের বহু উপকার এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। দেশে কৃষি কার্য্যের উন্নতি, ভূমির পরিমাণ বিস্তৃতি এবং প্রজামণ্ডলীর নির্দ্দিষ্ট কর্ষিত জমি বিশেষ কারণ ব্যতীত অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে স্থির থাকায় দেশের বহু বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া শান্তি বিরাজিত হইয়াছে। কালক্রমে কর্ষিত ভূমির ক্রমোন্নতির ফলে বঙ্গদেশে শান্তির ছায়া পড়িয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট কর দিয়া ভূমির উপর অধিকার পাইবার পর,

জমিদার, কৃষি এবং ভূমির উন্নতির জন্য যথাযথ ভাবে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই জন্য শীভ্র শীভ্র প্রজার উন্নতি হইয়াছে। জমিদারের কর্ত্তব্যপ্রিয়তায় প্রজাগণ জমিদারের নিতান্ত বাধ্যানুগত হইয়া পড়িয়াছিল। জমিদারের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া প্রজাগণ মালীক জমিদারকে আইন আদালত মানিয়া লইয়াছিল, এমন কি, ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং তাঁহাদের উপর স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ বর্ষিত আছে, ইহাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। জমিদারগণ মনপ্রাণ দিয়া প্রজার অভাব দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন। ইহার ফলে দেশের এবং সমাজের মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাব-উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশকে শান্তির ক্রোড়ে নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হয় নাই।

দীর্ঘকাল এইভাবে কাটিয়া যাইবার পর জমিদার ও প্রজার মধ্যে ভাব বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন, মধুরভাব, ক্রমে ক্রমে যেন প্রহেলিকাবৎ দূর হইয়া যাইতেছে। ঐ যে উভয়ের জীবন মরণের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ, যাহাকে নিতান্ত জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িবার জন্য, কি যেন একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, কিন্তু সেই যে পূর্ব্ব ভাবের একতা বন্ধন, যাহা দুই সম্প্রদায়কে বহু বিপরীত পার্থক্যের মধ্যেও প্রীতি প্রফুল্লতার অদৃশ্য তার দিয়া কর্ত্তব্যের দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছিল, তাহারই ফলে আজ আসুরিক বল প্রয়োগ করিয়া বহু চেষ্টাতেও উভয়কে পৃথক করা যাইতেছে না। এক জনকে

ত্যাগ করা আর এক জনের পক্ষে যেন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ইহা সহজেই দেখিতে পাইতেছেন।

কতকগুলি অবান্তর কারণে জমিদার এবং প্রজার মধ্যে এখন বিরুদ্ধ ভাব জাগিয়াছে। ইহার পরিণাম যে কোন পক্ষেরই শুভকর হইবে না, তাহা বেশ বলিতে পারা যায়। কিন্তু কথা হইতেছে যে, কি কারণে এই অশুভকর ভাব বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে এবং কি উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহারই কারণানুসন্ধান করা জমিদারদিগের সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।

কেহ বলেন—প্রজা পক্ষের দোষ ;—প্রজা কোন মতেই এখন আর জমিদারের সামান্য অধীনতাও স্বীকার করিতে চাহে না ; আবার কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে জমিদারদিগের অবিমৃষ্যকারিতাই এই অকল্যাণকর ভাবের স্রষ্টা। আত্ম-বিস্মৃতি এবং অদূরদর্শিতাকেই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া কথিত হইতেছে। সুধী সমাজের মতে, জমিদারগণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন, অত্যন্ত বিলাসী এবং অমিতব্যয়ী হইয়া পড়ায় ও স্বেচ্ছাচারিতা, আলস্যপ্রিয়তা প্রভৃতি বিকৃতভাবের পণিক হওয়া প্রযুক্ত, প্রজার আবেদন নিবেদনের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন ; এখন আর প্রজাগণ জমিদারের নিকট অভাব অভিযোগ উপস্থিত করিয়া উৎপীড়ন ব্যতীত আর কোন প্রতিকার পাইতেছে না বলিয়াই নাকি দেশ ও সমাজ ধ্বংসের এই সূত্র উপস্থিত হইয়াছে।

সাধারণ ভাবে এই বিপ্লবের কারণ জমিদারগণকে বলা যাইতে পারে। যেহেতু এখন আর জমিদারদিগের কর্ত্তব্য প্রিয়তা, সহৃদয়তা, সমাজ রক্ষায় চেষ্টা, ধর্ম্ম বিস্তারে সাহায্য দান, অতিথি সৎকার, বিদ্বানের সমাদর প্রভৃতি হিতকর অনুষ্ঠানগুলির প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই, প্রজা পালন ও তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার চেষ্টাতেও নিতান্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতেছে, নিশ্চেষ্টতা, কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রভৃতি দ্বারা জমিদারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্ব ক্রমে বিনাশ করা হইতেছে। প্রজার সহস্র কাতর প্রার্থনা এখন জমিদারদিগের কর্ণে সহজে প্রবেশ করিতে চায় না; অত্যাচারে জর্জ্জরিত কি উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত প্রজারা, আকুল প্রার্থনা এখন জমিদারের নিকট ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইতেছে। উল্লিখিত কারণ সমূহও যে এই ভাব বিপর্য্যয়ের অন্যতম কারণ, তাহা আর অধিক করিয়া প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইতেছে না।

এতদ্ব্যতীত জমিদারগণ নিজ বিষয় সম্পত্তি দেখা একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছেন! যিনি খুব দেখেন, তিনি রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকেন। ইহার উপর আর কোন বিচার বিবেচনাই নাই. আত্মীয় স্বজন, প্রাচীন মুরব্বী, বন্ধু, পুরাতন কর্ম্মচারিগণ এখন ঘৃণিত ভাবে উপেক্ষিত হইতেছেন; সংসারে এখন "ফ্রেণ্ড" এবং কতকগুলি খোষামুদে প্রশংসাপত্রধারী ব্যক্তি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া অযথা প্রভুত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অহমিকার দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের

চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। এই সমস্ত নিতান্ত অন্যায় ও অত্যন্ত গর্হিত কার্য্যের দ্বারা জমিদারগণ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। কর্ম্মচারী প্রজার উপর অযথা উৎপীড়ন করিতেছে, ফলে জমিদার প্রজার বিরাগভাজন হইতেছেন, এতদ্দ্বারা সমাজ এবং দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। আত্মাভিমানি জমিদারগণকে একথা বুঝাইয়া দেওয়াও কঠিন হইয়াছে।

প্রজার অভিযোগের প্রতিকার করা জমিদারেরই কর্ত্তব্য,—গবর্ণমেণ্টের নহে। প্রজার ইষ্টানিষ্টের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা জমিদারের আশঙ্কা ও ক্ষতির কারণই অধিক একথা জমিদার-গণের স্মরণ রাখা উচিত। চিরস্থায়ী করগৃহিতাদিগের তৎকালীয় মন্তব্যসমূহ মনে রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বাঞ্ছিত ও আদিষ্ট কার্য্যগুলি সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হন, তবে স্থায়ী কর বন্দোবস্তের অধিকার স্থায়ী থাকা সম্ভবপর কি না, তাহা কি বিবেচনা করিয়া দেখা জমিদারদিগের উচিত নহে?

অতঃপর প্রজাদিগের প্রতি যাহাতে সদয় ব্যবহার করা হয়, তাহাদের উপর কোন প্রকারে উৎপীড়ন না হয় এবং ন্যায়-সঙ্গত রূপে তাহাদের অভাব অভিযোগগুলির প্রতিকার চেষ্টা করা হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করাই জমিদারদিগের উচিত। নচেৎ ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, এ কথা জমিদারগণ যদি আজও না বুঝিয়া থাকেন, তবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইবে "নিয়তি কে ন বাধ্যতে"।

জমিদারের সংসার।

জমিদারের সংসার এক বিরাট ব্যাপার! রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও গার্হস্থ্যনীতি প্রত্যেকটীই এখানে সমভাবে রক্ষিত। বাঙ্গালা দেশে জমিদারের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জমিদারকে দূরে রাখিয়া এদেশে রাজা রাজকার্য্য করিতে পারেন না, সমাজপতি সমাজ চালাইতে পারেন না, ধর্ম্মবেত্তাগণ, জমিদারের সহায়তা ব্যতীত ধর্ম্মকার্য্য করিতেও অক্ষম। যে কার্য্যে জমিদারের সংশ্রব নাই বঙ্গদেশে সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

দীর্ঘকাল হইতে জমিদারগণ কর্ত্তব্যপ্রিয়তা ও পরোপকার দ্বারা দেশ এবং সমাজের উপর প্রভূত প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন। তুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে জমিদারগণ পূর্ব্ববিধি ব্যবস্থার প্রতিকূলে চলিয়া নিজেদের অবনতি ঘটাইয়াছেন। জমিদারগণ পল্লীবাসী ছিলেন, স্বীয় আবাস স্থলে দিঘী সরোবর, বিত্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কালের কুটীল গতিতে এখন বিপরীত ভাব উপস্থিত হইয়াছে। জমিদারগণ প্রসিদ্ধ আবাসস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাসিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। পিতৃ পিতামহ প্রতিষ্ঠিত অট্টালিকা, মন্দির,

তড়াগ প্রভৃতি যত্নের অভাবে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে। দরিদ্র প্রজাদিগের বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থ সহরের শোভা বর্দ্ধনে অকাতরে ব্যয়িত হইতেছে। সংশ্রবশূন্য ব্যক্তিবর্গ সহস্র সহস্র টাকা লুটিয়া লইতেছে; আর জমিদারের পিতৃ পিতামহের স্মৃতি পল্লার দিঘী তড়াগ মজিয়া যাইতেছে, ক্বচিৎ কোথাও শেষ স্মৃতি দাম ও দলে এবং বন্য তরুলতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া সামান্য অপরিস্কৃত জল উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। পথ ঘাট মেরামত অভাবে গমনাগমনের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে, এমন সুন্দর ও মূল্যবান হর্ম্ম্যরাজি মেরামত অভাবে ভগ্নদশায় উপস্থিত হইয়া প্রাচীন স্মৃতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; প্রাসাদের উচ্চ চূড়ায়,—যেখানে লোহিত পতাকা সান্ধ্যসমীরণে পত পত রবে উড্ডায়মান থাকিয়া সৌভাগ্যপরিচয় প্রদান করিত, তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে, সমুচ্চ নহবত-খানায়, যেখানে প্রহরে প্রহরে সাময়িক রাগ রাগিণীর সুললিত স্বর লহরী দিগন্ত আনন্দ মুখরিত করিত, তাহা আজ কাল পেচকের আবাস স্থানে পরিণত হইয়াছে; আর সেই পবিত্র ধর্ম্ম মন্দির, যেখানে সায়ং সন্ধ্যায় মাঙ্গলিক শঙ্খ ঘণ্টার গম্ভীর শব্দ পরম মঙ্গলময় বিভূর পবিত্রতা স্মরণ করাইয়া মানবের সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ে সজীবতা আনয়ন করিত, আজ সেখানে নীরবতা প্রকৃতির ভীষণতা সপ্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সামান্য ভাবে ক্ষীণ শব্দ উপস্থিত হইয়া তাহার অতীত অস্তিত্বের প্রমাণ

দিতেছে মাত্র। কে জানে, কবে ঐ শেষ টুকুও বা লুপ্ত হইয়া যায়।

এমনি করিয়া বাঙ্গলার জমিদারগণ তাঁহাদের অতীত স্মৃতি সমূহ লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। আত্মহত্যা আর কাহাকে বলে? ইহা কি আত্মহত্যা নহে?

জমিদার সংসার বিপন্নের আশ্রয় স্থান এবং দুষ্টের দমন স্থান ছিল। যে স্থানে ক্ষুধাতুর অন্ন পাইত, বিপন্ন অভয় পাইত, আশ্রিত আশ্রয় পাইত, দুস্থ আত্মীয় স্বজন সমাদরে গৃহীত হইত, হায়! আজ সেখানে অতিথি প্রত্যাখ্যাত, আত্মীয় বিতাড়িত, প্রার্থী প্রহৃত হইবার স্থান হইয়াছে। দেব, দ্বিজ, গুরু অনাদৃত হইতেছে। পরোপকার পাপ কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালার জমিদারগণ পিতৃ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত শুভ অনুষ্ঠানগুলির বিলোপ ঘটাইতেছেন।

সাহায্য সহানুভূতি অভাবে দেশের শিল্প কলা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। দেশে শাস্ত্র চর্চ্চা উঠিয়া যাইতেছে, পুরাণকাহিনী বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হইবার পথে চলিয়াছে। এ সকল কেহ যে বুঝিতে না পারিতেছেন তাহাও নহে, তবুও যেন জোর করিয়া সমুদয় নষ্ট করা হইতেছে। সংসারের লক্ষ্মী শ্রী মলিন হইয়াছে—সর্ব্বত্রই যেন নাই নাই, এই অভাবের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আনন্দ নিকেতন নিরানন্দের আবাস স্থলে

পরিণত হইয়াছে। দেশের দুর্ভাগ্য যে, এমন সোণার সংসারে রাক্ষসী লীলা ধেই ধেই নাচিয়া বেড়াইতেছে। হায়! বাঙ্গালার জমিদার! তুমি জানিয়া শুনিয়া সুখের ঘরে স্বেচ্ছায় আগুণ জ্বালাইয়া দিতেছ; নিজে মজিতেছ, দেশকে মজাইতেছ, সোণার বাঙ্গলাকে শ্মশানে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছ; দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না।

জমিদারী।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারগণকে স্বীয় ভূমির বন্দোবস্ত এবং কর আদায়ের জন্য একটী দপ্তর খুলিতে হইয়াছিল, ইহাই জমিদারী সেরেস্তা। জমিদারী সেরেস্তা পরিচালনা করিবার জন্য কতকগুলি কর্ম্মচারী আবশ্যক। সমুদয় কর্ম্মচারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও জমিদারীর আদায় তহশীল ব্যবস্থাদির জন্য যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী থাকেন, তাঁহাকে পূর্ব্বে "দেওয়ান" উপাধি দেওয়া হইয়াছিল, এখন কোন কোন স্থলে তাহা ম্যানেজার নামে অভিহিত হইতেছে।

ভূমির মালীক জমিদার, কিন্তু দেওয়ান মহাশয় জমিদারীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। জমিদারের ও প্রজার উন্নতি অবনতি এই দেওয়ানের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপর নির্ভর করিত, এখনও কিঞ্চিৎ পরিমাণে করে। জমিদারী জমিদারের হাতে আসিবার পরবর্ত্তী সময়ে, জমিদার মহোদয়গণ অভিজ্ঞ দেওয়ানের কার্য্যকারিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট-আদায়ী জমার শতকরা ৯০৲ টাকা রাজস্ব বাঁধিয়া লইয়া মাত্র ১০৲ টাকা জমিদারকে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছিলেন। জমিদারকে প্রথমে এই ১০৲ টাকা লভ্যাংশ লইয়াই সমুদয় রাজস্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক যথানির্দ্দিষ্ট খাজানা নির্দ্ধারিত সময়ে কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হইত। প্রজার নিকট নিয়-

মিত সময়ে খাজানা, সকল সময়ে আদায় হওয়া সম্ভবপর ছিল না, এখনও নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া গবর্ণমেণ্টের বাঁধা রাজস্ব মুহূর্ত্তও বাকি রাখা যাইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় প্রথম প্রথম জমিদারদিগকে যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। এই উৎকৃষ্ট অথচ ভয়ানক ব্যবস্থার ফলে চিরস্থায়ী কর বন্দোবস্তের পর পর সময়ে যে কত মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে সদর রাজস্বের চাপে পথের ভিখারী হইতে হইয়াছিল, তাহার হিসাব করা যায় না। প্রজার নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্য খাজনা অনাদায় প্রযুক্ত, কালেক্টরীতে সদর মাল গুজারী দাখিল করিবার সময়ে, অনেক জমিদারকে পরিবার পরিজনের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইত, এমন কাহিনীও শুনিতে পাওয়া যায়। এই ভীষণ পরীক্ষার সময়ে জমিদারের "দেওয়ান" জমির জমা কি উপায়ে বৃদ্ধি হইতে পারে, কোন্ ভূমির হার কি পরিমাণ লইলে প্রজার ক্ষতি হইবে না, প্রভৃতি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া জমিদারকে আশু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভূমির অবস্থা বিবেচনায় বাঁধ বাঁধিয়া জল সঞ্চয়, নালা কাটিয়া জল নিকাশের পথ সম্প্রসারণ এবং স্থান বিশেষে জঙ্গলাকীর্ণ বন সাফ করাইয়া আবাদী জমির আয়তন বৃদ্ধি পূর্ব্বক জমিদারীর আয়, ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিলেন। "দেওয়ান" মহাশয়ের উল্লিখিতরূপ চেষ্টা যত্ন না থাকিলে বাঙ্গালার জমিদারী সমধিক আদরের এবং লোভনীয় বস্তু হইত কিনা তাহা সন্দেহস্থল।

দেওয়ান মহাশয় বহুদর্শী কর্ম্ম কুশলী ও কুটনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। জমিদারগণ ন্যায়নিষ্ঠ সুচতুর বুদ্ধিমান এবং সদ্বংশজাত, ধীর গম্ভীর স্বভাব বিশিষ্ট লোককেই এই সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিতেন। গবর্ণমেণ্টের নিকটেও দেওয়ান মহাশয়েরা বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেন। দেশের জনসাধারণের নিকট তাঁহারা কিরূপ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আজও "দেওয়ান বাড়ী," "দেওয়ান পাড়া" প্রমাণ দিতেছে।

প্রথমাবস্থায় জমিদার, ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদের পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করিতেন না, এমন কি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর গমনের আবশ্যক হইলেও তাঁহাদের মত না লইয়া যাইতেন না। এক কথায় জমিদার মহাশয় দেওয়ানের মতবিরুদ্ধ কোন কার্য্যই করিতেন না। জমিদারের জমিদারী হইতে সাংসারিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কার্য্যের সঙ্গতিই দেওয়ান মহাশয়ের সংশ্রব ভুশ্ছেদ্যভাবে রক্ষিত ছিল। জমিদারীর উন্নতি অবনতি, জমিদারের ভাল মন্দ সমস্তই দেওয়ানের কার্য্য তৎপরতার উপর নির্ভর করিত।

দেওয়ানের পদের দায়ীত্ব অত্যধিক থাকায়, যাহার তাহার পক্ষে এই পদ প্রাপ্তি সম্ভবপর হইত না। এই পদে লোক নির্ব্বাচনকালে বংশ, জাতি, কুল এবং কর্ম্ম তৎপরতার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। আত্মীয় বন্ধু উপদেষ্টা মাতব্বর ও

হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের পরামর্শ ক্রমে লোক নির্ব্বাচিত হইত। জমিদার ষ্টেটের মালিক হইলেও কখন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, উল্লিখিত কারণে নিতান্ত উপযুক্ত ব্যক্তি না হইলে এই বিষম দায়িত্বপূর্ণ পদে কেহ নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। এইজন্য প্রধান কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা জমিদারের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

যতদিন জমিদারগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ষ্টেটের কার্য্যাদি চালাইতেছিলেন, ততদিন কোন জমিদারকে কখন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। কুক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাব জমিদার-দিগকে আচ্ছন্ন করিল, ফলে তাঁহারা কর্ত্তব্য বিচ্যুত হইলেন, ভাব গেল, ভাষার অনাদর হইল, বিবেচনার ত্রুটি ঘটিল, বিচার থাকিল না, উপযুক্ত পাত্রে ক্ষমতা ন্যস্ত হইল না, কর্ত্তব্যের পথ পরিত্যক্ত হইল, স্বেচ্ছাচারিতা বাড়িল, উপদেষ্টার স্থানে চাটুকার মোসাহেবদিগের অধিকার জন্মিল, ফলে অব্যবস্থায় জমিদারী ষ্টেটে অরাজকতা উপস্থিত হইল। নিজের অবস্থা, আয় বিবেচিত হইল না— ব্যয় বাড়িল, অভাব ঘটিল কাজেই ঋণ করিতে হইল। বিলাসিতার স্রোত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, শেষে পল্লীবাস্তু বাসের অযোগ্য বোধে পরিত্যক্ত হইল, ধর্ম্মের ভাব গেল সুতরাং সমাজে বিপ্লব উপ-স্থিত হইল। এইরূপে বহুদিনের সঞ্চিত সুখপূর্ণ বৃহৎ সংসার ক্রমে ধ্বংশের মুখে উপস্থিত হইয়াছে। হায়! যে সকল সংসারের সহিত নানা ভাবে শত সহস্র ব্যক্তির সুখ দুঃখ বিজ-

ড়িত ছিল, নিতান্ত নির্ম্মম নিষ্ঠুরের ন্যায় সেগুলিকে কঠোরতার সহিত ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালার জমিদারী আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইলেও বর্ত্তমান জমিদারদিগের তাহার প্রতি কিছুমাত্র মায়া মমতা দেখা যায় না, তাহার ভাল মন্দের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। এখন বোধ হয় অধিকাংশ জমিদার নিজেদের অবস্থার এবং অতীত স্মৃতির কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা করেন না। কাহারও বা সময়াভাব ঘটিয়াছে, আবার কাহারও যে বুঝিবার শক্তির অভাব না ঘটিয়াছে, সে কথাও বলা যায় না। অভাবের তাড়নায় এখন অধিকাংশ জমিদারকে সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতে হয়, অপরিমিত ব্যয়ের কল্যাণে জমিদারী ষ্টেট এখন "করিভুক্ত কপিত্থবৎ" হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল সংসারে সর্ব্বদা দীয়তাং ভুজ্যতাং রব ছিল, এখন সেখানে সর্ব্বদা 'নাই' 'নাই' দাও দাও শব্দে সংসারের অভাব প্রকাশ করিয়া দিতেছে। কালের গতি বিচিত্র বটে!

জমিদারগণ এখন প্রবাসী হইয়া পড়িয়াছেন, নিজের জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র সম্বল জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসরও হয় না। তার পর উপযুক্ত কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির উপর কার্য্যভার অর্পিত না থাকায় এবং আয়ের অধিক ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় জমিদারগণকে অশেষ চিন্তায় পড়িতে হইয়াছে। অপাত্রে কার্য্য ভার ন্যস্ত থাকায় এবং কার্য্য তৎপরতার অভাবে ষ্টেটের অবনতি ঘটিয়াছে। জমিদারগণ এখন বলিয়া থাকেন, উপযুক্ত লোকের অভাবে তাঁহাদিগকে

ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। একথা সত্য কি মিথ্যা তাহা বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা যত সহজ এবং মুখরোচক এমন আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদিগকে একটু পরচর্চ্চা করিতে হইতেছে। কর্ম্মক্ষম উপযুক্ত লোক অভাবে জমিদারী ষ্টেট সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে না ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু বাস্তব পক্ষে সত্য সত্যই সেরূপ লোকাভাব ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। এই প্রকাণ্ড জমিদার প্লাবিত দেশে যে, জমিদারী কার্য্যপটু লোকের অভাব ঘটিয়াছে, একথা সহজে স্বীকার করা যায় না। সকলেই উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। প্রত্যেক কার্য্যেই উচ্চশিক্ষিত লোকের সমাগম দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই হইয়াছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে প্রত্যেক কার্য্যেই উপযুক্ত হইবে, তাহার ত প্রকৃষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ী ইউরোপীয়গণ কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিতের আদর করেন না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়া থাকেন We don't want M. A. B. A. we want money maker এ কথার মূল্য আছে। এম এ, বি এ, হইলেই যে তিনি অর্থোপার্জ্জনে অথবা সংসারক্ষেত্রে বিশেষ কৃতি হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইলেই যে মানুষ শিক্ষিত হয়, আর তাহা না হইলেই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয়

না, এ কথা স্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ ভাবে যাহাকে শিক্ষা বলা যায়, তাহা বাস্তবিক শিক্ষা কি না, এক পক্ষ এখন সেই কথাই বলিতেছেন। কতকগুলি কারণে বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষাভিমানি দিগের কার্য্যকলাপ ও আচার ব্যবহার দেশবাসীর আতঙ্কের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অনাবশ্যক হইলেও কারণ বিশেষে এ অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে হইল।

অস্বীকার করা যায় না যে জমিদারী সেরেস্তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যে কারণে এই সংখ্যাহীনতা তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষিতের পক্ষে নানা কারণে জমিদারী কার্য্যে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অপর পক্ষে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি জমিদারী সেরেস্তায় প্রবেশ করিতেও বড় চেষ্টা করেন না। জমিদারগণ প্রত্যক্ষ ভাবে চেষ্টা করিয়াও আবশ্যক মত শিক্ষিত লোক আমদানা করিতে পারেন নাই। কেন যে উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় এদিকে আসিতে চাহেন না, তাহার কারণ বুঝিয়া উঠা খুব কঠিন নহে। গবর্ণমেণ্ট আফিস ও বণিক দপ্তরে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সময় বাঁধিয়া দেওয়া আছে, জমিদারী সেরেস্তায় সেরূপ বাঁধাবাঁধি কার্য্যকাল নির্দ্দেশ করা নাই, অপিচ জমিদারী কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং ফরম বাঁধা কাজেরও অভাব আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু শিক্ষা প্রদানকালে শিক্ষার্থীদিগকে পাখার বুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া

থাকে মাত্র। স্বাধীন বুদ্ধিতে কোন কাজ করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয় না। জমিদারী কার্য্য বাঁধা বুলিতে চলিতে পারে না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে একই কার্য্য, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্থানুসরণ করিয়া লইতে হয়। বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষিতদিগের পক্ষে সেরূপ কার্য্য নিতান্ত বিরক্তিকর বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। তারপর শিক্ষার্থীগণ বাল্যকাল হইতে কতকগুলি পাশ্চাত্যভাব অনুকরণ করিয়া তাহা স্বভাবের সহিত এমন সংযুক্ত করিয়া লইয়াছেন যে, তৎসমুদয় পরিত্যাগ তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারী কার্য্যে ঐ সকল চাল চলন কোন মতেই চলিতে পারে না। উল্লিখিত কারণ সমূহ জমিদারী সেরেস্তায় উচ্চ শিক্ষিতের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জমিদারগণ শিক্ষিত লোকের অভাবে যে আক্ষেপ করেন, তাহার সমাধান, উপস্থিত সময়ে হওয়া দুষ্কর। যাহাই হউক অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় ফল নাই।

উচ্চ শিক্ষিত না হইলেও, জমিদারী সেরেস্তায় উপযুক্ত কার্য্যক্ষম ব্যক্তির অভাব কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। এখন যে অভাবের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আংশিকভাবে সত্য হইলেও জমিদারগণ মনোযোগ করিলে, সহজেই সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারেন। যথোপযুক্ত লোকাভাবে যে জমিদারী ষ্টেটের অবনতি হইতেছে ইহা খুব সত্য কথা, কিন্তু আমরা লোকাভাব অপেক্ষা মনোযোগের ত্রুটিকেই ইহার প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া মনে করি। স্বেচ্ছাচারিতা, বিবেচনার অভাব

এবং পক্ষপাতিতা দোষে সকল কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইতেছে। স্বেচ্ছাচারী হইলে কোন কার্য্যে শৃঙ্খলা থাকে না, পক্ষপাতিত্বে অনুপযুক্ত লোকের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইয়া থাকে মাত্র; বিবেচনার অভাব ঘটিলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়া দেয়।

ষ্টেটে কর্ম্মচারী নিয়োগকালে আজকাল যে পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশযোগ্য নহে। যাহার ফলে জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ষ্টেটে প্রার্থী হওয়া এবং তাহাতে সাফল্য লাভ করা একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়ে। নির্ব্বাচনক্ষেত্রে প্রশংসাপত্র বাহুল্যের প্রাবল্যে এবং সুপা-রিশের বলে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি দুরূহ কর্ম্মভার অর্পিত হয়। প্রশংসাপত্রের সহিত উপযুক্ততার কি প্রমাণ থাকে তাহা কিন্তু বুঝিয়া ওঠা যায় না। অনুপযুক্ত ব্যক্তিই নিজের উপযুক্ততা প্রমাণে সচেষ্ট হইয়া থাকেন, এই সহজ কথাটী আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ জমিদারগণ যে বুঝিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। কার্য্যে উপযুক্ত ব্যক্তি একাধিক প্রশংসাপত্র কোথায় পাইবে? তাঁহারা স্বীয় কর্ম্মের দ্বারায় প্রশংসিত হইয়া থাকেন, প্রশংসাপত্রের প্রার্থী হওয়া তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। ইহার উপর আবার আজকাল জামিনের তলপ আছে। নায়েবী এবং খাজাঞ্চীর পদে জামিনের আবশ্যক হইতে পারে। ম্যানেজার, মুনসী, ইনস্পেক্টর পদে জামিন দিবার বা লইবার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রধান কর্ম্ম-

চারীকে জামিনে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার দ্বারা কাজ আদায় করিয়া লইবার চেষ্টার মত বাতুলতা আর কি হইতে পারে। জমিদারের দেওয়ান মহাশয় বিষয় কার্য্যে খোদ জমিদার অপেক্ষা কিছু কম বুদ্ধি রাখেন না। তবে মালীক জমিদারের কর্ম্মচারী বহাল বরখাস্তের অধিকার সকল সময়েই আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

এখন উপযুক্ত ব্যক্তি জমিদারের নিকট সমাদর পান না—কারণ তাহার প্রশংসাপত্র অথবা সুপারিশপত্র নাই ; অন্যদিকে জমিদার নিজেও উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া লইতে পারেন না, এই দুই কারণে জমিদারী ষ্টেটে কার্য্যক্ষম ব্যক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এ দোষ জমিদারের, অপরের নহে। নিজের জমিদারী পরিচালনের লোক নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা যদি জমিদারের না থাকে, তবে সেজন্য দায়ী হইবে কে ? উপযুক্ত ব্যক্তির ষ্টেটে প্রবেশের পথ সরল বা দুরূহ করিয়া রাখার হাত জমিদারের নিজের হাতে। আবশ্যক মতে তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তিকেই নির্ব্বাচন করিতে পারেন। তাহাতে কেহ বাধা দিবার নাই।

জমিদারী সেরেস্তায় প্রধান কার্য্যকারক নিয়োগ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে হইতেছে। সাধারণত এক্ষণে তিন শ্রেণীর লোককে জমিদারী সেরেস্তার প্রধান কার্য্যকারক পদে নিযুক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে ১ম আইন-ব্যবসায়ী (Lawyer), ২য় অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী (Retired

officer) এবং তৃতীয় সুপারিশ ও প্রশংসাপত্র সংগ্রহকারী ব্যক্তি। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কোন্ ব্যক্তির দ্বারা জমিদারী কার্য্য কিরূপভাবে পরিচালিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, ক্রমে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আইন ব্যবসায়ীদিগের সম্বন্ধে কথা হইতেছে যে, তাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত এবং ব্যবহারশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও, দুরূহ জমিদারী কার্য্যে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি পরিমাণ থাকিতে পারে তাহাই বিবেচ্য। দেখিতে পাওয়া যায়, তথা কথিত উচ্চ শিক্ষিতগণের সাংসারিক জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। স্কুল কলেজে সাংসারিক জ্ঞানের চর্চ্চা হয় না। স্তূপীকৃত পুস্তকাবলী কণ্ঠস্থ করিবার পরই সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্যে সফলতা লাভ কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। উচ্চ শিক্ষা দ্বারা কেরাণীর কাজ ভালরূপে চলিতে পারে, পরন্তু জমিদারী দপ্তরে লেখাপড়ার কাজ থাকিলেও স্বাধীন বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

জমিদারী সেরেস্তা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের অংশবিশেষ। ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও গার্হস্থ্যনীতির পূর্ণ সমাবেশ আছে। এক কথায় ইহা জমিদারের সংসার পূর্ণ গৃহস্থালী। প্রজা, কর্ম্মচারী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবাসীর অভাব পূরণ, তাহাদের অন্নের সংস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ধর্ম্মকার্য্য পর্য্যন্ত জমিদারের সাহায্যে সম্পন্ন হইবার কথা। এই বিশাল

গুরুকার্য্যভার সম্পন্ন করা সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য বিশেষ পারদর্শী সুচতুর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত জমিদার সংসারে কেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পরেন না।

পুস্তকগত বিদ্যা দ্বারা সাংসারিক কার্য্যে সাফল্য লাভ দুরূহ ব্যাপার। যে কার্য্যে সর্ব্বদা সত্য মিথ্যা, স্বার্থ ও অর্থ লইয়া অবিরত ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে, সেখানে সংসারের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান লইয়া, অজ্ঞাত জলধিরাশির ভীষণ উত্তালতরঙ্গে স্থির থাকা এবং গন্তব্য পথ স্থির রাখা কি সহজসাধ্য কার্য্য? এ সকল কথা ত আছেই, তারপর জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আইনজ্ঞ কার্য্যকারক যদি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আইন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই ষ্টেটকে হাঁফাইয়া উঠিতে হয়, অপিচ প্রজার প্রতিও কঠোর ব্যবহার হইয়া পড়ে। বেআইনী কার্য্য কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যেই আইন প্রয়োগও বাঞ্ছনীয় নহে। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, যেখানে যে পরিমাণ আবশ্যক, সেই পরিমাণ আইন বিধানে কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। সকল দিক রক্ষা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করাই সাংসারিক লোকের কার্য্য।

অনেক স্থানেই নাচার দুঃস্থ প্রজার খাজানা দুই চারি বৎসরও বাকী পড়িয়া যায়। জমিদার কিস্তি খেলাপের জন্য আদালত অবলম্বন করিয়া প্রজার খাজানা আদায় করিতে অধিকারী থাকিলেও, প্রজার অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলে

নালিশ না করিয়া, ধীরে ধীরে প্রজার বাকি খাজানা শোধ করিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু আইনজ্ঞ ব্যক্তি ষ্টেটের প্রধান কার্য্যকারক হইলে, তাঁহার নিকট এ সকল বিবেচনা স্থান পাইতে পারে না। আইনত কাজ করিতে হইবে বলিয়া প্রত্যেক কিস্তি অন্তে অনাদায়ী খাজানার জন্য সমস্ত প্রজার নামেই নালিস করা সঙ্গত হইতে পারে না। ইহা যে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে দুঃস্থ প্রজা সামান্য দেয় খাজানা বৎসরে দিতে পারে না, তাহার পক্ষে আদালত খরচা প্রভৃতি চাপাইয়া এককালে জাহান্নমে দেওয়া হয় মাত্র। পক্ষান্তরে সামান্য ১০৲ টাকা বাকী খাজানা আদায়ের জন্য জমিদারকেও মোকর্দ্দমার তদ্বির ইত্যাদির জন্য পাওনাধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আইন সঙ্গত হইলেও জমিদারের পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এরূপ মোকর্দ্দমা করা উচিত। আইনের পথ ধরিয়া চলিলে দরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশ করা হয়। প্রজা, সাধ্য পক্ষে খাজানা বাকি রাখে না, অক্ষমতা প্রযুক্ত বাকী পড়িলে তজ্জন্য প্রজা জমিদারের নিকট স্বীয় দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তামাদির ভয়ে বাকী খাজানার জন্য নালিশ করা জমিদারের আবশ্যক, কিন্তু সকল সময়ে এই বিধির অনু-সরণ করাও উচিত হয় না। বিবেচনা করা উচিত যে, প্রজা দুরবস্থায় পড়িয়া খাজানা দিতে না পারিয়া বাকি রাখিয়াছে, সুযোগ পাইলে সে উহা পরিশোধ করিবে। প্রজা তামাদির হিসাব করে না, ঋণ শোধ করা আবশ্যক এ কথা তাহারা বেশ

জানে। সুতরাং আইনজ্ঞ কর্ম্মচারীগণ এই সকল কথা বিবেচনা না করিয়া আইনের বিধান অনুযায়ী সকল স্থানেই কাজ করিতে থাকিলে, প্রজার সর্ব্বনাশ করা হয়, পক্ষান্তরে জমিদারের ভবিষ্যৎ ক্ষতির কারণ জন্মান হইয়া থাকে। সংসারের আইন, বিচারালয়ের আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, একথা সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন। তারপর জমিদারাতে নানা অবস্থার প্রজা থাকে, কোন প্রজা সহায়হীন বিধবা, কোনটী নাবালক, আবার অন্ধ আতুর প্রজা যে নাই, তাহাও নহে, এমতাবস্থায় বিশেষ বিবেচনা না করিয়া আইন মোতাবেক সকলের বাকি খাজানা আদায় করিতে গেলে, সংসারে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? জমিদার কেবল প্রজার কর-গ্রাহক নহেন,—তাহাদের প্রতিপালক, এবং উপদেষ্টা বন্ধুও বটেন। (Fresh) নূতন আইনজ্ঞ কর্ম্মচারীর নিকট এ সকল কথার কোন মূল্য নাই, অধিকাংশ স্থলেই সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

জমিদারী ষ্টেটের উপস্থিত অবস্থা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে এমনই রক্ষা নাই, তার উপর মামলা মোকর্দ্দমার সংখ্যা স্বেচ্ছায় বাড়াইয়া লইলে, সোণায় সোহাগার মিলন হইবে; একথা বলাই বাহুল্য।

আইন ব্যবসায়ী প্রধান কর্ম্মচারী পদে সমাসীন হইলে, ষ্টেটে অযথা মামলা মোকর্দ্দমা বৃদ্ধি পায়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহাদের সম্বন্ধে শেষ কথা হইতেছে যে, যে

সকল আইন ব্যবসায়ী জমিদারী ষ্টেটে কার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা শৈশব হইতে যৌবনান্ত পর্য্যন্ত শরীর পাত এবং পিতৃ অর্থ ধ্বংস করিয়া আইন জ্ঞানের সার্টিফিকেট গ্রহণান্তর স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আদালত গৃহের এদিক ওদিক ঘুরিয়া রিক্তহস্তে প্রত্যহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং শত চেষ্টাতেও নিজ কৃতিত্বে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না এবং বহু অর্থ নষ্ট করিয়া শিক্ষা পাইয়াও নিজের উদরান্ন সংস্থান করিতে পারেন না, পেটের দায়ে স্বার্থের লোভে সেই সকল আইন ব্যবসায়ী পরিণামে জমিদারের স্কন্ধে ভর করিয়া থাকেন। যিনি স্বীয় বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান প্রভৃতি স্বাধীন ভাবে চালাইতে পারেন, তিনি কেন আইন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না? যিনি জীবনের প্রথম লক্ষ্যেই বিচ্যুত হন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিমাণ স্থির করিয়া লওয়া কঠিন হয় না।

আইন ব্যবসায়ী স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, সময় সময় যে সকল বিভৎস ব্যাপারের অবতারণা করেন, তাহা ভদ্র সমাজে প্রকাশের যোগ্যও নহে। সম্প্রতি রাজসাহী জেলার কোন বিখ্যাত জমিদার ষ্টেটে একজন আইন ব্যবসায়ী কর্ম্মচারী যে কাণ্ড ঘটাইয়াছেন, তাহা বোধ হয়, কাহারও অজ্ঞাত নাই।

উল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য অনেকের মতে আইন ব্যবসায়ী লোককে জমিদারী ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী পদে

নিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, আজ কাল জমিদার মহাশয়দিগের আইন ব্যবসায়ী লোককে ষ্টেটের কর্ণধার করিবার আগ্রহ কিছু বেশী প্রকাশ পাইতেছে, ইহা যে পতনের আর একটী বিশেষ কারণ হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইবার আমরা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কথা বলিব। সাধারণতঃ সব জজ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্‌সেফগণ পেন্সন লইয়া অবসরকালে জমিদারী ষ্টেটে কার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। আইন ব্যবসায়ীগণ সংসারানভিজ্ঞ হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে, দেখিয়া ঠেকিয়া দুই দশ বৎসরে, কেহ কেহ অল্প সময়েও কর্ম্মোপযোগী হইতে পারেন; কিন্তু হায়! অবসরপ্রাপ্ত অর্থলোলুপ প্রভু-দিগের নিকট সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। জীবনের শেষ মুহুর্ত্তে, মানুষের কর্ম্মশক্তির যখন একান্ত অভাব ঘটে, উদ্যম উৎসাহ চলিয়া যায়, জড়তাপ্রযুক্ত পীড়িত হইয়া যখন দৈনিক কার্য্য গুজরাণ করিয়া উঠিতে পারেন না, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট সেই সময়ে পেন্সন দিয়া ইঁহাদিগকে কার্য্য হইতে বিদায় দিয়া থাকেন; গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপরত হইয়া শেষ জীবনে বিশ্রাম লাভার্থ বিদায় দিলেও প্রথমে প্রায় কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এক কথায় অবসর গ্রহণ করিতে চাহেন না। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া স্বীয় কর্ম্মশক্তি সপ্রমাণ করিয়া, কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিয়া লইয়া থাকেন। অনেকে এইরূপে দুই তিন বার কার্য্যকাল বাড়াইয়া লইবার পর, গবর্ণমেণ্ট যখন কোন মতেই আর

কার্য্যে রাখেন না, সেই সময়ে ইঁহারা পেন্সন লইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

এই বৃদ্ধ বয়সে যখন সর্ব্বদা আত্মবিস্মৃতি, আলস্য, জড়তা ইত্যাদি উপস্থিত হয়, সর্ব্বদা কি হয়, কি হয় চিন্তায় ভয়, আশঙ্কা ও উদ্বিগ্নে চিত্ত উদ্বেলিত হইতে থাকে, সেই চরম সময়েও যাঁহারা অর্থলোভে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া পরের কাছে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকেন, তখন সে অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া সাধারণের মনে যে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কেবল কাঞ্চনের লোভেই যে এরূপ করা হয়, তাহা বুঝিতে কি আর বাকি থাকে? এই সকল জড়স্থবিরকে কার্য্য ভার প্রদান করিলে, সে কার্য্য কিরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন নহে। ইঁহাদিগকে অবস্থা বিশেষে অকর্ম্মণ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কোন ষ্টেটের কর্তৃত্ব পাইলে সেই ষ্টেটের সরঞ্জামী (Establishment) খরচ এত বৃদ্ধি পায় যে, ষ্টেটের পক্ষে তাহা অসহনীয় হইয়া পড়ে। পাঁচখানি তক্তপোষে যে কার্য্য চলিত, সেখানে ৫০ খানি চেয়ার, ২০ খানি টেবিল না হইলে কাজ চলে না। রং বেরংয়ের ফিতা, হরকছম খাতা ও ফাইল না হইলে জমিদারী যেন উড়িয়া যায়, এইত গেল সাধারণ কথা;—তার পর ঘণ্টা হিসাব ধরিয়া কর্ত্তব্য শেষ হওয়ার প্রথা প্রচলিত করায়, প্রজা সাধারণের পক্ষে আবেদন নিবেদনের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। সময় বিশেষে

রিপোর্টের ফাইল যাতায়াত করিতে করিতে দরিদ্র প্রজার শস্য জমিতে মাটী হইয়া যায়। প্রকৃতি ত তাঁহাদের হুকুমে অথবা নিয়মাবদ্ধে (System) বসিয়া থাকিবে না? এইরূপ বিসদৃশ ঘটনাবলী দ্বারা ষ্টেটের এবং প্রজার উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইয়া থাকে।

একদিক দিয়া এরূপ নিয়োগ ব্যবস্থায় প্রজা ও জমিদারের ক্ষতির কারণ হয়, অন্য দিকে সমাজের প্রতিও ততোধিক উপেক্ষা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগী, তাঁহারা দাসত্ব দ্বারা আজীবন অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং শেষে বৃত্তিভোগী হইয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের উপর অত্যধিক অনুগ্রহ বর্ষণ করিবার আবশ্যকতা সমাজরক্ষক জমিদারদিগের কিছুমাত্র দেখা যায় না। সকল দিক দিয়া একই ব্যক্তির উপর অত্যধিক দয়া প্রকাশ অন্যান্য প্রার্থীর প্রতি অবিচারের কারণ হয়। বিশেষতঃ জমিদারী সেরাস্তায় নিযুক্ত দীর্ঘকালের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এতদ্দ্বারা নিতান্ত নিগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এ সকল কথা কি বিবেচনা সাপেক্ষ নহে? ইহাই কি বিচার?

আর এক কথা বলিতে হইতেছে। যখন কোন ব্যক্তিকে, তিনি উপযুক্তই হউন, কি অনুপযুক্তই হউন, যাঁহাকে বয়োবৃদ্ধ এবং কার্য্যে অশক্ত জ্ঞানে, অন্য কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করেন, তাহার পর সেই ব্যক্তিকে গুরুতর দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে

নিযুক্ত করা বুদ্ধিমান এবং বিবেচকের কার্য্য কি না, এই কথাটী ভাবিয়া দেখিতে জমিদার মহাশয়গণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। এসম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা নাই।

উপরে দুই প্রকার কর্ম্মপ্রার্থীর কথা বলা হইয়াছে, এখন আর এক শ্রেণীর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। দেশে এখন গুণের আদর কমিয়াছে, চাটুকারিতার প্রসার বাড়িয়াছে। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তোষামোদপ্রিয় হইয়াছেন। প্রত্যেক কার্য্যে এখন সার্টিফিকেট আবশ্যক হইতেছে, কর্ম্মের প্রশংসা অনাদৃত হইলেও, খোষামোদের দল পুঞ্জিকৃত উচ্চ প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতঃ জমিদারদিগকে প্রতারিত করিয়া, উপযুক্ত ব্যক্তি-দিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। প্রশংসাপত্রদাতাগণ অনেক স্থলে প্রশংসিত ব্যক্তিকে না দেখিয়াও তাহার রূপ গুণের অশেষবিধ গুণপণার কথা লিখিয়া দিয়া থাকেন; একথা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই। যাহাই হউক, সার্টিফিকেট সংগ্রহকারীদিগের আর কোন বিশেষ গুণ না থাকিলেও, তাহাদের পরের মনস্তুষ্টি করিবার শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই সকল ব্যক্তি যে সকল ষ্টেটে প্রধান কার্য্যকারক পদে নিয়োজিত হইয়া থাকেন, অচিরেই যে তৎসমুদয় ষ্টেটের অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া পড়ে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে এখন বিরল নহে।

জমিদারগণ জানিয়া শুনিয়া কেন যে, এইরূপ অপদার্থ

লোককে গুরুতর কার্য্যভার প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। যে ষ্টেটে এই সকল চাটুকার ধূর্ত্তের প্রাধান্য হয়, সেখানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদের প্রাধান্যের প্রথম কার্য্য "আত্মকলহ" সৃষ্টি করা। আত্মীয় বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদিগকে দূরে সরাইয়া রাখা প্রভুদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। নচেৎ স্বকার্য্য সাধনে বাধা জন্মিতে পারে—সর্ব্বদা তাঁহাদের এই আশঙ্কা। তারপর প্রাচীন হিতাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মচারীদিগের অপসারণ করিয়া সেই সকল পদে প্রভুর পোঁ ধরা দলের পুষ্টি সাধন করা অন্যতম কার্য্য। বহুকালের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর, ভোগ উত্তর পীরপাল প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া এবং আশ্রিত দুঃস্থ আত্মীয় বা প্রাচীন হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের মাসিক ভাতা উঠাইয়া দিয়া ষ্টেটের আয় বৃদ্ধি দেখাইবার আকাঙ্ক্ষা এই প্রভুদিগের অত্যন্ত বলবতী। দেবসেবা, অতিথি সৎকারে হস্তক্ষেপ শীঘ্র না হইলেও তাহার ব্যয় সঙ্কোচ করিতে ইঁহারা কিছুমাত্র ইতঃস্তত করেন না। নিন্দা বা দোষ কীর্ত্তন হইলেও এই সত্য কথাগুলি না বলিয়া থাকা যায় না।

এই সমস্ত আলোচনা বিস্তৃতভাবে করিতে গেলে অনেকের নিকট ইহা বিরক্তিজনক হইবে এজন্য সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য শেষ করা গেল। অসঙ্গত এবং অন্যায় কার্য্যগুলি প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভরসা করি এদিকে সকলেরই কর্ত্তব্য দৃষ্টি পড়িবে।

বাঙ্গলার জমিদারের বর্ত্তমান অবস্থা দেশবাসীর নিকট অপ্রকাশ নাই; তাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের হিসাবও দেশবাসীর নিকট আছে। সুতরাং তাঁহাদের অতীত এবং বর্ত্তমান ব্যবহার প্রণালীর কথা গোপন রাখা সম্ভবপর নহে। যে সকল ষ্টেটে দশ বৎসর পূর্ব্বে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা বাহিরের কাজে খরচ হইত না, এখন সেই ষ্টেটেই লক্ষ টাকা নানা বাজে কাজে ব্যয়িত হইতেছে। যদিও দেশ বা দশের হিতার্থে অর্থব্যয় করা জমিদারের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, কিন্তু হঠাৎ অর্থ-সংখ্যা সহস্র হইতে লক্ষে পরিণত হওয়া কি অস্বাভাবিক নহে? "ভাল্লুকের হাতে খন্তা" দিবার ন্যায় যার তার হাতে ষ্টেটের গুরুভার ন্যস্ত করার ফলে এই সমস্ত অবিবেচনার কার্য্য ঘটিয়া থাকে। অনভিজ্ঞ ও অনুপযুক্ত ব্যক্তি নবাবী চাল চালিয়া এবং গৌরিসেনের অর্থের ন্যায় প্রভুর অর্থ যথাতথা দান করিয়া নিজের কর্ত্তব্য এবং উপযুক্ততার প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে; তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবারও কিছু নাই। তবে জমিদারদিগের কার্য্য কারণ দেখিয়া যুগপৎ হাসি কান্না উপস্থিত হয়। আমাদের আদর্শ জমিদারগণ এমন মতিচ্ছন্ন ও মোহান্ধ যে, মায়াবীগণ তাঁহাদিগকে ভেল্‌কী দেখাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছে, নাচাইতেছে তাহা কোন মতেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে। এখনও কি জমিদারদিগের এদিকে জ্ঞানদৃষ্টি পতিত হইবে না?

জমিদারীর অবনতি পথ বন্ধ করিতে হইলে সত্বর সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। গুণের আদর, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, স্বীয় অবস্থার অনুরূপ ব্যয়ের হিসাব স্থির করিয়া চলা এবং পিতৃপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত কার্য্যাদির অনুসরণ করা জমিদার-দিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। জমিদারী বংশানুক্রমিক অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু বলিয়া সুমেরুর ন্যায় অটল অচল পদার্থ নহে। উপেক্ষায় সুখের মুলোচ্ছেদ কখনই প্রশংসার কথা নহে জমিদারী যাহাতে অব্যাহত থাকে, কোনরূপে কোন দিক দিয়া ক্ষতি না হয় সেইরূপ বন্দোবস্তে ব্যয় নির্দ্ধারণ করা উচিত। জমিদারী বালকের খেলনা অথবা অসমাদরের বস্তু নহে। অনুরোধে উপরোধে অথবা মিথ্যা তোষামোদে মুগ্ধ হইয়া জমিদারীর কার্য্যভার অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর অর্পণ করা অনুচিত। এ কথা সর্ব্বদা মনে থাকা কর্ত্তব্য।

জমিদারী সেরেস্তার প্রধান কার্য্যকারক যেমন অভিজ্ঞ হওয়া চাই, তেমনি জাতিকুলেও উন্নত হওয়া উচিত। জমিদার বংশোদ্ভব ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল চলিতে পারে। যাহারা আবাল্য প্রজা দেখিয়া আসিতেছে, প্রজার সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহারা যে জমিদারী কার্য্যে বিশেষ পটু হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

যে কোন দিন জমিদারী জানে না, প্রজা কি চেনে না, প্রজার সহিত কখন ব্যবহার করে নাই, তাহার পক্ষে কোন ষ্টেট পরিচালন কখনই সহজসাধ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ

তাহাদের হাতে ষ্টেটের কর্ত্তৃত্বভার দিলে প্রজার যে কি দুর্দ্দশা ঘটে, তাহাদের প্রভুত্বের তাড়নায় অধীনস্থ ব্যক্তির যে কি ভীষণ কষ্ট হয়, তাহাও বিবেচ্য।

প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহে পালন ও শাসন করিতে হয়, উপদেশ দিয়া অন্যায় পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হয়। প্রজার সুখ দুঃখ বুঝিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারে যত্নবান হওয়া সহৃদয় প্রজাপালক জমিদারের কর্ত্তব্য। এইজন্য জমিদারীর উচ্চ পদে লোক নিযুক্ত করিবার সময়ে তাহার জাতি কুল ও বংশের বিচার করা উচিত। ক্ষুদ্রের নিকট বৃহৎ আশা দুরাশা মাত্র। গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত জাতি কুল এবং বংশের পরিচয় লইয়া লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু আজ কাল জমিদারগণ সে পথে যাইতেছেন না। উচ্চ ভাবাপন্ন না হইলে মানুষ কর্ত্তব্যপ্রিয় হইতে পারে না এবং কর্ত্তব্যপ্রিয় না হইলে মানুষ দশের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিশাইয়া চলিতে পারে না। সংসার শুধু আত্মসুখ ভোগের স্থান নহে। এখানে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ না করিলে দশের উপর প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়া চলা কঠিন।

এই সমস্ত কারণে মাননীয় জমিদার মহোদয়দিগকে ভবিষ্যতে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্মচারী মনোনয়ন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। উপযুক্ত ব্যক্তির আদরে সকলে সন্তুষ্ট হইয়াই থাকে। অনুপযুক্ত ব্যক্তির আদর কখনই সুখকর হয় না, একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দুঃস্থ জমিদারদিগকেই জমিদারীর প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত করা উচিত। এরূপ ব্যবস্থায় অনেক উপকার হইতে পারে। এক দিকে স্বসমাজস্থ দুর্ভাগ্য ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হইবে, অন্য দিকে জমিদারী এবং প্রজার মর্ম্ম অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে। পরন্তু ষ্টেটের পক্ষে এরূপ কার্য্যকারক নিযুক্তিতে তাহার বহু সুবিধা ঘটিবে একথা বলাই বাহুল্য। পুত্রহীন ব্যক্তি যেমন সন্তানের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি জমিদারী এবং প্রজার মর্ম্মও বুঝিতে পারে না, সুতরাং এরূপ বিষয় সম্পত্তিশূন্য ব্যক্তির প্রতি ষ্টেটের দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার অর্পণ কখনই মঙ্গলজনক হইতে পারে না। এই সামান্য কথা বুঝাইবার জন্য অধিক চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

জমিদার সম্প্রদায় বঙ্গদেশের মেরুদণ্ড হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি অত্যন্ত কম। স্ব স্ব প্রাধান্য এই প্রবল শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অতীতের অশিক্ষার যুগে, যে পরিমাণ একতা, একপ্রাণতা ছিল, আজ এই সুশিক্ষার যুগে তাহাও দেখা যাইতেছে না। ইহা জমিদারদিগের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে একথা স্পষ্ট বলিলে কোন দোষের হয় না। সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং সম্মান বোধ না থাকায় জমিদারের অবনতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। কালের কুটিল চক্রে অনেক প্রাচীন

জমিদার নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে, কিন্তু সেদিকে কখন কোন জমিদারকে সামান্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতেও দেখা যায় না।

আপনার ভাল পাগলেও বোঝে, সামান্য কুলিদিগের সাম্প্রদায়িক আত্মসম্মান বোধ আছে, সেইটুকু রক্ষা করিবার জন্য সময় বিশেষে তাহারা নিত্য অন্ন সংস্থানের কার্য্যও বন্ধ রাখিয়া থাকে, কিন্তু দেশের শ্রেষ্ঠ গৌরব জমিদার-দিগের তাহার একাংশও নাই। জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী সভায় মন্ত্রণা দেন, শাসন পারিষদের সভ্য হন, সামাজিক কার্য্যে মাতব্বরী করিতে যান, এত জটিল মন্ত্রণায় তাঁহাদের বুদ্ধি খেলে, আর স্বসমাজের সামান্য কার্য্যে চোখ পড়ে না ইহাই আশ্চর্য্য। ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র বলিয়া স্বীয় সমাজের ছোট ছোট জমিদারকে উপেক্ষা করা কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক? ভাইয়ের দীনতা, তাহার ভিক্ষা যদি আর এক ভাইয়ের লজ্জা এবং দুঃখের কারণ না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, একতা, ভ্রাতৃভাব, সম্প্রদায় প্রভৃতি শব্দ কেবল ভাষার অলঙ্কার মাত্র, ফলতঃ তাহার কোন মূল্য নাই।

বঙ্গদেশে দুঃস্থ জমিদারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে এবং ক্রমে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধিই পাইতেছে। এই সকল হতভাগ্য পরিবারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রধান জমিদারগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে নানা ভাবে বহু সম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই সাম্প্রদায়িক

একটা সহানুভূতি আছে। দুঃস্থ ব্যক্তির জীবিকার্জ্জনের পথ সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন জমিদার কোন কারণে অবস্থাহীন হইলে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট জমিদারের নিকট সর্ব্ববিধ সুযোগ সুবিধা ষোল আনা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যস্থতায় সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়েন, কিন্তু বিপদ্‌কালে এই উপকারী হিতকামী সম্প্রদায়ের প্রতি কোন প্রকার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে দুঃস্থ জমিদারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশক কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল, কালক্রমে ও দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন সে পথও বন্ধ করা হইয়াছে। রাজানুগ্রহের আর কোন আশা নাই, তবে এখন একমাত্র ভরসা বর্ত্তমান জমিদারগণ। কিন্তু সে আশাও দুরাশা। দরিদ্রতা ভ্রাতৃভাবের অভাব ঘটাইয়াছে। সৌভাগ্যাবস্থায় যে সম্মানিত ছিল, আদরের ছিল, দুর্ভাগ্যের সময়ে তাহাকে সেই অনুপাতে উপেক্ষা করা হইতেছে।

জমিদার সন্তানগণ বাল্যাবধি অন্য কোন কার্য্য শিক্ষা করে না, শিক্ষার সুযোগও পায় না; কাজেই অবস্থান্তর কালে সংসারে অস্তিত্ব রক্ষা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। উহারা না পারে ব্যবসা করিতে, না পারে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে, না পারে দাসত্ববৃত্তির পথে যাইতে। তাহাদের জ্ঞান কেবল জমিদারী কার্য্যে সীমাবদ্ধ; যদি অদৃষ্টক্রমে কেহ সেরূপ

সুযোগ পায়, তবে দুঃখে কষ্টে যেমন করিয়া হউক সংসার চালাইয়া লয়। সকলের ভাগ্যে সেরূপ সুযোগ ঘটে না। যাহারা এই অবস্থায় পড়ে তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হয়, ইহা সকলেরই চোখে পড়ে, জমিদারেরাও দেখেন, জানেন কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার টান না থাকায় সে দৃষ্টিতে কোন ফল হয় না, বরং বিদ্রূপ কটাক্ষে, উপেক্ষায় তাহাকে আরও মর্ম্মাহত করা হয়। এমন নিষ্ঠুর নির্ম্মম ব্যবহার কখনই মনুষ্যোচিত নহে।

পূর্ব্বকথিত কারণ পরম্পরায় জমিদার সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য-দৃষ্টি দুঃস্থ স্ব সমাজের প্রতি পতিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই জমিদারগণ স্ব সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন, আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারেন। এ কার্য্যে তাঁহাদিগের বিশেষ ক্ষতির কারণ কিছুই নাই। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ যাহা করা কর্ত্তব্য, যদি তাহা নিজের কোন ক্ষতি না করিয়া সম্পন্ন করা যায়, তবে তাহা না করাই দোষের। অতঃপর জমিদারী সেরেস্তায় দুঃস্থ জমিদার-বংশের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

সমাজ এবং সম্প্রদায়ের নিকট মানুষ অনেক আশা রাখে। সম্পদ্‌কালে বন্ধুর অভাব হয় না, বিপদ্‌কালে আপন পর হইয়া যায়। সাম্প্রদায়িক সম্মান জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির

নিকট দুঃস্থ দরিদ্র আত্মীয় কখনই উপেক্ষিত হয় না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় জমিদারগণ অবশ্যই স্ব সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তির প্রতি অধিক কৃপা প্রদর্শন করিবেন এ আশা করা এই উন্নতির যুগে কখনই অসঙ্গত হয় না।

ক্রম বিভাগ

জমিদারের অবনতির যতগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে ক্রম বিভাগ বিধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রম বিভাগ ব্যবস্থা আইনসম্মত হইলেও জমিদারের অবস্থা এই বিধানের ফলে ক্রমেই হীন হইয়া পড়িতেছে এ কথা বলাই বাহুল্য। এখন বৃহৎ জমিদারী ষ্টেট আর দেখা যাইতেছে না। প্রায় সমস্ত বৃহৎ জমিদারীই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। নড়াইল রায় বাবুদিগের জমিদারী, টাকীর মুন্সী বাবুদিগের জমিদারী, শোভাবাজার রাজষ্টেট, বিখ্যাত ঠাকুর ষ্টেট প্রভৃতি বৃহৎ জমিদারী এই ক্রম বিভাগ বিধানের ফলে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ঐ সকল প্রসিদ্ধ জমিদারী ব্যতীতও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের সহস্র সহস্র জমিদারী কোথাও পরমাণুতে পরিণত হইয়াছে, কোথাও বা এককালে বিলোপ হইয়া গিয়াছে এ সংবাদ কাহারও অবিদিত নহে।

গবর্ণমেণ্টের রেভিনিউ বোর্ডের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, প্রতি বৎসর তিনশত বা ততোধিক নম্বর জমিদারী বিভক্তের মোকর্দ্দমা বিচারালয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত কালেক্টরীতে যে প্রতি বৎসর সহস্রাধিক হিসাব পৃথক করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই মারাত্মক বিধান জমিদারের শোচনীয় পরিণাম ঘটাইতেছে।

যদিও গবর্ণমেণ্ট এদেশের ধর্ম্মানুশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া বৈষয়িক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মতে দায়াধিকার প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু তাহা যে দেশের পাত্র এবং কালানুমোদিত হয় নাই, বিশেষতঃ তদ্দ্বারা দেশের একটী বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের উপকার না হইয়া অপকারই হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায়। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটী জাতির বাস। মুসলমানের ফারাজ এবং হিন্দুর দায়ভাগ উত্তরাধিকার বিধি এসম্বন্ধে যে অনুশাসন দিয়াছে তাহা অবশ্য গ্রহণীয় এবং পালনীয় হইলেও দেশের বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার্থ উহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন নিবর্ত্তন করিয়া লওয়া প্রথমেই কর্ত্তব্য ছিল। হিন্দু জাতির উত্তরাধিকার আইন জীমূত বাহনের দায়ভাগ মতে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলে চলিতেছে, বঙ্গদেশের কতক অংশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাজ্ঞবল্কের মিতাক্ষরার অনুশাসনের মতে উত্তরাধিকার ও স্বত্বাধিকার নির্ণীত হইতেছে। মুসলমান জাতির কোন ভিন্ন ব্যবস্থা নাই, তাঁহারা একমাত্র ফারাজ অনুসারেই বিষয় বিভক্ত করিয়া লইতেছেন।

ইউরোপের সাধারণ অধিবাসী এবং আভিজাত্যের বৈষয়িক আইন সম্পূর্ণ পৃথক। সে দেশে আভিজাত্য বংশে বিষয় সম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠাধিকার বিধির দ্বারা এই ধ্বংসকর ব্যবস্থার গতিরুদ্ধ করা আছে। ইংরেজ আমাদের রাজা, ইংলণ্ডের নীতি এখন

আমাদের আদর্শ, আমাদের অনেক আইন এখন ইংলণ্ডের নজির অনুসরণ করিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের আভিজাত্যের রক্ষার্থ ইউরোপের কোন বিধান গ্রহণ করা হইতেছে না। কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশে এক প্রকার জ্যেষ্ঠাধিকার বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা দেশের যে বিশেষ কিছু উপকার হইতে পারে তাহা মনে হয় না, কারণ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যাওয়া সকল সময়ে সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে, সুতরাং সে আইনের দ্বারা আভিজাত্যের কোন উপকার হইবার প্রত্যাশা নাই। ক্রম বিভাগের দ্বারা যে কেবল বাঙ্গালার জমিদারের অস্তিত্বই লোপ পাইতেছে তাহাই নহে, জমিদারির পতনের সহিত দেশের বহু দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতেছে। ক্রম বিভাগের কল্যাণে বঙ্গ জমিদারের অবস্থা এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, সে নিজেই আত্মরক্ষায় অপারগ। দেশ এবং দশের প্রতি তাহার যথেষ্ট কর্ত্তব্যবোধ থাকিলেও, সে তাহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। জমিদার এতদিন পল্লী সমূহের পানীয়ের অভাব পূরণার্থ জলাশয় প্রদান করিয়াছেন, পল্লীতে শিক্ষার বিস্তার, পীড়িতের চিকিৎসার ব্যবস্থা, এবং বিপন্নদেশবাসীকে নানাভাবে সাহায্য দিয়া তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দৈবদুর্ব্বিপাকে উৎপীড়িত দেশবাসীর দুঃখকাহিনী প্রকাশের জন্য, মিলিতভাবে সমবেত জনসঙ্ঘের ক্রন্দন

আবশ্যক হয় নাই, অভাব অভিযোগের প্রতিকার কল্পে আবশ্যকীয় অর্থের জন্য ভিক্ষার ঝুলি বহিতে হয় নাই, জমিদার স্বীয় বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানের সমুদয় অভাব নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়া, যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিয়াছেন ; কিন্তু এখন কি ঘটিয়াছে ? সামান্য একটী জলাশয়ের পাঙ্কোদ্ধারের জন্য সভা সমিতি করিতে হইতেছে, জগতের কাছে নিজেদের দৈন্যতা জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষাং দেহি বলিয়া দীন ভাবে হাত পাতিতে হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের নিকট নানাভাবে অভাব পূরণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া উত্ত্যক্ত করা হইতেছে, ইহা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গবাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই লজ্জার কথা। গবর্ণমেণ্টকেও এজন্য যে বিব্রত হইতে না হইতেছে তাহাও নহে। জমিদারগণ যদি পূর্ব্ববৎ ভাল অবস্থায় থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি আজ দেশবাসীকে এমন করিয়া নির্লজ্জ ভাবে জগতের সন্মুখে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইত ? দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা যে, বাঙ্গলার জমিদারের অবনতির সহিত উপস্থিত হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য।

শুধু ইহাই নহে, এই ক্রম বিভাগের ফলে দেশের উন্নতি পথেও যথেষ্ট বাধা জন্মিয়াছে। কিঞ্চিৎ পৈতৃক বিষয়ের আশায় জমিদারদিগের বংশধরগণ নিষ্কর্ম্মা হইয়া যাইতেছেন। দেশে কর্ম্মহীন লোক সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, কখনই ইহা মঙ্গলজনক হইতেছে না। জমিদারপুত্রগণ বিষয়

সম্পত্তির অংশের আশায় নিজেকে সংসারের জড় পদার্থে পরিণত করিয়াছেন, জগতে তাঁহাদের যে কিছু কর্ম্ম আছে, তাঁহারা যে দেশেরই মানুষ, দেশ যে তাঁহাদের কাছে কিছু আশা রাখে, সমাজ যে তাঁহাদের ভরসা করে, এ সকল কথা কদাপি তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। কোন কার্য্যে মনোযোগ ত দেওয়াই হয় না, পরন্তু একটা প্রকাণ্ড ভূসম্পত্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ধ্বংশ করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কে এমন ভাবে পুষ্টি লাভ করিতে থাকে যে, পরিণামে তাহা হইতে বহুবিধ বিভৎস অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়া সংসারে মহা অশান্তি উৎপাদন করিয়া তুলিতেছে। যতক্ষণ না তাঁহাদের সঞ্চিত চিন্তাগুলি সংসারকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে না পারে, ততদিন তাঁহারা কোন মতেই যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না।

যাঁহারা অভাবগ্রস্ত তাহারা ত নিজেকে লইয়াই বিব্রত, উদরান্ন সংস্থানেই সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাঁহারা দেশ বা দশের জন্য কখন কি করিবে? তাঁহাদের কাছে দেশবাসী বিশেষ কিছু আশাও করিতে পারে না। যাঁহারা ধনী, অর্থশালী সর্ব্বদা উদরান্নের জন্য যাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হয় না, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সামান্য চেষ্টাতেই অনেক কিছু করিতে পারেন, কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র; কারণ যাঁহারা ভাঙ্গিবার জন্যই ব্যস্ত, বৃহৎকে ক্ষুদ্র করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত, তাঁহাদের নিকট দেশের আশা বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্রম

বিভাগ পদ্ধতি এইরূপে দেশের উন্নতির অন্তরায়ে দাঁড়াইয়া সকল দিকে বিশৃঙ্খলা আনিতেছে।

যে বিধানের ফলে দেশের প্রত্যেক কার্য্যে এইরূপ ক্ষতি হইতেছে, সে বিধানের পরিবর্ত্তন যে একান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের আভিজাত্য সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। জমিদার নিজে আত্ম-রক্ষায় সচেষ্ট হইলেই হইবে না, পরন্তু গবর্ণমেণ্টকেও জমিদার-গণের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। নচেৎ তাঁহাদের চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণাম দেশের পক্ষে আশানুরূপ মঙ্গলজনক হইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে কেবল দেশবাসীরই উপকার হইয়াছে, তাহাও নহে—এতদ্দারা গবর্ণ-মেণ্টেরও যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থার আশাতেই এই বন্দোবস্ত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং জমিদারের স্থায়ীত্বের চেষ্টায় বিরত থাকা কাহারই সঙ্গত নহে।

জমিদারপ্লাবিত বঙ্গদেশের পল্লীসমূহ জমিদারগণের সুব্যবস্থায় আনন্দ মুখরিত ছিল। আজ জমিদারদিগের অধঃ-পতনের সহিত বঙ্গপল্লীর সুখসূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তাচলে গমন করিতেছে। যদি দেশকে রক্ষা করা, দশের শান্তি প্রদান এবং জনসাধারণের উন্নতি অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার জমিদারের উন্নতি চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। বুনিয়াদ মজবুত না রাখিতে পারিলে উপরিস্থ

চাকচিক্য রক্ষার সাময়িক ব্যবস্থায় দেশের কোনই উপকার হইবে না।

জমিদারগণের অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম উপায় ক্রম বিভাগ পদ্ধতির বিলোপ সাধন। অবশ্য এ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বহু তর্ক এবং আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। দেশ-বাসীর প্রথম এবং প্রধান আপত্তি যে, দেশের প্রচলিত দায়-ভাগ বা ফারাজের মত উপেক্ষা করা ধর্ম্ম এবং ন্যায় বিরুদ্ধ হইবে, দ্বিতীয়তঃ ন্যায্য স্বত্বাধিকার ত্যাগে সাধারণের সম্মতি সহজে পাওয়া যাইবে না। ইহা স্বীকার্য্য হইলেও দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন যে আবশ্যক ইহাও ত অস্বীকার্য্য হইতে পারে না।

উল্লিখিত প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে তর্কের মীমাংসা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে দেশকালপাত্র ভেদে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান মিত্ররাজগণের উত্তরাধিকার বিধান সাধারণ দায়াধিকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন মিত্ররাজগণের বিষয় সম্পত্তিতে অন্যান্য পুত্রগণের কোন অধিকার নাই। ষ্টেটের অবস্থানুসারে অন্যান্য পুত্রগণ সাধারণ ভাবে ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী মাত্র। বাঙ্গলার জমিদারের অবস্থা অধি-কাংশ করদ মিত্ররাজের অপেক্ষা উন্নত। মিত্ররাজগণের বার্ষিক আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশী; বিশেষতঃ তাহাদের অস্তিত্বের উপর দেশের সর্ব্বসাধারণের

বিশেষ কিছু নির্ভর করে না। বাঙ্গলার জমিদার স্বাধীনতা হীন হইলেও গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাধ্য বাধকতায় মিত্ররাজগণ অপেক্ষা কোন অংশেই অনাদরনীয় নহেন। সুতরাং মিত্ররাজগণের ন্যায় বাঙ্গলার জমিদারের উত্তরাধিকার আইন বিধিবদ্ধ হওয়া ন্যায়সঙ্গত। দায়ভাগ অথবা ফারাজ অনুসারে পূর্ব্বে যে আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণের প্রতি প্রযুজ্য রাখিয়া আভি-জাত্যের জন্য পৃথকভাবে জ্যেষ্ঠাধিকার আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দিলে দেশের এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। হিন্দু মিত্ররাজগণ যদি দায়ভাগের অথবা মুসলমান নরপতিগণ ফারাজের নিয়ম না রাখিয়া জ্যেষ্ঠাধিকার আইন প্রচলিত করিয়া লওয়ায় কোন দোষের কারণ না হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গলার জমিদার সে বিধানের প্রবর্ত্তন করিলেই বা এমন বিশেষ কি অন্যায় কার্য্য হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

যাঁহারা উত্তরাধিকার বিধানকে ধর্ম্মের অংশ জ্ঞানে উহার কোন পরিবর্ত্তনে আপত্তি করিবেন, তাঁহারা পৃথিবীর স্বাধীন এবং করদ রাজগণের এতাদৃশ ব্যবস্থাকে কি অব্যবস্থা ও অধর্ম্মজনক কার্য্য বলিতে চাহেন? কখনই তাহা বলা যাইতে পারে না। রাজা ও রাজ্যের সহিত, প্রজা এবং কর্ষিত ভূমির ব্যবস্থা কখনই একরূপ হইতে পারে না। আবাহমান কাল হইতে জগতের সর্ব্বত্র এই বিসদৃশ বিধান চলিয়া আসিতেছে। সমষ্টি শক্তি, যাহার উপর দেশ এবং দশের

অস্তিত্ব ও সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তাহার ধ্বংস ব্যবস্থা কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। সুতরাং বাঙ্গলার জমিদারের উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্ত্তন ধর্ম্ম ও ন্যায় বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আর এক কথা, হিন্দুশাস্ত্রের বিধান সম্যক্‌রূপ মানিতে গেলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পিতৃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায্য মালিক বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জ্যেষ্ঠ পুত্রের পর অপরাপর পুত্রগণ কামজ পুত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রকে সম্পত্তির মালিক বলিয়া স্বীকার করিলে শাস্ত্র বাক্য অমান্য করাই হয়।

পূর্ব্ব প্রচলিত বিধানের পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে অনেক ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী আপত্তি করিতে পারেন। প্রচলিত বিধান অনুসারে তাঁহাদের আপত্তি করিবার আইনসঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু যাঁহারা আপত্তিকারী তাঁহারা যদি একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন যে, যদি পূর্ব্ব হইতে জমিদারের উপর জ্যেষ্ঠাধিকার আইন বিধিবদ্ধ হইয়া আসিত, তাহা হইলে আজ তাঁহাদের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারিত? বিবেচনার ত্রুটীতে অথবা ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাবে যদি একটা ভুল হইয়া থাকে, তবে কি তাহা সংশোধন হওয়া উচিত নহে? এরূপ পরিবর্ত্তন নিত্যই হইতেছে। জমিদার এবং প্রজার স্বত্বাধিকার ক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে কি জমিদারের স্বত্বের কোন ব্যাঘাৎ

হয় নাই ? যদি তাহাতে সকলে মৌনসম্মতিদিয়া থাকেন, তবে এ ব্যবস্থাই বা স্বীকৃত হইতে কি বাধা আছে। বাস্তব পক্ষে দেশ ও সমাজের কল্যাণার্থ আভিজাত্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের আবশ্যকতা আছেই, সুতরাং তাহার রক্ষা কল্পে যাহা কিছু করা আবশ্যক তাহাতে আপত্তি উপস্থিত হইলেও সে আপত্তিকে উপেক্ষা করাই সঙ্গত মনে করা যায়।

উত্তরাধিকারীদিগের আপত্তি আইনসঙ্গত হইলেও তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া লইয়া, সেই জীবন কোন মতে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তারপর যে বংশধর থাকিবে, তাহার পক্ষে ঐ বিষয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভবপর হইবে কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা কি তাঁহাদের উচিত নহে ? সমাজ বা দেশের চিন্তা বর্ত্তমান লইয়া চলিতে পারে না—ভবিষ্যতের অবস্থা বিবেচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ জমিদারী ক্রম বিভাগের বিরুদ্ধে মত প্রদান করিবেন ইহা বলাই বাহুল্য। সামান্য স্বার্থের জন্য ন্যায় কখনই উপেক্ষিত হইতে পারে না।

ইংরেজ শাসনের প্রাক্কালে যখন দেশে আইন ব্যবস্থা সমুদয় ক্রমে প্রচলিত হইতেছিল, সেই সময়ে যদি জমিদার-দিগের বিষয় সম্পত্তি ক্রম বিভাগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া জ্যেষ্ঠাধিকার বিধানের অন্তঃর্গত হইত ; তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের উত্তরাধিকারীদিগের নিশ্চয়ই আপত্তির কোন

কারণ থাকিত না। উত্তরাধিকার আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে উপস্থিত একটা আপত্তি উত্থাপিত হইবে সত্য, কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিলে কোন ক্ষতি না হইয়া এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতে দেশ এবং সমাজের যে উপকার হইবে, তাহার তুলনায় আপত্তির মূল্য অতি সামান্য।

দেশে নিত্য কত নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হইতেছে, কত প্রচলিত বিধানের বিলোপ ঘটিতেছে ; এই নিমিত্ত সাময়িক ভাবে একটা আপত্তি উপস্থিত হইয়া আবার পরক্ষণেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে। জমিদারী ক্রম বিভাগ পদ্ধতি উঠাইয়া দিলে, সেইরূপ সাময়িক ভাবে একটা আপত্তি উত্থাপন ব্যতীত আর কিছুই হইবে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ক্রম বিভাগ আইন আভিজাত্যের কেবল দুর্ব্বলতা ঘটাইয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না। ক্রম বিভাগের পরে প্রায় অধিক জমিদারকেই অভাবের জন্য ঋণগ্রস্ত হইতে হইতেছে এবং কিছুদিন মধ্যেই ঋণ এবং সুদের দায়ে অনেক সম্পত্তি বিকাইয়া যাইতেছে। এই বিধানের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, ইহার সহিত আর একটী এমন আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইবে যে, যাহার ফলে জমিদারী হস্তান্তরিত হইবার আশঙ্কা লোপ পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্ট জমিদারকে বন্দোবস্ত দিয়াছেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী রাখিবার কোন উপায় করিয়া দেন নাই। যখন তখন যে কোন দেনার দায়ে জমিদারী বিক্রীত হইবার বিধান থাকার জন্য জমিদারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে।

জমিদারগণ পৈতৃক জমিদারী উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। স্বকৃত বা স্বোপার্জ্জিত জমিদারী কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু পৈতৃক জমিদারীর মালীক জমিদার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা অথবা স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা অধিকাংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছেন, এই অন্যায় কার্য্যে বাধা দিবার শক্তি কাহারও নাই, এমন কি, ঐ জমিদারের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী পুত্র পর্য্যন্ত পিতার যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতেও আইনমতে অক্ষম। এরূপ আইন যে নিতান্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত তাহার প্রতিবাদ কেহ কখনও করেন নাই। পৈতৃক সম্পত্তি যে কোন প্রকারেই হউক দান বিক্রয় বা ধ্বংস করিবার অধিকার প্রদান কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। বিষয় সম্পত্তি ধ্বংস করিবার জন্য কেহ কাহাকেও কোন সম্পত্তি দিয়া যান না, কিন্তু বর্ত্তমান আইন আদালত এরূপ অসঙ্গত কার্য্যেও সম্মতি দিয়াছেন। কোন বিষয়ের মালীক পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারের জন্য যে উইল বা চরম পত্র করিয়া যান, আজ কাল তাহার প্রত্যেকটি আইনত গ্রাহ্য হইতেছে না। কেহ তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির ভবিষ্যৎ পরিচালন পদ্ধতি বা তাহার স্থায়ীত্বের উপায় পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ করিয়া গেলেও তাহা উপেক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গলায় জমিদারগণকে এইরূপে ভবিষ্যৎ নানা প্রকার অন্ধকারময় করিয়া রাখা হইয়াছে। যদি জমিদারের ধ্বংস সাধন দেশবাসী এবং গবর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তবে তাহার কোন উপায় নাই।

জমিদারীতে জ্যেষ্ঠাধিকার আইন প্রচলিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের ঋণদায়ের জন্য যাহাতে জমিদারী নিলাম বিক্রয় না হইতে পারে, সেইরূপ বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ ইচ্ছাকৃত ঋণদায়ে বর্ত্তমান জমিদারী গুলি যে শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাজন জমিদারকে ঋণ দিয়া তাহার জমিদারী গ্রাস করিবার জন্যই চেষ্টিত থাকে, এইরূপে অনেক জমিদারকে নিঃস্ব হইতে হইয়াছে। মহাজন সুদ পাইবার অধিকারী বটে, কিন্তু জমিদারী লইবার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহার থাকিতে পারে না। English Law কাহারও কোন বিষয় তাহার মালীককে এবং তাহার ভবিষ্যৎ বংশীয়কে নিরাশ করিয়া মহাজনকে স্বত্বাধিকার প্রদান করে না। মহাজনের আসল ঋণ এবং তাহার ন্যায্য সুদ যতদিন সম্পত্তি হইতে ওয়াশীল হইতে পারে, ততদিন বিষয় মহাজনের অধীনে দিতে আইন বা আদালত ক্ষমবান্ হইয়া থাকেন, এক জনের পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি আর একজনকে প্রদান করা নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সাধারণ জ্ঞানে ইহাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আইনের কুটতর্ক সরল পথ ছাড়িয়া বক্র পথে যাইয়া সমাজে বাস্তবিক একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দিয়াছে।

বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ঋণ ব্যতীত অন্য ঋণের জন্য জমিদারী বিক্রয় না হইবার বিধান থাকিলে দেশের

জমিদারীগুলি রক্ষা পাইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে স্বেচ্ছাচারিতা, অহমিকা, আলস্যের হাত হইতে তাঁহারাও রক্ষা পাইতে পারেন, কারণ অভাব মানুষকে উপায়ের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া থাকে। সম্পত্তিবান্ ব্যক্তি অভাবে পড়িলেই ঋণ লইয়া নিজের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন, সে ঋণ যদি সহজ প্রাপ্য না হয়, তাহা হইলে জমিদারদিগের স্বেচ্ছাচারিতা কমিয়া যাইবে। ইহাতে দেশ ও জমিদার উভয় পক্ষেরই উপকার হইবে।

উত্তরাধিকার বিধানের ফলে জমিদারদিগের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা এইরূপে বিষয় বিহীন হইতেছেন তাঁহারা পেটের দায়ে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন। আভিজাত্য সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা নিশ্চিতই লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু ইহা দেখিয়া শুনিয়া কাহারও চৈতন্য হইতেছে না। আশা করা যায়, অতঃপর প্রত্যেক জমিদার স্বীয় সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা করিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগের সমাধান করিয়া লইতে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন।

ক্রম বিভাগ বিধানের পবিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ। জমিদার-গণ সম্পত্তি লিমিটেড কোম্পানী করিয়া লইলেও অনেক রক্ষা হয়। সম্পত্তি অংশ বিভাগ হইলেও জমিদারী এই ব্যবস্থায় কখনই বিভাগ হইতে পারিবে না। জমিদারীর শক্তি সমষ্টিভাবে রক্ষিত হইলেও জমিদারদিগের উপকার হইবে। ক্রম বিভাগের পরে জমিদারের সরঞ্জামী অত্যধিক

বৃদ্ধি হইয়া যায় তাহাও ক্ষতিজনক। লিমিটেড ভাবে সম্পত্তি পরিচালিত হইলে জমিদারীতে বহু লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। জমিদারগণ নিজেরাই এই ব্যবস্থা করিতে পারেন। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী, লিমিটেড ভাবে পরিচালিত হইয়া শক্তিশালী হইয়া আছে। হাটখোলার দত্ত বাবুদের কিয়দংশ জমিদারী, লিমিটেড বন্দোবস্তে পরিচালিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা সম্পত্তির শক্তি অব্যাহত আছে। এ ব্যবস্থা করিতে জমিদারদিগের কোন আপত্তি হইতে পারে না। নিজের আত্মরক্ষার চেষ্টা না থাকিলে অন্যে বলিয়া কহিয়া কি করিবে? দেখা যাউক, জমিদারগণ আত্মরক্ষার কি চেষ্টা করেন।

পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট সমীপেও নিবেদন যে, এদেশে তাহাদের প্রথমাবস্থায়, দেশ এবং জমিদাদের উন্নতি কামনায় তাঁহারা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার স্থায়ীত্বের জন্য জমিদার সম্প্রদায়ের অবনতীর কারণ কয়েকটী বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া, ন্যায্য বিধান প্রণয়ণ দ্বারা তাহাদের অবনতীর পথ হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করুন, নচেৎ তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মঙ্গলজনক ব্যবস্থাটী অচিরেই লুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ দৃষ্টি ভিন্ন পতনোন্মুখ বাঙ্গলার জমিদারের অস্তিত্ব রক্ষার আর উপায় নাই সুতরাং জমিদারদিগের অস্তিত্ব এখন গবর্ণমেণ্টের ন্যায়-বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি।

দত্তক গ্রহণ।

জমিদার অপুত্রক হইলে দত্তক পুত্র লইয়া থাকেন। ইহা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। কার্য্যতায় দত্তক গ্রহণের শাস্ত্রানুমোদিত বিধান এখন প্রতিপালিত হইতেছে না। দত্তক বিধানে নিকট-আত্মীয় পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। পূর্ব্বে এই নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হইত। নিকট আত্মীয় না থাকিলে জ্ঞাতি পুত্র, অভাবে সমাজস্থ ব্যক্তির পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করা হইত। কিন্তু আজকাল জমিদারগণ সে বিধানকে উপেক্ষা করিয়া, অতি নিম্ন ঘরের বিষয়বিত্তহীন ব্যক্তির সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রীয় বিধান যথেচ্ছা-চারিতায় রক্ষিত হইতেছে না। প্রত্যেকটী শাস্ত্র বিধানেরই বিশেষ কারণ আছে। সে সকল উপেক্ষা করিলে তাহা হইতে সুফল না হইয়া কুফলের সৃষ্টিই হইয়া থাকে।

এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে জমিদার অপুত্রক হইলে, তাঁহার বিষয় উপভোগ করিবার জন্য আত্মীয় বা সমাজস্থ ব্যক্তির পুত্রকে দত্তক পাইবার সম্ভাবনা স্বত্বেও একটা অজ্ঞাত কুলশীল ও বিষয়বিত্তহীন ব্যক্তির পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতেছেন। ইহার ভবিষ্যৎ ফল এই হইতেছে যে, সেই দত্তক পুত্র বিষয়ের মালীক পদে অভিষিক্ত হইয়া উশৃঙ্খল ও অব্যাবস্থিত হইয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র সম্পত্তি ধ্বংস করিয়া দিতেছে। ইহা যে দত্তকের দোষ, তাহা নহে—তাহার

জন্ম এবং বংশগত প্রবৃত্তি এবং স্বভাব তাহাকে কর্ত্তব্য-পথ বিমুখ এবং বিষয় সম্পত্তিতে অমনোযোগী করিতেছে, প্রকৃতিই তাহাকে সেই পথে চালিত করিয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেকেরই দত্তক গ্রহণের সময়, গৃহিত পুত্রের বংশ ও আভিজাত্য বিবেচনা করিয়া দত্তক গ্রহণ করা আবশ্যক। নিকট আত্মীয় অথবা সমাজস্থ ব্যক্তির পুত্র ব্যতীত, যে কোন বংশ হইতেই দত্তক গ্রহণ, কোন মতেই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না।

দত্তক পুত্র রাখিয়া তাহাকে সমুদয় বিষয় সম্পত্তি যথেচ্ছ-ভাবে উপভোগ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়াও উচিত নহে। বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দত্তক পুত্রকে না দিয়া তাহার ভোগের জন্য বার্ষিক ১২ হাজার টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি দেশহিত কার্য্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া নিশ্চয়ই বিচক্ষণতার পরিচায়ক, এরূপ ব্যবস্থায় আপত্তি করিবার মালেকের কোন কারণ দেখা যায় না। পিণ্ড প্রদানার্থ এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই শাস্ত্রানুসারে দত্তক পুত্র রাখা হয়। যাহাকে দত্তক রাখা যায়, তাহার পক্ষে মাসিক সহস্র মুদ্রা দিলে কম দেওয়া হয় না। অবশিষ্ট সম্পত্তি যদি জনহিত কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সম্পত্তি ধ্বংস করিবার কোন উপায় দত্তকের হাতে থাকে না। এরূপ করিলে দত্তকপুত্র সংযতভাবে চলিতে বাধ্য থাকিতে পারে।

পাশ্চাত্যের ধনী সম্প্রদায় অপুত্রক অবস্থাতেও আজ কাল অনেকেই দত্তক গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে দান করিয়া থাকেন। যাঁহারা দত্তক রাখেন প্রায়ই তাঁহারা দত্তককে সমুদয় বিষয় উপভোগ করিতে না দিয়া, তাহার জীবিকাঅর্জ্জনের উপযুক্ত উপায় রাখিয়া অবশিষ্ট বিষয় সাধারণের উপকারার্থ প্রদান করিতেছেন। ইহাতে দুই দিক রক্ষা হইতেছে। এক দিকে দত্তক রাখাও হইতেছে, অপর দিকে দেশ এবং সমাজকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য দান করা হইতেছে। প্রত্যেক দত্তক গৃহিতা যদি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান তাহা হইলে দেশের বহু অভাব দূর হইতে পারে।

একটা প্রকাণ্ড বিষয়, পথের লোককে ধরিয়া উপভোগ করিবার জন্য দিয়া যাওয়া অপেক্ষা, দেশের হিতকর কতকগুলি কাজে সম্পত্তির আয় দান করিয়া যাওয়া নিশ্চয়ই শ্লাঘার কথা। অপিচ ইহাতে ন্যায় এবং ধর্ম্মের কার্য্যও করা হয়। জমিদারদিগের এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দত্তক রক্ষা করা ও বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।

জমিদারের আয় বৃদ্ধির উপায়।

জমিদারের অবনতির আর এক কারণ, নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতীত অন্য প্রকার আয়ের চেষ্টা না করা। ভূমির নির্দ্দিষ্ট কর বৃদ্ধি করিবার আর উপায় নাই। জমির জমা প্রায় সকল স্থলেই পরিমাণ মত বৃদ্ধি করিয়া লওয়া হইয়াছে। কাজেই এখন আর তাহার উপর কোন চেষ্টা চলিতে পারে না।

জমিদারের আয় নির্দ্দিস্ট আছে, কিন্তু তাহার ব্যয়, ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। জমিদারী ক্রম বিভাগের দ্বারা বহু ভাগে বিভক্ত হওয়ায় আয় কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু ব্যয় না কমিয়া বাড়িতেছে। এদিকে আয়ের উপায়ও কিছু মাত্র করা হইতেছে না। জমিদারগণ ষ্টেটের সরঞ্জামী নানা প্রকারে অনেক বাড়াইয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহার দ্বারা ষ্টেটের কোন উপকার হয় নাই। কোন ষ্টেটেই কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ কর্ম্মচারী নাই। সেরূপ কর্ম্মচারী ষ্টেটে থাকিলে প্রজাগণ কৃষি বিষয়ে অনেক উপদেশ পাইত, নূতন তথ্য জানিতে পারিলে তাহারা মূল্যবান্ কৃষি দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিত, কর্ষিত ভূমিতে কিঞ্চিৎ অধিক শস্য উৎপন্ন করিতে পারিলে, তাহারা জমির খাজনা অবশ্যই কিছু বেশী দিতে কষ্ট বোধ করিত না।

জমিদারগণের কৃষিতত্ত্ববিদ্ কর্ম্মচারী রাখিয়া প্রজাদিগকে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যের উপদেশ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য

ছিল। এরূপ করিলে প্রজার নিকট জমির খাজানা কিছু বেশী পাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। নচেৎ জমির খাজানার হার আর বৃদ্ধির কোন আশা করা যায় না। যদি জমির উৎপন্ন পূর্ব্ববৎ স্থির থাকে, তবে প্রজা কেনই বা জমা বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজী হইবে? আর জমিদারই বা কোন্ হিসাবে জমা বৃদ্ধি চাহিবেন ?

জমিদারগণ কেবল মাত্র জমিদারীর নির্দ্দিষ্ট করের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছেন। কোন জমিদারের বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি এবং চারি পুত্র থাকিলে, বর্ত্তমান আইন অনুসারে সম্পত্তি ভাগ হইয়া প্রত্যেকে চারি হাজার টাকার সম্পত্তির অধিকারী হইবে, ইহা জানাই যাইতেছে। কিন্তু মূল মালেক পুত্রদিগের ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিতে পারিয়াও, তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন না, অথবা তাহাদিগকে অন্য কোন আয়ের পথ অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দেন না, অথবা নিজেও অন্য কোন প্রকার আয়ের পথ ধরিতে চেষ্টা করেন না, এমতাবস্থায় জমিদারের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হওয়াই স্বাভাবিক।

দেশে ক্ষুদ্র জমিদারের সংখ্যাই অধিক, তাঁহারা প্রত্যেকেই সামান্য বিষয় সম্পত্তি লইয়া সন্তুষ্ট আছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে জীবিকার্জ্জনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায় "এই সামান্য কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, তাই দেখা হয়"। জমিদারের যেন অন্য কার্য্য করিতে নাই, এইরূপ একটা ভাব

তাঁহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই নিশ্চেষ্ট ভাব জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষে ভয়ানক অমঙ্গলজনক হইয়া পড়িয়াছে। অর্থ ব্যতীত এ সংসারের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট কোন আয় থাকিলেও প্রত্যেকেরই অন্য প্রকার আয়ের চেষ্টা করা কি কর্ত্তব্য নহে?

কৃষি এবং বাণিজ্য ব্যতীত অর্থাগম হইতে পারে না। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ। প্রকৃতির প্রাকৃতিক অনুগ্রহে এদেশে কৃষিকার্য্য যত সহজসাধ্য, জগতের কুত্রাপি আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে, দেশের মধ্যে একটীও বড় কৃষি ক্ষেত্র নাই। কৃষকগণ স্বীয় জীবিকার্জ্জনের জন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করে, তদ্দ্বারা দেশের অন্নাভাব মোচন হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা দেশে অর্থাগম হওয়া সম্ভবপর নহে। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ভার গবর্ণমেণ্ট জমিদারের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষেই তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। জমিদারগণ ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে দেশে বৃহৎ উন্নত প্রণালীর কৃষি ক্ষেত্রের বিস্তার করিতে পারেন, অবশ্য এ কার্য্য করিতে কিছু অর্থ ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গলার জমিদার আলস্যপ্রিয়, সুতরাং যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা স্বত্বেও জমিদারগণ এই আয়কর কার্য্যে মনোযোগী হইতেছেন না। বঙ্গদেশে জমিদার ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে ব্যবসায় হিসাবে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করা সম্ভবপর নহে। জমিদারগণ

আলস্য ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইলে সকল দিকেই উপকার হইতে পারে।

সুন্দরবন ব্যতীত খাস বঙ্গদেশে পতিত ভূমি খুব কম আছে, তাহা হইলেও জমিদারীর অন্তঃর্গত জলাভূমিসমূহ, বনভূমি প্রভৃতি যাহা এখনও প্রজার জমার অন্তঃর্গত হয় নাই, সেই সকল ভূমিতে শস্য এবং ফলবান বৃক্ষের আবাদ সহজেই করা যাইতে পারে। জলাশয়সমূহ পরিষ্কার করিয়া লইলে তাহা হইতেও জলকর হিসাবে কিছু আয় বাড়িতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচ রকমে সমষ্টিভাবে আয় বৃদ্ধি করিয়া লওয়া অসম্ভব কার্য্য নহে। অতএব জমিদারগণ এই সকল কার্য্যে অবশ্য মনোযোগী হইতে পারেন।

কৃষিকার্য্য ব্যতীত ব্যবসায় ক্ষেত্রেও জমিদারগণের যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে। জমিদারদিগের নিজ নিজ জমিদারীতে যে সকল ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রজাদিগের নিকট উচিত বাজার মূল্যে সেই সকল দ্রব্য লইয়া, কলিকাতা অথবা অন্য যে স্থানে, যে শস্য অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, সেই স্থানে তাহা পাঠাইয়া বিক্রয় করিলে নিশ্চয়ই লাভবান হওয়া যায়। জমিদারগণ অল্প মূলধনেই এই কার্য্য করিতে পারেন। বাহিরের ব্যবসায়ীর পক্ষে যেখানে ১০ হাজার টাকা মূলধনের আবশ্যক, জমিদারের পক্ষে সেখানে দুই হাজার টাকা মূলধনই যথেষ্ট হইতে পারে। নিজের জমিদারী এবং প্রজার উৎপাদিত শস্য অল্প সময়ের জন্য বাকি হিসাবে লওয়া কঠিন নহে।

প্রজাগণ উৎপাদিত শস্য মহাজনের নিকট বিক্রয় করে; তাহারা কায়দায় ফেলিয়া প্রজাকে বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম মূল্য দেয়, ওজন করিবার সময় চল্‌তি মাপ অপেক্ষা বেশী গ্রহণ করে, তাহাতে প্রজার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। জমিদার নিজে এই কার্য্যে লিপ্ত হইলে প্রজার ঐরূপ ক্ষতি হইতে পারে না এবং তাহারা ন্যায্য মূল্য পাইয়া উপকৃত হইতে পারে।

কৃষি উৎপন্ন পণ্যের খরিদ বিক্রয়ে লোকসানের আশঙ্কা খুব কম, জমিদারগণ এইরূপ ব্যবসায়ে কখনই ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না এ কথা বেশ বলা যায়; অবশ্য একটু তত্ত্বাবধান আবশ্যক। আয়ত্তাধীন কার্য্যে, সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও তাহাতে উপেক্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যদি'ও জমিদারগণ ব্যবসায় কার্য্যে অভিজ্ঞ নহেন, তথাপি'ও কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তব্য ও আবশ্যক বিবেচনা উপস্থিত হইলে, সামান্য চেষ্টাতেই কার্য্য চালাইয়া লইতে পারেন। আলস্য ত্যাগ এবং পরিশ্রম করিলে কার্য্যে সফলতা লাভ না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, কর্ত্তব্য জ্ঞানে কাজ আরম্ভ করিলে এক রকমে চলিয়া যায়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অর্থশালী হইয়া জমিদারী খরিদ করিলে, তাহারা তাহাতে ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধিই করিয়া লয় এবং তাহাতে বেশী লাভবান হইয়া থাকেন, ইহা সকল স্থানেই দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলার প্রাচীন জমিদারদিগের কিন্তু সেদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই।

ওয়াটসন কোম্পানীর জমিদারী বঙ্গদেশে বিস্তৃত এবং

বিখ্যাত। এখন উহা মেদিনীপুর জমিদারী সিণ্ডিকেট নামে পরিচিত। কলিকাতার এণ্ড্রু ইয়েলো কোম্পানী ঐ সম্পত্তির ম্যানেজিং এজেণ্ট। প্রকাণ্ড জমিদারী, বহু লক্ষ টাকা আদায়, কিন্তু ইউরোপীয় বণিকগণ জমিদারীর খাজানা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে নানা প্রকার শস্যাদি বাজার মূল্যে খরিদ করিয়া ব্যবসায়ের দ্বারাও লাভবান্ হইতেছেন। পূর্ব্বকালের নীলকরগণ জমিদারী ইজারা লইয়া যে ভাবে ব্যবসায়ের কার্য্য চালাইত, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রজার পক্ষে সে ব্যবস্থা দুর্ব্বিসহ হইলেও তাহারা জমিদারের লাভের কৃষিকার্য্য করিতে বাধ্য হইত, এজন্য অত্যাচারও সহ্য করিত। জমিদারের প্রভূত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই অত্যাচার হইত। দেশীয় জমিদার কোন বিষয়ে লাভবান না হইয়াও অত্যাচারী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, ইহা দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেহার প্রদেশে নীল এবং ইক্ষুর চাষে প্রজাকে বাধ্য করিয়া জমিদার আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছেন। আর বাঙ্গলার জমিদার কেবল দুর্ণামের পশরা মাথায় লইয়া কাল কাটাইতেছেন।

জমিদারগণ আর এক রকমেও জমিদারী হইতে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারেন। বাঙ্গলার প্রজাগণ দরিদ্র, মহাজনের সহায়তা ভিন্ন তাহারা কোন কৃষিই উৎপন্ন করিতে পারে না। মহাজন টাকায় মাসিক /০ আনা হইতে ৵০ আনা সুদে কৃষককে টাকা ধার দিয়া যথেষ্ট লাভবান হয় এবং

প্রজার কষ্টার্জ্জিত সমুদয় অর্থ শোষণ করিয়া থাকে। এজন্য কৃষকের অবস্থা ক্রমেই হীন হইয়া পড়িতেছে। জমিদারগণ যদি স্বীয় জমিদারীতে, নিজেরা প্রজাকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লাভবান্ হইতে পারেন। প্রজাগণ এখন মহাজনের নিকট হইতে যে ভাবে টাকা কর্জ্জ করে, তাহাতে তাহাদের দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু জমিদার নিজে প্রজাকে মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হারে সুদ লইয়া টাকা কর্জ্জ দিলে প্রজা রক্ষা পায়, জমিদারেরও লাভ হয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, জমিদারের পক্ষে সুদের ব্যবসা এখন অসম্ভব হইয়াছে, কারণ জমিদারগণ প্রায় সকলেই আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত। কিন্তু জমিদারের এই ঋণ শোধের উপায় ত কিছু করা হইতেছে না, আর করিবার উপায়ও কিছু নাই। আয়ের বেশী ব্যয়ের দরুণ ঋণ হইয়াছে, আয় বৃদ্ধি করিতে না পারিলে কখনই সে ঋণ পরিশোধ হইতে পারে না। দিন দিন সুদ বাড়িয়া আসলকে ছাপাইয়া যাইতেছে। সম্পত্তি বিক্রয় ব্যতীত আর কি উপায়ে ঋণ পরিশোধ হইবে? কাজেই আয়ের উপায় উদ্ভাবন অত্যাবশ্যক হইয়াছে। জমিদারী স্থির রাখিতে হইলে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। মাসিক শতকরা ॥০ আনা সুদে জমিদার ঋণ পাইতে পারেন, জমিদারের এখন সেইরূপে টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রজার নিকট শতকরা ১৲ হারে টাকা কর্জ্জ দিলে, তদ্দ্বারা একটা উপায়ের পথ হইতে পারে। অবস্থা বিবেচনায় উপস্থিত এইরূপ

করিবার আবশ্যক হইতেছে। যদিও ঋণকৃত অর্থের দ্বারা এরূপ আয়ের চেষ্টা সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না, কিন্তু সময় অনুসারে এ ব্যবস্থা না করিয়াই বা উপায় কি? জমিদারী বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার পূর্ব্বে আপদ্‌কাল বিবেচনায় ঝুঁকির মধ্যে যাওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদির সাহায্য ব্যতীত জমিদারের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় দেখা যায় না। আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায় অমিতব্যয়ী জামিদারের পক্ষে আশঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। স্বকৃত ব্যাধির প্রতিকার কষ্টসাধ্য কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিবেচনায় এই আশঙ্কাজনক কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইয়াছে, কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারা যে কেবল জমিদারের উপস্থিত আয় মাত্র বৃদ্ধি হইবে তাহাই নহে, পরন্তু জমিদারের বংশধরগণ এক একটা কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব লইয়া জড়তা এবং আলস্যের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন ও এই কার্য্য ব্যপদেশে কতকগুলি লোকের অন্নের সংস্থান হইবে, ইহাও কম উপকারের কথা নহে।

জমিদার এবং প্রজার সম্বন্ধ এখন কেবল খাজানার আদান প্রদানে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। জমিদারগণ উল্লিখিত কার্য্যে লিপ্ত হইলে প্রজার সহিত আবার তাঁহাদের বাধ্য বাধকতা বাড়িয়া যাইবে, পরস্পরের আয় বাড়িবে, অভাব দূর হইবে। জমিদার ও প্রজার মিলিত শক্তি দেশের বহু দুর্দ্দশার

মূল উৎপাটন করিয়া নিজেদের আত্মরক্ষার পথ সাফ্ করিয়া লইতে পারিবে।

জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সের জমিদারগণ খাজানা লইয়া সন্তুষ্ট আছেন, কিন্তু বৈদেশিক মূলধন সেখানকার ভূমি হইতে প্রভূত অর্থলাভ করিতেছে। চায়ের আবাদ বিশেষ লাভজনক। জমিদারগণ ঐ কার্য্যে বহু অর্থ নিয়োজিত করিতে পারেন। ঐ সকল ভূমির জমিদারগণের পক্ষে এ কার্য্য খুব সহজসাধ্য।

সময় এখনও আছে, পথও দেখা যাইতেছে, চেষ্টা করিলে এই দুঃসময়েও দেশের লোক আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে। এই শুভ যোগ, উৎকৃষ্ট উপায়, সহজ পন্থা ত্যাগ করিলে জমিদারের পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইবে এবং প্রজার অবস্থা যে আরও কত শোচনীয় হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া কার্য্য করা দেশের আভিজাত্য সম্প্রদায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য।

জমিদার সভা।

বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, এই উন্নতির যুগে জগত নব-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ, সমাজ কর্ম্ম প্রাবল্যে সঞ্জীবিত হইয়াছে। ব্যবসায়ী ব্যবসায় বিস্তৃতি করিয়া, কৃষকগণ কৃষির উন্নতি দ্বারা, বিষয়ী ব্যক্তিগণ সম্পত্তি সম্পদে জগতে আপন আপন প্রভুত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছেন। বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশিত হইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনে নিয়ত লিপ্ত রহিয়াছে। সমাজ আজ কর্ম্মদ্বারা নিজের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া লইয়াছে। সমাজের প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন শক্তি, একত্রিত সঙ্ঘশক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বি ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছে। কালের প্রাকৃতিক গতি এইরূপে জগতের সকলকে নিজ নিজ স্বার্থে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশের অনুকরণ করিয়া প্রাচীন ভারত আজ সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ রক্ষার জন্য সেইরূপ সঙ্ঘ শক্তি গঠিত করিয়া লইয়াছে এবং তাহারই ফলে ব্যবসায়িদিগের ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, মহাজন সভা, আভিজাত্যের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, জমিদারদিগের ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন পুরাতন। বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের কিছুকাল পরে যখন গবর্ণমেণ্ট দেশে চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করেন, তার কিছুদিন পরেই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সৃষ্টি। জমিদার এবং দেশবাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়া এসোসিয়েশন অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তখন যাঁহারা এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন, তাঁহারা স্বাধীন ভাবে এবং কর্ত্তব্য পথে থাকিয়া দেশের অনেক অভাব অভিযোগের সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। চৌকিদারী কর, আয় কর প্রভৃতির বিরুদ্ধে দেশবাসীর অভিমত নির্ভীকতার সহিত গবর্ণমেণ্ট সমীপে পেশ করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাবে উহা আভিজাত্যের শক্তিসঙ্ঘ হইয়াও দেশের সকল বিষয়ে আলোচনা করা এসোসিয়েশনের প্রধান কার্য্য ছিল। তারপর নানা কারণে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সৃষ্টি। সে ইতিহাস এখানে অনাবশ্যক। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন কেবল জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গলার জমিদারের শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট, সুতরাং তাঁহাদের পৃথক্ সাঙ্ঘের অবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হইয়াছে, কার্য্যতায় এসোসিয়েশন সে পথে যাইতে পারে নাই, ইহাই সাধারণের মত।

প্রথম অবস্থায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যেভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসাজনক, এখনও তাহার সে প্রতিষ্ঠা লোপ পায় নাই। চৌকিদারী টেক্স এবং আয়কর প্রবর্ত্তিত হইবার সময়ে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

দেশবাসীর করভার লাঘবের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে পর্য্যন্ত আপত্তি করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক কাজে তাঁহারা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। কাহারও মুখ চাহিয়া বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন চলিত না। তারপর কতকগুলি কারণে মতদ্বৈধ হওয়ায় ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই এসোসিয়েশন এযাবৎ তেমন বিশেষ কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। যাঁহারা উহার পরিচালক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক, তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে কার্য্য করিতেছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এসোসিয়েশনের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত, কর্ত্তব্য অসীম এবং তাহার শক্তিও যথেষ্ট, কিন্তু কেবল কথায় এবং লেখায় উহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে এসোসিয়েশন যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে বোঝা যায়, ঐ সঙ্ঘ সাধারণ জমিদারের সহিত সংশ্রব-শূন্য। এসোসিয়েশন কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট জমিদারের ইচ্ছার উপর পরিচালিত হইতেছে। বঙ্গদেশে জমিদারের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া, তাঁহাদের মতামত লইয়া বা সকলের অভিমত অনুসারে এসোসিয়েশন পরিচালিত হইতেছে না। উপাধি-ধারী জমিদার ব্যতীত বঙ্গদেশে বহু জমিদার আছেন, কিন্তু এসোসিয়েশন তাঁহাদিগকে গণনার মধ্যে আনয়ন করেন নাই। বোধ হয় উপাধিধারী জমিদারগণ উপাধিবিহীন জমিদারদিগকে আভিজাত্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বা লজ্জিত। শক্তি সঙ্ঘের পক্ষে ইহা নিতান্ত নিন্দনীয়। উপাধিধারী

জমিদারগণ কাকের ময়ূরত্ব প্রাপ্তির মত, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে সাধারণ জমিদারগণকে উপেক্ষা করায় আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। যদিও এ উক্তি শ্রুতিকটু হইতেছে, কিন্তু উপায় কি, আশঙ্কায় সাধারণ মত ব্যক্ত না করিয়া থাকা যায় না।

গবর্ণমেণ্ট জমিদারের সম্বন্ধে যখন কোন নূতন আইন বিধানের প্রবর্ত্তন করেন, অথবা কোন আইনের পরিবর্ত্তন করেন, তাহার ভাল মন্দ শুধু উপাধিধারী জমিদারদিগের প্রতিই প্রযুজ্য হয় না, দেশের ছোট বড় সকল জমিদারের উপরই সমভাবে তাহা আরোপিত হইয়া থাকে এবং বড় জমিদারের ন্যায় ছোট জমিদারগণকেও তদ্দরুণ লাভ লোকসানের ভাগী হইতে হয়। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন জমিদারদিগের কেন্দ্রশক্তি বলিয়া পরিচিত, সুতরাং আবশ্যক মতে গবর্ণমেণ্ট, জমিদার বা জমিদারী সম্বন্ধীয় কার্য্যে তাহারই মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আর জমিদার সভা ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন, সমগ্র দেশের জমিদারের ভাল মন্দের জন্য দায়ী। এসোসিয়েশন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিবেচনা না করিয়া কোন অভিমত ব্যক্ত করিতে পারে না, কিন্তু এসোসিয়েশন সমুদয় জমিদারের মতামত না লইয়া যে সকল স্বাধীন অভিমত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, সেরূপ অভিমত যে সর্ব্ববাদীসম্মত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য!

এসোসিয়েশন ছোট ছোট জমিদারকে গণনায় আনেন নাই

সত্য, কিন্তু তাঁহারা এসোসিয়েশনের কার্য্যের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। লাভ এবং লোকশানের ভাগী কোন অভিমতের ক্ষমতাযুক্ত না হইলে, তাহার ক্ষতির কারণ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ছোট জমিদারদিগকে এসোসিয়েশনের অন্তর্ভূক্ত করিয়া না লওয়ায় তাহার শক্তিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মফঃস্বলের অধিকাংশ জমিদার ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সংবাদই জানেন না। এসোসিয়েশনের কার্য্য, তাহার উপকারিতা ও আবশ্যকতা সমস্ত জমিদারকে জানাইয়া, সকলকে একমতে কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করা উচিত। জমিদারদিগের ভোট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, প্রতি বৎসর প্রত্যেক মহকুমা ও জেলা হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের কলেবর পুষ্ট করিয়া লইলে তাহার শক্তি অনেক বৃদ্ধি হইতে পারে। সেরূপ না করিয়া বারওয়ারী ভাবে অত্যাবশ্যকীয় সঙ্ঘটী অদূরদর্শিতায় নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে মাত্র।

দেশের সভা সমিতিতে বহু লোকের সমাগম হয়! বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়, কিন্তু জমিদারপ্লাবিত বঙ্গদেশে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের বৈঠকের সংবাদ কেহ জানিতে পারে না, অর্থাভাবে তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহ হইল না, এমনই দুর্দ্দশা! বাঙ্গলা দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্ঘ জমিদারসভার দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। যাঁহারা নিত্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা,

বিলাসিতায় অপব্যয়ে নষ্ট করিতে ইতঃস্তত করেন না, তাঁহাদের সভার একখানি গৃহ কি নির্ম্মাণ হইতে পারে না? ইহা কি পুচ্ছধারী জমিদারগণের লজ্জা এবং নিন্দার কথা নহে? গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের স্থান পাইবার জন্য জমিদারদিগের কত আগ্রহ, কত উৎসাহ, কত চেষ্টা; আর তাঁহাদেরই নিজস্ব, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের অধিবেশনে জমিদারের সমাগম হয় না। শুনিতে পাওয়া যায় লোকাভাবে অধিবেশন সময় সময় স্থগিত হইয়াও থাকে।

বাঙ্গালা দেশে এমন জমিদার কি কেহ নাই, যিনি জমিদারের এই লজ্জা ও অসাড়তা দূর করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সকল অভাবের সমাধান পূর্ব্বক এখনও জমিদারগণের কর্ত্তব্যদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন? যদি কেহ নিঃস্বার্থভাবে ও কর্ত্তব্যবোধে এই শুভ কার্য্যে মনোযোগী হন, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যায়, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন বঙ্গদেশের সমস্ত সাম্প্রদায়ীকসঙ্ঘ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতে পারিবে এবং তাহার কার্য্যে দেশ ও দশের, অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের অশেষ উপকার হইবে।

পথকর যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়াছিল। ভারত সচিব সেই আন্দোলনের শক্তি বুঝিয়া ঐ কর, অস্থায়ী স্বীকার করিয়া সাধারণের উপকারের জন্য সাময়িক ভাবে প্রবর্ত্তিত করেন। প্রথমে টাকায় দুই পয়সা মাত্র কর ধার্য্য হইয়াছিল; তার পর ক্রমে ক্রমে

পথকরের দায় সম্পূর্ণভাবে জমিদারের মাথার উপর চাপিয়া পড়িল, কেহ কথা বলিল না, কোন আপত্তি করিল না। কয়েক বৎসর পর ঐ করের পরিমাণ দুই পয়সা স্থলে, এক আনা হিসাবে আদায় হইতে লাগিল এবং তাহাও নিরাপত্যে দেওয়া হইতেছে। প্রজার নিকট পথকর আদায় হউক কি না হউক, জমিদার তাহার জন্য দায়ী হইয়াছেন, বাকি করেব জন্য জমিদারী নিলাম বিক্রয় হইতেছে। ইহার প্রতিকারেরও চেষ্টা হয় নাই; গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহার বিরুদ্ধে কোন বিশেষ আপত্তিই হয় নাই। কেই বা জানাইবে? বাঙ্গলার জমিদারগণ প্রাণহীন কর্ত্তব্যহীন, সে অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। ঘরে শুইয়া নিজেকে সম্রাট মনে করে। কি পরিতাপ, কি লজ্জার কথা! অনেকে বলিতে পারেন, এ কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে গেলে জমিদারকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে কথা বলিতে হয়। রাজানুগৃহীত রাজভক্ত জমিদারের পক্ষে সেরূপ কার্য্য করাও সঙ্গত নহে। একথা কিন্তু স্বীকার করা যায় না। কারণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রজা তন্ত্রমূলক আইনে প্রতিষ্ঠিত। অভিযোগ ও আপত্তি জানাইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা যাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা কখনই ন্যায়সঙ্গত আপত্তিকে অন্যায় বলিতে পারেন না এবং কখন সেরূপ বলেন নাই।

গবর্ণমেণ্ট জোর পূর্ব্বক পথকর আদায় করিতেছেন না; দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং প্রধান প্রধান জমিদারদিগের মত লইয়াই পথকর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে দুঃখের কথা,

আমাদের দেশের বড় জমিদারগণ ছোটদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাদের মতামত না লইয়াই মোড়লের মত কর দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। সেজন্য গবর্ণমেণ্টকেও দোষী করা যায় না। যখন কোন কর, কি জমিদারী সম্বন্ধে কোন নূতন বিধানের আবশ্যক হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি-দিগকে এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। দেশের প্রধানদিগের কর্ত্তব্য যে, সমুদয় সম্প্রদায়ের মতামত সংগ্রহ করিয়া তাহাই প্রকাশ করা, কিন্তু কার্য্যতায় তাহা হয় না। দেশপ্রধানগণ খয়েরখাঁ হইবার জন্য আপনি মোড়ল সাজিয়া, যা ইচ্ছা তাহাই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, সে সময়ে কাহারও অপেক্ষা করা হয় না। সে মত প্রকাশের জন্য যে আরও দশ জনকে দায়ী হইতে হয়, এই সাধারণ জ্ঞান আমাদের দেশের প্রধান জমিদারদিগের নাই, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। পথকরের মতামত প্রকাশ কালে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল।

উপস্থিত প্রজাসত্ব হস্তান্তরের অভিমত সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটনা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসো-সিয়েশন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বঙ্গদেশের জমিদারদিগের স্বার্থানুকুলে হইলেও অধিকাংশ ব্যক্তির সমবেত যুক্তি তর্কের দ্বারা মীমাংসিত মত নহে, ইহা ধ্রুব সত্য। প্রত্যেক কার্য্যেই যদি এইরূপ হইতে থাকে, তাহা হইলে দেশের জমিদার সাধারণের পক্ষে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনকে

সার্ব্বজনীন জমিদার সভা বলিয়া কোনমতেই স্বীকৃত হইতে পারে না। কখন কোন পরামর্শ করা হইবে না, মতামত লওয়া হইবে না, অথচ একটা সার্ব্বজনীন অভিমত প্রকাশ করা হইবে, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত। বোধ হয়, এইজন্য রঙ্গপুর জেলায় একটী পৃথক জমিদার সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে যে আরও হইবে তাহা শুনা যাইতেছে। যদি মফঃস্বলের প্রত্যেক স্থানে এইরূপ হইতে থাকে, তাহা হইলে কালে যে ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের প্রাধান্য লোপ পাইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই সকল কারণে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়ে-শনের কার্য্য রিতীমত পরিচালনের চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক জেলায় এসোসিয়েশনের শাখাসভা স্থাপন করিয়া, প্রত্যেক শাখাসভা হইতে ভোট দ্বারা মেম্বর নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া এসোসিয়েশনের কর্ত্তব্য এবং প্রতি বৎসর সমগ্র বঙ্গদেশের জমিদারদিগের একটী বিশেষ অধিবেশন করিয়া, তাহাতে জমিদার, প্রজা এবং দেশের অবস্থার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ কেবল নাম মাত্র এসোসিয়েশনের দ্বারাতে কার্য্য হইবে না।

চেম্বার অব কমার্স, প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েশন, মিলস্ এসো-সিয়েশন প্রভৃতির অস্তিত্ব কেবল কাগজে কলমে রক্ষিত হয় না। আবশ্যক মতে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যখন যাহা করা আবশ্যক তাহা তাঁহারা করিতেছেন। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের অস্তিত্বও শুধু কাগজে কলমে ঠিক থাকিলে চলিবে না, তাহারও

স্বার্থ রক্ষায় মনোযোগী হওয়া চাই। জমিদার এবং জমিদারীর স্বার্থ রক্ষায় সর্ব্বদা চেষ্টা যত্ন আবশ্যক। জমিদারী কেন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, জমিদারের অবস্থা কেন হীন হইতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে জমিদারগণের উন্নতি হইতে পারে, তাহার কারণানুসন্ধান ও তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করাও দরকার। যে সকল জমিদার উশৃঙ্খলায় বা মামলা মোকর্দ্দমায় উৎসন্ন যাইতেছে, অব্যবস্থায় ও বে হিসাবীর দরুণ যে ষ্টেট অধঃপাতে যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া ও অবস্থা বুঝাইয়া সৎপথে আনিবার চেষ্টা করাও সাম্প্রদায়িকভাবে অবশ্যকর্ত্তব্য নয় কি ?

অবস্থান্তরিত, জমিদার সন্তানগণের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়, তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা জমিদারসঙ্ঘেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। জমিদারগণ যাহাতে ঋণে ডুবিয়া না যায়, মহাজনের দুরভিসন্ধিতে কোন জমিদারী যাহাতে হস্তান্তরিত না হইতে পারে, সে সকলের উপায় নির্দ্দেশ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। যদি এই সকল কার্য্য ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন হইতে করা হয়, তবে তাহার শক্তি ক্ষমতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, দেশের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিবে এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার মতামত সমাদৃত হইবে, নচেৎ বাহ্যাড়ম্বরে কোন ফল হইবে না।

দেশের মধ্যে উপস্থিত যে অশান্তি উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট বহু ব্যয় বাহুল্যে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু এই বিস্তৃত জনবহুল দেশের পক্ষে সে চেষ্টায়

বিশেষ উপকার হইতেছে না। রাজস্বের অর্থ যাহা দ্বারা নানা প্রকার জন হিতকর কার্য্য হইতে পারিত, সেই অর্থ অনর্থক শান্তিরক্ষা ব্যপদেশে ব্যায়িত হইতেছে। জমিদারগণ চেষ্টা এবং যত্ন করিলে এতদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। দেশের প্রতি পল্লীতে গবর্ণমেণ্টের এক-জন মাত্র চৌকিদার থাকে, তাহার জ্ঞান বুদ্ধিও সামান্য সুতরাং তাহার রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ যে কার্য্য করে, তাহাতে সকল তথ্য সংগৃহীত হওয়াও সম্ভবপর হয় না, অপিচ অনেক সময় সে কার্য্যের ফলে প্রজা সাধারণের অসন্তোষের কারণই জন্মিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহার প্রতিকার কঠিন। জমিদারের পাইক গোমস্তা সকল গ্রামেই আছে, জমিদার নিজ নিজ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের শান্তিরক্ষা কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। উভয় পক্ষের সাহায্যে অল্প ব্যয়ে যে শাসন কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে, নিশ্চেষ্টতার জন্য তাহাতে বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েশন কেন যে এই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগী হইতেছেন না তাহা বোঝা যায় না।

কৃষি প্রধান বঙ্গদেশের কৃষকগণকে কোন প্রকার উন্নত কৃষি-তথ্যের ও নবাবিষ্কৃত প্রণালীর উপদেশ প্রদান করা হইতেছে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণ অনুসারে জমিদারগণেরই এই কার্য্য করা উচিত। দেশের জলকষ্ট নিবারণ, শিক্ষার প্রসারণ প্রভৃতি কার্য্যগুলির প্রতি জমিদারের দৃষ্টি না থাকা অত্যন্ত

অসঙ্গত হইতেছে। জমিদারের স্বার্থ এবং প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা কি এসোসিয়েশন কর্ত্তব্য মনে করেন না? যদি নিজেদের অভাব অভিযোগের কোন প্রতিকার চেষ্টা করা না হয়, স্বার্থের অনুকূলে মত প্রকাশ করা অনাবশ্যক বিবেচিত হয়, তবে কি কেবল "আমরাও আছি" ইহাই জানাইবার জন্য ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? অতঃপর সমাজের স্বার্থ এবং প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই যত্ন ও চেষ্টা করিবেন, এ আশা করা অসঙ্গত হইবে না। শীঘ্রই এসোসিয়েশনের একটী গৃহ হইবে এ আশাও দুরাশা নহে। জমিদারগণের প্রত্যেকটী অভাব এবং পতনের কারণগুলির সমাধান করিবার জন্য এসোসিয়েশনের চেষ্টা আবশ্যক। জমিদার সম্প্রদায়ের মান সম্ভ্রম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রত্যেক কার্য্যেই যাহাতে জমিদার সভার মতামত অনুসারে চলিতে বাধ্য থাকেন, কার্য্য এবং কৃতিত্বের দ্বারা সেইরূপ ভাবে জমিদার সভা পরিচালিত হইলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।

পরিশেষে জমিদারদিগের মুখপত্র স্বরূপ একখানি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক জানাইয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক এই বাঙ্গলার জমিদারের আলোচনা সমাপ্ত করা হইল।
